শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

[illegible]মশ্রেষ্ঠং মন্ত্রমপি শচীপুত্রমন্ত্রস্বরূপ
[illegible] [illegible]স্যাগ্রজমুরুপুরীং
মাথুরী গোষ্ঠবাটীম্ ।
[illegible]ধাকুণ্ডং গিরিবরমহো
রাধিকামাধবাশাং,
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া
শ্রীগুরু তং নতোঽস্মি ॥

শ্রীভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী-না[illegible]
[illegible]ন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

যে শ্রীগুরুপাদপদ্মের অপার করুণায়
শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ যুগলনাম ও মন্ত্র
প্রাপ্ত হইয়াছি এবং
শচীনন্দন শ্রীগৌরহরি, শ্রীস্বরূপদামোদর,
শ্রীরূপগোস্বামী, তাঁহার অগ্রজ শ্রীসনাতন গোস্বামী
শ্রেষ্ঠ ধাম শ্রীমথুরা, গোষ্ঠবাটী, শ্রীরাধাকুণ্ড,
শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধন ও
শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রাপ্তির আশা প্রাপ্ত হইয়াছি,
সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রণত হইতেছি
অর্থাৎ তাঁহাকে প্রণাম করিতেছি।

জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ

প্রভুপাদ

ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামী ঠাকুর

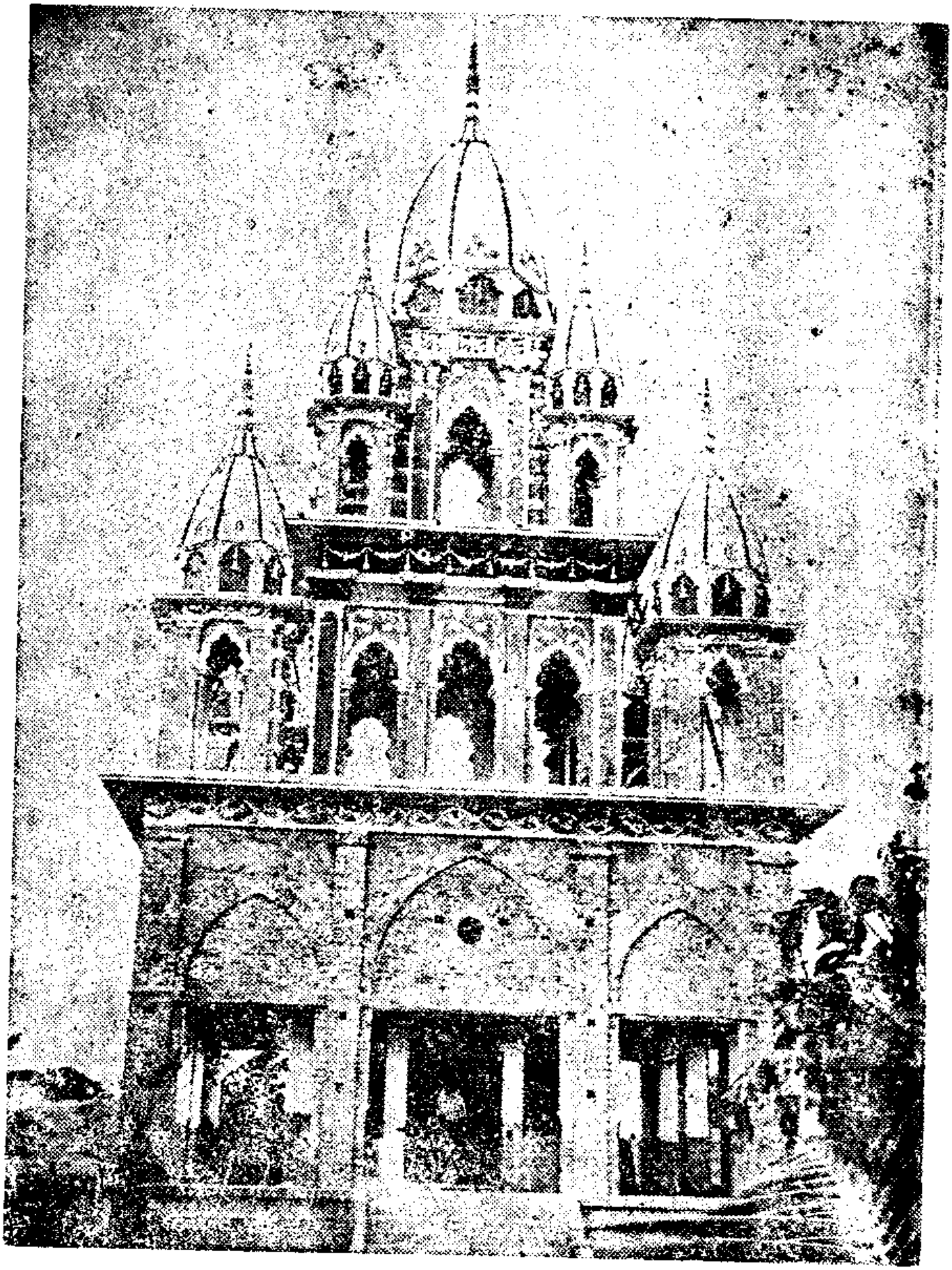

শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ মন্দির, শ্রীনন্দনাচার্য্য ভবন, শ্রীমায়াপুর

শ্রীশ্রীগৌর-নিতাই

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

# গীতি-মঞ্জুষা

—তৃতীয় সংস্করণ—

পরমহংসকুলচূড়ামণি ওঁবিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী

## শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

মহারাজের অনুকম্পিত

সঙ্ঘাধ্যক্ষ—পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ

**শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ অকিঞ্চন মহারাজ**

কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

প্রকাশক :—

**শ্রীগৌড়ীয়-সঙ্ঘ (রেজিঃ)**

প্রধান কার্য্যালয়—'শ্রীনন্দনাচার্য্য ভবন' শ্রীমায়াপুর

হইতে ১৫ অগ্রহায়ণ ১৩৮৯, ইং ১ ডিসেম্বর ১৯৮২

শ্রীরাসপূর্ণিমা-বাসরে প্রকাশিত।

## প্রাপ্তিস্থান :—

১। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ মন্দির, নন্দনাচার্য্য ভবন,
ঈশোদ্যান, পোঃ—শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

২। শ্রীগৌড়ীয়-সঙ্ঘাশ্রম
২৩ নং ডাক্তার লেন, কলিকাতা-১৪

৩। শ্রীনিবাস গৌড়ীয় মঠ, কেশিয়াকোল, বাঁকুড়া

৪। দিল্লী গৌড়ীয় সঙ্ঘ
৩এ-৮০, W.E.A, করোলবাগ
নিউদিল্লী-৫

৫। ইন্দ্রপ্রস্থ গৌড়ীয় মঠ, দিনা-কা তালাব,
মালকাগঞ্জ, দিল্লী-৭

৬। ইমলিতলা মহাপ্রভুর মন্দির
সেবাকুঞ্জমহল্লা, পোঃ—বৃন্দাবন, মথুরা।

ভিক্ষা :— ৫.০০ টাকা

বাঁকুড়া "সারস্বত প্রেস" হইতে
শ্রীভক্তি অমৃত অবধূত মহারাজ
কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

# ভূমিকা

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে সনাতন-ধর্ম্মের প্রচারক-বর শ্রীগৌড়ীয়-সঙ্ঘপতি জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্‌ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজের কৃপা নির্দ্দেশক্রমে বঙ্গাব্দ ১৩৬৬ সালে অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে এই "গীতি-মঞ্জুষা" কীর্ত্তনের গ্রন্থখানি প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল।

ইহাতে শ্রীল জয়দেব, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রভৃতি বৈষ্ণব মহাজনগণের রচিত গীতি-সমূহ সন্নিবিষ্ট থাকায় গ্রন্থখানি নিঃশেষ হওয়ার পর সঙ্ঘের পরিচর্য্যা-পরিষদের সভ্য শ্রীশৌরিজন ব্রহ্মচারী (ভক্তিচকোর) প্রভুর চেষ্টায় দ্বিতীয় সংস্করণে শ্রীল চণ্ডীদাস, শ্রীবিদ্যাপতি, শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ও মহাজনগণের রচিত গীতি-সমূহ অধিক-

রূপে সন্নিবেশিত হওয়ায় গ্রন্থখানি ভক্তগণের আরও বেশী আদরণীয় হইয়াছিল। তাহাও অনেকদিন যাবৎ শেষ হইয়াছে কিন্তু সঙ্ঘের নানা প্রকার সেবাকাজের বাস্ততার জন্য ঐ গ্রন্থখানি পুনর্মুদ্রণের কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই

পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুদেবের কৃপা প্রেরণায় ভক্তগণের আগ্রহ পূরণের ইচ্ছা প্রকাশ করায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব মাধব মহারাজ দিল্লী হইতে শ্রীমান শ্যামল দাস ব্রহ্মচারীকে পাঠাইয়া দেন। শ্রীমান শ্যামলের উৎসাহে শ্রীমান স্বপনও উৎসাহান্বিত হইলে অল্পদিন মধ্যে এই তৃতীয় সংস্করণ পুনর্মুদ্রণ সম্ভব হইল।

বর্ত্তমান কাগজের মূল্য যথেষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে তথাপি উত্তম কাগজে ও বড় অক্ষরে ছাপা হওয়ায় ভক্তগণের আনন্দবর্দ্ধন হইয়াছে জানিয়া আমরা উৎসাহিত হইয়াছি। "কীর্ত্তনীয় সদা হরি" মন্ত্রের প্রচারক শ্রীগৌড়ীয়-সঙ্ঘ বিভিন্ন প্রচার চেষ্টার

মাধ্যমে বর্ত্তমান হরিবিমুখ জগতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিমল প্রেম-ধর্ম্মের কথা জগতে প্রচার করিতেছেন। এই কীর্ত্তনের গ্রন্থখানি ভজন পিপাসু ব্যাক্তিগণের ভজনের অধিকতর সহায় সম্পদ হিসাবে স্থান পাইলে আমরা বিশেষ আনন্দলাভ করিব।

সংসার-সিন্ধু-তরণে হৃদয়ং যদি স্যাৎ
সংকীর্ত্তনামৃতরসে রমতে মনশ্চেৎ।
প্রেমাম্বুধৌ বিহরণে যদি চিত্তবৃত্তিঃ
"গীতি-মঞ্জুষা" কীর্ত্তনে কুরুতানুরাগম্॥

জন্ম-মরণাদি সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসিন্ধু-জলে অবগাহন করিবার জন্য অর্থাৎ গোলোক-বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের পদনখ-সৌন্দর্য্য, দিব্য নয়নে দর্শন করতঃ নিত্য সেবা-লাভের জন্য, হে ভক্তগণ! গৌরবিহিত-কীর্ত্তনানন্দ

লাভে প্রয়াসী হইয়া "গীতি-মঞ্জুষা" গ্রন্থানুশীলনে অনুরাগযুক্ত হউন।

"কলিযুগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নাম সংকীর্ত্তন" সেই কীর্ত্তনাখ্য ভক্তির দ্বারা কলিযুগ পাবনাবতারী শ্রীগৌরহরির ভজনে জগজ্জীব অনুরাগী হইলে তদীয় কোটিচন্দ্র-সুশীতল পাদপদ্মে সেবাধিকার লাভ করিবেন এই দৃঢ় আশায় অদ্য শ্রীরাস-পূর্ণিমা বাসরে "গীতি-মঞ্জুষা" গ্রন্থখানি পুনঃ প্রকাশিত হইলেন।

শ্রীরাসপূর্ণিমা-বাসর
১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৮৯

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু—
শ্রীভক্তি অমৃত অবধূত

বর্ণানুক্রমে

# গীত-সূচী


অক্রোধ পরমানন্দ ... ৪৪

অবতার সার গোরা অবতার ৬৯

অঙ্গ-উপাঙ্গ-অস্ত্র-পার্ষদ সঙ্গে ৯৩

অন্য অভিলাষ ছাড়ি ... ১৯৮

আরে ভাই ! ভজ মোর গৌরাঙ্গ চরণ ৫২

আমি ত' দুর্জ্জন অতি ... ৫৭

আমার জীবন সদা পাপে রত ১২২

আমার বলিতে প্রভু .... ১২৬

আমার সমান হীন .... ১৬১

আত্ম নিবেদন তুয়া পদে করি ১৭৩

আর কি এমন দশা হব .... ১৮৮

আর কেন মায়াজালে .... ১৯৫

আপন গলার মালা .... ২৪০

উদিল অরুণ .... ৯০
উজ্জ্বল বরণ গৌরবর দেহং ২৫১
এইবার করুণা কর বৈষ্ণব ... ৩৪
এইবার করুণা কর চৈতন্য-নিতাই ৪৯
এ ঘোর-সংসারে ... ৫১
এমন গৌরাঙ্গ বিনে আর ৫৮
এমন দুর্ম্মতি সংসার ভিতরে ৭৬
একদিন শান্তিপুরে .... ১০১
একদিন নীলাচলে ১০২
এখন বুঝিনু প্রভু .... ১৭২
এইবার পাইলে দেখা ১৭৯
একবার ভাব মনে ... ১৯৫
ওহে, বৈষ্ণব ঠাকুর ৩০
ওহে প্রেমের ঠাকুর গোরা ৬৩
ওরে মন, ভাল নাহি লাগে ১৫৮

| | | |
|---|---|---|
| কৃষ্ণ হইতে চতুর্ম্মুখ | .... | ৬ |
| কলি কুক্কুর কদন | | ৮৭ |
| কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর | .... | ৩১ |
| কবে মুই বৈষ্ণব চিনিব | | ৩২ |
| কিরূপে পাইব সেবা | .... | ৩৪ |
| কবে শ্রীচৈতন্য মোরে | | ৫৬ |
| কলি ঘোর তিমিরে | ... | ৬২ |
| কে গো তুমি কাঙ্গাল-বেশে | | ৬৬ |
| কবে আহা গৌরাঙ্গ বলিয়া | | ৭০ |
| কবে গৌরবনে | .... | ৭২ |
| কবে হবে হেন দশা মোর | | ৭৩ |
| কবে হবে বল সেদিন আমার | | ৭৪ |
| কি জানি কি বলে | ... | ১২৯ |
| কেশব তুয়া জগৎ বিচিত্র | | ১৩২ |

কবে মোর শুভদিন ... ১৭৫
কবে কৃষ্ণধন পাব ১৭৮
কৃষ্ণভক্তি বিনা কভু .... ১৯৭
কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে ২০৬
কৃষ্ণনাম ধরে কত বল ... ২১৩
কবে কৃষ্ণপ্রেমে পাগল হব ২১৬
কলয় গৌরমুদারম্ ... ২৪৯
কৃষ্ণ জিন্‌কা নাম হ্যায় ২৭৫

গুরুদেব কৃপাবিন্দু দিয়া ২২
" কবে মোর সেইদিন ২৩
" বড় কৃপা করি ২৪
" কবে তব করুণা প্রকাশে ২৫
গৌরাঙ্গের যত ভক্ত ৩৮
গৌরাঙ্গের দুটীপদ ... ৫৩

গোরা পহুঁ না ভজিয়া ৫৪
গৌরাঙ্গ বলিতে হবে .. ৫৪
গৌরাঙ্গসুন্দর প্রেম-জলধর ৭৮
গায় গোরা মধুর স্বরে ... ৮৫
গায় গোরাচাঁদ জীবের তরে ৮৬
গোপীনাথ, মম নিবেদন শুন ১৬৪
" ঘুচাও সংসার জ্বালা ১৬৬
" আমার উপায় নাই ১৬৭
গাইতে গাইতে নাম .... ২১২
গাইতে গোবিন্দ নাম ২১৫
গায়ত রাধামাধবলীলাং ... ২৬৪
গোবিন্দ গোবিন্দ গোবিন্দ বল ২৩৭
গুরু-চরণ কমল ভজ মন ২৭২

চিন্তামণিময় রাধাকুণ্ড তট ১৯০

জয় জয় শ্রীগুরু ... ২৬
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দ ৪০
জয় জয় অদ্ভুত ... ৪২
জীব জাগ জীব জাগ ... ৯২
জয় জয় গোরাচাঁদের ১০৪
জয় জয় রাধাকৃষ্ণ ... ১০৫
" নিত্যানন্দাদ্বৈত ১০৯
" যশোদানন্দন কৃষ্ণ - ২০৮
" হরিনাম - ২১০
" রাধামাধব .... ২৩৩
জীবন সমাপ্তকালে ১৯৬
জ্ঞানী জ্ঞানযোগে ... ২১১
জনম সফল তার ২১৮
জীবে কৃপা করি ... ২২৪
জয় রাধে জয় কৃষ্ণ ২৩৫

জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ ২৩৬
জয় জয় প্রাণসখে .... ২৫৯
জয় জয় সুন্দর নন্দকুমার ২৬০
জয় শচীনন্দন ... ২৭৩
জয় গোবিন্দ জয় গোপাল ২৮০
জয় মাধব মদনমুরারী ... ২৮৩
জয়ধ্বনি — ২৮৭
ঠাকুর বৈষ্ণব পদ ... ৩৫
ঠাকুর বৈষ্ণবগণ ৩৬
তুমি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর .... ১৩৪
তুমি ত' মারিবে যারে ১৩৬
তুয়া ভক্তি-প্রতিকূল ১৪৪
তুয়া ভক্তি-অনুকূল ... ১৪৫
তুমি ত' দয়ার সিন্ধু ১৬৯
তাতল সৈকতে .... ১৯৩

দাবানল সম সংসার ... ১১
দয়া কর মোরে নিতাই ৪৬
দয়াল নিতাই-চৈতন্য বলে ৮১
দারা-পুত্র নিজদেহ .... ১২৮
দুর্ল্লভ মানব-জন্ম ১৫৬
দুষ্ট মন, তুমি কিসের বৈষ্ণব ? ২৪৪
দেব ভবন্তং বন্দে .... ২৫৬

ধন মোর নিত্যানন্দ ... ৪১
নিতাইপদ-কমল .... ৪৩
নিতাই গুণমণি আমার ৪৪
নিতাই মোর জীবন-ধন .... ৪৫
নমো নমঃ তুলসী মহারাণী ১০৭
নমো নমঃ তুলসী কৃষ্ণপ্রেয়সী ১০৬
নিবেদন করি প্রভু .... ১২৭

নারদ মুনি বাজায় বীণা ২০৯
নদীয়া গোদ্রুমে ... ২৪২
নমামীশ্বরং সচ্চিদানন্দ রূপং ২৫৩
নদীয়া ইন্দু ... ২৭৩
পরম করুণ পহুঁ দুইজন ৪৯
প্রভু হে ! শুন মোর দুঃখের কাহিনী ১২৪
প্রভু হে, তুয়া পদে .... ১২৫
প্রভু তব পদযুগে ১৩৩
প্রাণেশ্বর ! নিবেদন এইজন করে ১৫১
প্রলয়-পয়োধিজলে .... ২৬৯
পার করেঙ্গে নাইয়া ২৭৭
বৃন্দাবনবাসী যত .... ২৮
বিভাবরী শেষ ৯৩
বিদ্যার বিলাসে ... ১১৯

বৃন্দাবন রম্যস্থান .... ১৭৯
বন্ধু সঙ্গে যদি তব রঙ্গ পরিহাস ২২১
বহির্ম্মুখ হয়ে মায়ারে ভজিয়ে ২২৩
বিরজার পারে শুদ্ধ .... ২২৭
বরজ বিপিনে যমুনার কূলে ২৩০
বোল হরি বোল .... ২৩৮
বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ ২৪২
বন্দে বিশ্বম্ভর পদকমলং ... ২৪৯
বসতু মন মম মদনগোপালে ২৬১
ব্রজ নন্দকী নন্দন ... ২৬৫
বসো মেরে নয়নমে নন্দলাল ২৮১

ভাইরে, ভজ গোরাচাঁদের চরণ ৬০
ভালে গোরা-গদাধরের আরতি ৮৮
ভজরে ভজরে আমার .... ৯৫

ভাবনা ভাবনা মন ৯৬
ভজ ভকত বৎসল ... ৯৮
ভুলিয়া তোমারে সংসারে আসিয়া ১১৭
ভবার্ণবে পড়ে মোর .... ১৬০
ভজহুঁ রে মন ১৯২
ভজ ভজ হরি ... ২০১
ভজ রাধাকৃষ্ণ ২০৪
ভজ গোবিন্দ ভজ গোবিন্দ ২৭৬

মনরে, কহনা গৌর-কথা ৬৭
মানস দেহগেহ ... ১৭১
মনরে, ধনমদ নিতান্ত অসার ১৯৪
ময়ুর-মুকুট ... ২৮১
মোহন প্যারে হো কানাইয়া ২৮৪
মনুয়া রাধেকৃষ্ণ বোল .... ২৮৬

যদি গৌর নহিত ... ৬১
যে আনিল প্রেমধন .... ১১৩
যৌবনে যখন ধন উপার্জ্জনে ১২১
যার মুখে ভাই .... ২০৩
যশোমতী নন্দন ২০৫
যমুনা-পুলিনে .... ২২৫

রাধাকৃষ্ণ বল বল .... ৮৩
রামকৃষ্ণ গোচারণে ১০৩
রাধাকৃষ্ণ ! নিবেদন এইজন করে ১৫০
রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর ১৮০
রাধাকুণ্ডতট .... ১৮৯
রাধাবল্লভ মাধব ২০৬
রাধামাধব কুঞ্জবিহারী ... ২০৭
রাধিকা-চরণপদ্ম ২২৮

রাধা-ভজনে যদি ... ২২৯
রাধে জয় জয় মাধব দয়িতে ২৫৬

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত অতি প্রিয়তম ১৪
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীন্দু ১৬
শ্রীগুরুচরণপদ্ম ... ২১
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দয়া কর মোরে ৩৯
শেষশায়ী সঙ্কর্ষণ ... ৪৭
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দ দুই ৪৮
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু জীবে দয়া ৫৫
শরীর অবিদ্যাজাল ... ১০০
শচীর অঙ্গনে কভু ১০২
শ্রীহরিবাসরে .... ১১০
শুদ্ধ-ভকত চরণ-রেণু ১১২
শ্রীরাধাকৃষ্ণ-পদকমলে .... ১৬২

শ্রীরূপমঞ্জরীপদ ১৭৬

শ্যাম-সুন্দর রূপ-মনোহর ২২০

শুন হে রসিক জন ... ১২২

শতকোটী গোপী .... ২৩২

শ্রিত-কমলা-কুচ-মণ্ডল ২৬৭

শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ ... ২৮২

সংসার-দাবানল .... ৯

সুজনার্ব্বুদরাধিত পাদযুগং ১৮

সর্ব্বস্ব তোমার ... ১৩১

সই ! কেবা শুনাইল ২১৭

সুচারুবক্ত্রমণ্ডলং ... ২৫৭

সুন্দরলালা শচীর দুলালা ২৭৪

হরি ব'লে মোদের গৌর এল ৮০

হরি বল, হরি বল .... ৮২

হরে কৃষ্ণ হরে—নিতাই কি নাম ৮৪
হরি হরয়ে নমঃ .... ১০৮
হরি হে দয়াল মোর ... ১১৫
হরি হে ! হেন দুষ্ট কর্ম্ম নাই ১৫৫
হরি হে ! তোমারে ভুলিয়া ১১৬
" প্রপঞ্চে পড়িয়া ১৩৭
" অর্থের সঞ্চয়ে ... ১৩৮
" ভজনে উৎসাহ ১৩৯
" দান প্রতিগ্রহ .... ১৪৯
" সঙ্গদোষশূন্য ১৪২
" নীরধর্ম্মগত ... ১৪৩
হরি হরি ! কি মোর করম ১১৪
হরি হরি ! কবে মোর হবে হেন দিন ১৪৬
" বিফলে জনম .... ১৪৮
" কি মোর করম গতি ১৪৯

| | | |
|---|---|---|
| হরি হরি ! | কৃপা করি রাখ নিজপদে | ১৫২ |
| ,, | বড় শেল মরমে রহিল | ১৫৩ |
| ,, | কি মোর করম অভাগ | ১৫৪ |
| ,, | হেন দিন হইবে | ১৮১ |
| ,, | কবে হেন দশা | ১৮২ |
| ,, | আর কি এমন দশা (১নং) | ১৮৩ |
| ,, | আর কি এমন দশা (২নং) | ১৮৬ |
| ,, | আর কবে পালটিবে | ১৮৪ |
| ,, | কবে হব বৃন্দাবনবাসী | ১৮৭ |
| হরি বলবো আর মদনমোহন | | ১৯৯ |
| হরি নাম তুয়া | .... | ২০৭ |
| হর্ষে প্রভু কহেন শুন | ... | ২৪১ |
| হে নাথ নারায়ণ হরি | ... | ২৭৮ |
| হরি ম্যায় দাস তুঁহারো | | ২৭৯ |
| হামারে ব্রজকী রাখবালে | | ২৮২ |

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধ ভক্তি।
'কৃষ্ণপ্রেম' 'কৃষ্ণ' দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ "নাম-সংকীর্ত্তন"।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥

মহাজনের গীতি পাঠে, সংসার-ত্রিতাপ ছুটে
হরিসঙ্কীর্ত্তনের কর আশা।
শোক-মোহ-ভয় যাবে, পরানন্দ সুখ পাবে
কণ্ঠে ধর এ "গীতি-মঞ্জুষা"॥

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

★

**হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ**
**কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।**
**হরে রাম হরে রাম**
**রাম রাম হরে হরে ॥**

★

কলিযুগের ধর্ম্ম হয় "নাম-সংকীর্ত্তন" ।
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন ॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

# গীতি-মঞ্জুষা

## —মঙ্গলাচরণ—

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ॥

---

শ্রীগুরু-প্রণাম :—

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

## শ্রীগুরু-বন্দনা

শ্রীধামমাহাত্ম্য প্রকাশকৃত্যে
বিশুদ্ধসিদ্ধান্তগিরাং প্রচারে।
গুর্ব্বানুগত্যং দধতঃ সদৈব
যস্য প্রচেষ্টাখিলচিত্তলগ্না॥
বাগ্মীপ্রধানঃ প্রবরো বুধানাং
যো ভক্তিসারঙ্গ পদাশ্রয়শ্চ।
অপ্রাকৃতাখ্য দ্বিজবন্দ্যবংশ
সাধুচিরাশেষগুণৈকবাসঃ॥
শ্রীভক্তিসারঙ্গ-গোস্বামী-নামা
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

শ্রীল প্রভুপাদ-প্রণতিঃ—

নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীতি-নামিনে॥
শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ॥

মাধুর্য্যোজ্জ্বলপ্রেমাঢ্য শ্রীরূপানুগভক্তিদ।
শ্রীগৌরকরুণাশক্তি-বিগ্রহায় নমোঽস্তু তে ॥
নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
শ্রীরূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্ত-ধ্বান্তহারিণে ॥

শ্রীল-গৌরকিশোর-প্রণতি ঃ—

নমো গৌরকিশোরায় সাক্ষাদ্বৈরাগ্যমূর্ত্তয়ে।
বিপ্রলম্ভরসাম্ভোধে পাদাম্বুজায়তে নমঃ ॥

শ্রীল-ভক্তিবিনোদ-প্রণতি ঃ—

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ-নামিনে।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে ॥

শ্রীল জগন্নাথ-প্রণতি ঃ—

গৌরাবির্ভাবভূমেস্ত্বং নির্দ্দিষ্টা সজ্জনপ্রিয়ঃ।
বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীজগন্নাথায় তে নমঃ ॥

শ্রীবৈষ্ণব-প্রণাম ঃ—

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রণাম ঃ—

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য-নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণ-প্রণাম ঃ—

হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে।
গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোঽস্তুতে ॥

শ্রীরাধাপ্রণাম ঃ—

তপ্তকাঞ্চন-গৌরাঙ্গি রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী!
বৃষভানুসুতে দেবি! প্রণমামি হরিপ্রিয়ে ॥

শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহন প্রণাম ঃ—

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতি।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ শ্রীরাধামদনমোহনৌ ॥

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-প্রণাম ঃ—

দীব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ
শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।

শ্রীশ্রীরাধা-শ্রীলগোবিন্দদেবৌ

প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥

শ্রীরাধাগোপীনাথ-প্রণাম ঃ—

শ্রীমান্‌রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ ।

কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ ॥

শ্রীতুলসী-প্রণাম ঃ—

বৃন্দায়ৈ তুলসীদেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ ।

কৃষ্ণভক্তিপ্রদে দেবি সত্যবত্যৈ নমো নমঃ ॥

পঞ্চতত্ত্ব ঃ—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ ।

শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ॥

মহামন্ত্র ঃ—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

---

## শ্রীগুরু-পরম্পরা

কৃষ্ণ হৈতে চতুর্ম্মুখ হয় কৃষ্ণসেবোন্মুখ
ব্রহ্মা হৈতে নারদের মতি।
নারদ হইতে ব্যাস মধ্ব কহে ব্যাস-দাস
পূর্ণপ্রজ্ঞ পদ্মনাভ-গতি॥

নৃহরি মাধব-বংশে অক্ষোভ্য পরমহংসে
শিষ্য বলি' অঙ্গিকার করে।
অক্ষোভ্যের শিষ্য জয়- তীর্থ নামে পরিচয়
তাঁর দাস্যে জ্ঞানসিন্ধু ভরে॥

তাঁহা হৈতে দয়ানিধি তাঁর দাস বিদ্যানিধি
রাজেন্দ্র হইল তাঁহা হৈতে।
তাঁহার কিঙ্কর জয়- ধর্ম্ম নামে পরিচয়
(গুরু)-পরম্পরা জান ভালমতে॥

জয়ধর্ম্ম-দাস্যে খ্যাতি শ্রীপুরুষোত্তম-যতি
তাঁ' হতে ব্রহ্মণ্যতীর্থ-সূরি।
ব্যাসতীর্থ তাঁর দাস, লক্ষ্মীপতি ব্যাসদাস,
তাঁহা হৈতে মাধবেন্দ্রপুরী॥
মাধবেন্দ্রপুরীবর শিষ্যবর শ্রীঈশ্বর,
নিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত বিভু।
ঈশ্বরপুরীকে ধন্য করিলেন শ্রীচৈতন্য
জগদ্গুরু গৌর-মহাপ্রভু॥
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য রাধাকৃষ্ণ নহে অন্য
রূপানুগ-জনের জীবন।
বিশ্বম্ভর-প্রিয়ঙ্কর শ্রীস্বরূপদামোদর
শ্রীগোস্বামী রূপ-সনাতন॥
রূপপ্রিয় মহাজন জীব-রঘুনাথ হন
তাঁর প্রিয় কবি-কৃষ্ণদাস।

কৃষ্ণদাস-প্রিয়বর নরোত্তম সেবাপর
যাঁ'র পদ বিশ্বনাথ আশ ॥
বিশ্বনাথ ভক্তসাথ বলদেব জগন্নাথ
তাঁ'র প্রিয় শ্রীভক্তিবিনোদ।
মহাভাগবতবর শ্রীগৌরকিশোরবর
হরিভজনেতে যাঁ'র মোদ ॥
শ্রীবার্ষভানবীবরা সদা সেব্য-সেবাপরা
তাঁহার দয়িতদাস নাম।
তাঁর অতি প্রিয়জন শ্রীগোস্বামীপ্রভু হন
শ্রীভক্তিসারঙ্গ যাঁর নাম।
এই সব হরিজন গৌরাঙ্গের নিজজন
তাঁদের উচ্ছিষ্টে মোর কাম ॥

---

# শ্রীগুর্ব্বষ্টক

সংসার-দাবানল-লীঢ়-লোক
ত্রাণায় কারুণ্য-ঘনাঘনত্বম্ ।
প্রাপ্তস্য কল্যাণ-গুণার্ণবস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ১ ॥

মহাপ্রভোঃ কীর্ত্তন-নৃত্য-গীত-
বাদিত্রমাদ্যন্মনসো রসেন ।
রোমাঞ্চ-কম্পাশ্রু-তরঙ্গ-ভাজো,
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ২ ॥

শ্রীবিগ্রহারাধন-নিত্য-নানা-
শৃঙ্গার-তন্মন্দিরমার্জ্জনাদৌ
যুক্তস্য ভক্তাংশ্চ নিযুঞ্জতোঽপি
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ৩ ॥

চতুর্ব্বিধ-শ্রীভগবৎপ্রসাদ-
স্বাদ্বন্নতৃপ্তান্ হরিভক্তসঙ্ঘান্।
কৃত্বৈব তৃপ্তিং ভজতাং সদৈব
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ৪ ॥

শ্রীরাধিকামাধবয়োরপার
মাধুর্য্য-লীলা-গুণ-রূপ-নাম্নাং।
প্রতিক্ষণাস্বাদন-লোলুপস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ৫ ॥

নিকুঞ্জযুনোরতিকেলিসিদ্ধৈ
যা যালিভির্যুক্তিরপেক্ষণীয়া।
তত্রাতিদাক্ষ্যাদতিবল্লভস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ৬ ॥

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ-
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভি।

কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ৭ ॥

যস্য প্রসাদাদ্-ভগবৎপ্রসাদো
যস্যাপ্রসাদান্নগতিকুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ৮ ॥

---

## গুর্ব্বষ্টকের পদ্যানুবাদ

দাবানলসম সংসার দহনে
দগ্ধজীবকুল উদ্ধার কারণে।
করুণা বারিদ কৃপাবারি দানে
বন্দি সেই শ্রীগুরুর চরণকমল ॥

নৃত্য-গীত-বাদ্য শ্রীহরিকীর্ত্তনে
রহেন মগন মহামত্ত-মনে।

রোমাঞ্চ কম্পাশ্রু হয় গৌরপ্রেমে
বন্দি সেই শ্রীগুরুর চরণকমল ॥

সদা রত যিনি বিগ্রহসেবনে
শৃঙ্গারাদি আর মন্দির-মার্জ্জনে।
করেন নিযুক্ত অনুগত-জনে
বন্দি সেই শ্রীগুরুর চরণকমল ॥

চর্ব্ব-চুষ্য-লেহ্য-পেয়-রসময়
প্রসাদান্ন কৃষ্ণের অতি স্বাদু হয়।
ভক্ত-আস্বাদনে নিজে তৃপ্ত হয়
বন্দি সেই শ্রীগুরুর চরণকমল ॥

শ্রীরাধামাধব-নাম-রূপ-গুণে
অনন্ত মাধুর্য্য-লীলা আস্বাদনে।
লুব্ধচিত্ত যিনি হন প্রতিক্ষণে
বন্দি সেই শ্রীগুরুর চরণকমল ॥

ব্রজযুবদ্বন্দ্ব রতি-সম্বর্দ্ধনে
যুক্তি করেন সখীসনে বৃন্দাবনে।
অতি দক্ষ তাহে প্রিয়তমগণে
বন্দি সেই শ্রীগুরুর চরণকমল॥

সর্ব্বশাস্ত্রে গায় শ্রীহরিস্বরূপ
ভক্তগণ ভাবে সেই অনুরূপ।
কিন্তু যিনি প্রভুর প্রিয়তম-রূপ
বন্দি সেই শ্রীগুরুর চরণকমল॥

যাঁহার প্রসাদে কৃষ্ণকৃপা পাই
যাঁ'র অপ্রসাদে অন্য গতি নাই।
ত্রিসন্ধ্যা কীর্ত্তিব স্তব-ধ্যানে ভাই
বন্দি সেই শ্রীগুরুর চরণকমল॥

———

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত অতি প্রিয়তম
গুরুমনোভীষ্টে সদা যাঁর কাম।
ত্রিতাপিত জনে কৃপা বরিষণ
বন্দি শ্রীগোস্বামী চরণ-কমল ॥ ১ ॥

নিত্যানন্দান্বয় গোস্বামীপ্রবর,
শ্রীভক্তিসারঙ্গ প্রভু গুরুবর।
যাঁ'র পাদপদ্ম মোদের সম্বল,
বন্দি শ্রীগোস্বামী চরণ-কমল ॥ ২ ॥

কোমল সুদীর্ঘ হেমবর্ণ তনু,
নাহি অন্য কার্য্য কৃষ্ণকাম বিনু।
মদন-বন্দিত চরণ-যুগল,
বন্দি শ্রীগোস্বামী চরণ-কমল ॥ ৩ ॥

শ্রীনিবাসাচার্য্য-পদাঙ্কিত ভূমি,
তাঁহে আবির্ভূত ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী,

ভীত যাঁ'র ডরে পাষণ্ডী সকল
বন্দি শ্রীগোস্বামী চরণ-কমল ॥ ৪ ॥
মূর্ত্তিমান হরি-কীর্ত্তন-স্বরূপে
মগ্ন যিনি সদা মহামন্ত্র জপে।
যাঁ'র সেবা বিনা জীবন বিফল,
বন্দি শ্রীগোস্বামী চরণ-কমল ॥ ৫ ॥
নিত্যরাসস্থলী বৃন্দাবন-ধামে,
তিন্তিড়ীতলে যুগলসেবা-কামে।
সদাই নিযুক্ত লয়ে দলবল,
বন্দি শ্রীগোস্বামী চরণ-কমল ॥ ৬ ॥
বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্রে সুনিপুণ,
পাষণ্ড-দলনে সদাই করুণ।
প্রচার করেন ভক্তি সুবিমল,
বন্দি শ্রীগোস্বামী চরণ-কমল ॥ ৭ ॥

গৌর-পাদপদ্মে মত্ত ভৃঙ্গরূপ
আস্বাদ করেন ভক্তি-রস-কূপ।
যাঁহার সেবায় হয় জনম সফল,
বন্দি শ্রীগোস্বামী চরণ-কমল ॥৮॥

---

## শ্রীগুরু-বন্দনা পঞ্চকম্

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত- সরস্বতীন্দো-
র্যঃ পাদপদ্মৈক বরেণ্য ভৃঙ্গঃ।
শ্রীভক্তিসারঙ্গতয়া প্রসিদ্ধো
গোস্বামিপাদো জয়তাৎ জগত্যাম্ ॥
গৌরাঙ্গ-গোবিন্দ-পদারবিন্দ-
ভক্তি-প্রচারার্থ বিদত্তদেহঃ।
শ্রীভক্তিসারঙ্গ তয়া প্রসিদ্ধো
গোস্বামিপাদো জয়তাৎ জগত্যাম্ ॥

দেশে-বিদেশে বিদুষাং সমাজে
ভক্তিং প্রচার্য্য ক্ষিতিদুঃখহারী।
শ্রীভক্তিসারঙ্গতয়া প্রসিদ্ধো
গোস্বামিপাদো জয়তাৎ জগত্যাম্॥

বৈরাগ্য-বিদ্যাবিনয়ৈক যুক্তো
জিতেন্দ্রিয়ো বাগ্মীবরঃ তিতিক্ষুঃ।
শ্রীভক্তিসারঙ্গতয়া প্রসিদ্ধো
গোস্বামিপাদো জয়তাৎ জগত্যাম্॥

শ্রীমদ্ গুরোঃ মানসিকাভিলাষ-
প্রপূর্ত্তিহেতোঃ সততানুরাগী।
শ্রীভক্তিসারঙ্গতয়া প্রসিদ্ধো
গোস্বামিপাদো জয়তাৎ জগত্যাম্॥

---

# শ্রীল প্রভুপাদ-স্তবকঃ

সুজনার্ব্বুদরাধিত পাদযুগং
যুগধর্ম্মধুরন্ধর-পাত্রবরম্ ।
বরদাভয়দায়ক-পূজ্যপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥

ভজনোর্জ্জিতসজ্জনসঙ্ঘপতিং
পতিতাধিককারুণিকৈকগতিম্ ।
গতিবঞ্চিতবঞ্চকাচিন্ত্যপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥

অতিকোমলকাঞ্চনদীর্ঘতনুং
তনুনিন্দিতহেমমৃণালমদম্ ।
মদনার্ব্বুদবন্দিতচন্দ্রপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥

নিজসেবকতারকরঞ্জিবিধুং
বিধৃতাহৃতহুংকৃতসিংহবরম্ ।

বরণাগতবালিশ-শন্দপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥

বিপুলীকৃতবৈভবগৌরভুবং
ভুবনেষু বিকীর্ত্তিত-গৌরদয়ম্।
দয়নীয়গণার্পিত গৌরপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥

চিরগৌরজনাশ্রয়বিশ্বগুরুং
গুরুগৌরকিশোরকদাস্যপরম্।
পরমাদৃতভক্তিবিনোদপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥

রঘুরূপসনাতনকীর্ত্তিধরং
ধরণীতলকীর্ত্তিতজীবকবিম্।
কবিরাজ-নরোত্তমসখ্যপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥

কৃপয়া হরিকীর্ত্তনমূর্ত্তিধরং
ধরণীভরহারক-গৌরজনম্ ।
জনকাধিকবৎসলস্নিগ্ধপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥

শরণাগতকিঙ্করকল্পতরুং
তরুধিক্কৃতধীরবদান্যবরম্ ।
বরদেন্দ্রগণার্চ্চিতদিব্যপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥

পরমহংসবরং পরমার্থপতিং
পতিতোদ্ধারণে কৃতবেশযতিম্ ।
যতিরাজগণৈঃ পরিসেব্যপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥

বৃষভানুসুতাদয়িতানুচরং
চরণাশ্রিত-রেণুধরস্তমহম্ ।
মহদদ্ভুতপাবনশক্তিপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥

## শ্রীগুরুকৃপা-প্রার্থনা

শ্রীগুরু-চরণপদ্ম কেবল ভকতিসদ্ম
বন্দোঁ মুঞি সাবধান মতে।
যাঁহার প্রসাদে ভাই এ ভব তরিয়া যাই
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাঁহা হৈতে॥
গুরুমুখপদ্ম-বাক্য চিত্তেতে করিয়া ঐক্য
আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরুচরণে রতি এই সে উত্তম গতি
যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা॥
চক্ষুদান দিলা যেই জন্মে জন্মে প্রভু সেই
দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।
প্রেমভক্তি যাঁহা হৈতে, অবিদ্যা-বিনাশ যাতে
বেদে গায় যাঁহার চরিত॥
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু অধম-জনার বন্ধু
লোকনাথ লোকের জীবন।
হা হা প্রভু! কর দয়া দেহ মোরে পদছায়া
এবে যশ ঘুষুক ত্রিভুবন॥

( ২ )

গুরুদেব !

কৃপাবিন্দু দিয়া কর এই দাসে
তৃণাপেক্ষা অতি হীন।
সকল সহনে বল দিয়া কর
নিজ মানে স্পৃহাহীন ॥

সকলে সম্মান করিতে শকতি
দেহ নাথ যথাযথ।
তবে ত গাইব হরিনাম সুখে
অপরাধ হবে হত ॥

কবে হেন কৃপা লভিয়া এজন
কৃতার্থ হইবে নাথ !
শক্তি-বুদ্ধিহীন আমি অতি দীন
কর মোরে আত্মসাথ ॥

যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পাই
তোমার করুণা সার।
করুণা না হৈলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
প্রাণ না রাখিব আর ॥

( ৩ )

গুরুদেব ! কবে মোর সেই দিন হবে ?
মন স্থির করি নির্জ্জনে বসিয়া
কৃষ্ণনাম গাব যবে।
সংসার-ফুকার কানে না পশিবে
দেহ-রোগ দূরে রবে ॥
'হরে কৃষ্ণ' বলি' গাহিতে গাহিতে
নয়নে বহিবে লোর।
দেহেতে পুলক উদিত হইবে
প্রেমেতে করিবে ভোর ॥
গদ-গদ বাণী মুখে বাহিরিবে
কাঁপিবে শরীর মম।

ঘর্ম্ম মুহুর্মুহুঃ বিবর্ণ হইবে
স্তম্ভিত প্রলয় সম ॥
নিষ্কপটে হেন দশা কবে হবে
নিরন্তর নাম গাব।
আবেশে রহিয়া দেহযাত্রা করি
তোমার করুণা পাব ॥

( ৪ )

গুরুদেব !
বড় কৃপা করি গৌড়-বন মাঝে
গোদ্রুমে দিয়াছ স্থান।
আজ্ঞা দিলা মোরে এই ব্রজে বসি
হরিনাম কর গান ॥
কিন্তু কবে প্রভু যোগ্যতা অর্পিবে
এ দাসেরে দয়া করি।
চিত্ত স্থির হবে সকল সহিব
একান্তে ভজিব হরি ॥

শৈশব যৌবনে জড়-সুখ সঙ্গে
অভ্যাস হইল মন্দ।
নিজ কর্ম্ম-দোষে এ দেহ হইল
ভজনের প্রতিবন্ধ॥
বার্দ্ধক্যে এখন পঞ্চ রোগে হত
কেমনে ভজিব বল।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া তোমার চরণে
পড়িয়াছি সুবিহ্বল॥

( ৫ )

গুরুদেব! কবে তব করুণা প্রকাশে।
শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা হয় নিত্যতত্ত্ব
এই দৃঢ় সুবিশ্বাসে।
'হরি হরি' বলি' গোদ্রুম কাননে
ভ্রমিব দর্শন-আশে॥
নিতাই, গৌরাঙ্গ, অদ্বৈত শ্রীবাস,
গদাধর পঞ্চজন।

কৃষ্ণনাম-রসে ভাসাবে জগৎ
করি' মহাসঙ্কীর্ত্তন ॥
নর্ত্তন-বিলাস মৃদঙ্গ-বাদন
শুনিব আপন কাণে।
দেখিয়া দেখিয়া সে লীলা-মাধুরী
ভাসিব প্রেমের বানে ॥
না দেখি' আবার সে লীলা রতন
কাঁদি 'হা গৌরাঙ্গ' বলি।
আমারে বিষয়ী পাগল বলিয়া
অঙ্গেতে দিবেক ধূলি ॥

( ৬ )

জয় জয় শ্রীগুরু প্রেম-কল্প-তরু
অদ্ভুত যাঁকো পরকাশ।
হিয়া অগেয়ান তিমিরবর জ্ঞান
সুচন্দ্র কিরণে করু নাশ ॥

ইহ লোচন আনন্দ-ধাম।
অযাচিত মো-হেন পতিত হেরি যো পহুঁ
যাচি দেয়ল হরিনাম॥
দুরমতি অগতি সতত অসতে মতি
নাহি সুকৃতি লব লেশ।
শ্রীবৃন্দাবন যুগল-ভজন-ধন
তাহে করল উপদেশ॥
নিরমল গৌর- প্রেমরস সিঞ্চনে
পুরল জগজন আশ।
সো চরণাম্বুজে রতি নাহি হোয়ল
রোয়ত বৈষ্ণব-দাস॥

---

# শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা

বৃন্দাবনবাসী যত বৈষ্ণবের গণ।
প্রথমে বন্দনা করি সবার চরণ॥
নীলাচলবাসী যত মহাপ্রভুর গণ।
ভূমিতে পড়িয়া বন্দোঁ সবার চরণ॥
নবদ্বীপবাসী যত মহাপ্রভুর ভক্ত।
সবার চরণ বন্দোঁ হঞা অনুরক্ত॥
মহাপ্রভুর ভক্ত যত গৌড়দেশে স্থিতি।
সবার চরণ বন্দোঁ করিয়া প্রণতি॥
যে দেশে যে দেশে বৈসে গৌরাঙ্গের গণ।
ঊর্দ্ধবাহু করি বন্দোঁ সবার চরণ॥
হঞাছেন হইবেন প্রভুর যত দাস।
সবার চরণ বন্দোঁ দন্তে করি ঘাস॥

ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে।
এ বেদ-পুরাণে গুণ গায় যেবা শুনে॥
মহাপ্রভুর গণ সব পতিতপাবন।
তাই লোভে মুঞি পাপী লইনু শরণ॥
বন্দনা করিতে মুঞি কত শক্তি ধরি।
তমো বুদ্ধি দোষে মুঞি দম্ভ মাত্র করি॥
তথাপি মুকের ভাগ্য মনের উল্লাস।
দোষ ক্ষমি' মো-অধমে কর নিজ দাস॥
সর্ব্ব-বাঞ্ছা সিদ্ধি হয় যমবন্ধ ছুটে।
জগতে দুর্ল্লভ হঞা প্রেমভক্তি লুটে॥
মনের বাসনা পূর্ণ অচিরাতে হয়।
দেবকীনন্দন দাস এই লোভে কয়॥

---

## শ্রীবৈষ্ণবকৃপা-প্রার্থনা

( ১ )

(ওহে) বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর
এ দাসে করুণা করি।
দিয়া পদছায়া শোধ হে আমারে
তোমার চরণ ধরি॥
ছয় বেগ দমি ছয় দোষ শোধি
ছয় গুণ দেহ দাসে।
ছয় সৎসঙ্গ দেহ হে আমারে
বসেছি সঙ্গের আশে॥
একাকী আমার নাহি পায় বল
হরিনাম সংকীর্ত্তনে।
তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া
দেহ কৃষ্ণনাম ধনে॥

কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পার
তোমার শকতি আছে।
আমি ত' কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি
ধাই তব পাছে পাছে॥

( ২ )

কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর।
সম্বন্ধ জানিয়া ভজিতে ভজিতে
অভিমান হউ দূর॥
'আমি ত' বৈষ্ণব' এ বুদ্ধি হইলে
অমানী না হ'ব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি' হৃদয় দুষিবে
হইব নিরয়গামী॥
তোমার কিঙ্কর আপনে জানিব
'গুরু'-অভিমান ত্যজি'।
তোমার উচ্ছিষ্ট পদজল-রেণু
সদা নিষ্কপটে ভজি॥

'নিজে শ্রেষ্ঠ' জানি উচ্ছিষ্টাদি দানে
হবে অভিমান ভার।
তাই শিষ্য তব থাকিয়া সর্ব্বদা
না লইব পূজা কা'র॥
অমানী মানদ হইলে কীর্ত্তনে
অধিকার দিবে তুমি।
তোমার চরণে নিষ্কপটে আমি
কাঁদিয়া লুটিব ভূমি॥

( ৩ )

কবে মুই বৈষ্ণব চিনিব হরি হরি!
বৈষ্ণব-চরণ কল্যাণের খনি
মাতিব হৃদয়ে ধরি'॥
বৈষ্ণব ঠাকুর অপ্রাকৃত সদা
নির্দ্দোষ, আনন্দময়।
কৃষ্ণনামে প্রীত জড়ে উদাসীন
জীবেতে দয়ার্দ্র হয়॥

অভিমানহীন, ভজনে প্রবীণ,
বিষয়েতে অনাসক্ত।
অন্তরে-বাহিরে নিষ্কপট সদা
নিত্যলীলা-অনুরক্ত ॥
কনিষ্ঠ, মধ্যম, উত্তম প্রভেদে
বৈষ্ণব ত্রিবিধ গণি।
কনিষ্ঠে আদর, মধ্যমে প্রণতি,
উত্তমে শুশ্রূষা শুনি ॥
যে যেন বৈষ্ণব চিনিয়া লইয়া
আদর করিব যবে।
বৈষ্ণবের কৃপা যাহে সর্ব্বসিদ্ধি
অবশ্য পাইব তবে ॥
বৈষ্ণব-চরিত্র সর্ব্বদা পবিত্র
যেই নিন্দে হিংসা করি'।
ভকতিবিনোদ না সম্ভাষে তা'রে
থাকে সদা মৌন ধরি ॥

( ৪ )

কিরূপে পাইব সেবা মুঞি দুরাচার।
শ্রীগুরু বৈষ্ণবে রতি না হৈল আমার॥

অশেষ মায়াতে মন মগন হইল।
বৈষ্ণবেতে লেশমাত্র রতি না জন্মিল॥

বিষয়ে ভুলিয়া অন্ধ হৈনু দিবানিশি।
গলে ফাঁস দিতে ফিরে মায়া সে পিশাচী॥

ইহারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
সাধু-গুরু-কৃপা বিনা নাহিক উপায়॥

অদোষ-দরশি প্রভো, পতিত উদ্ধার।
এইবার নরোত্তমে করহ নিস্তার॥

( ৫ )

এইবার করুণা কর বৈষ্ণব-গোসাঞি।
পতিতপাবন তোমা বিনে কেহ নাই॥

কাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায়।
এমন দয়াল প্রভু কেবা কোথা পায়?

গঙ্গার পরশ হলে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর—এই তোমার গুণ॥
হরিস্থানে অপরাধে তারে হরিনাম।
তোমা-স্থানে অপরাধে নাহিক এড়ান॥
তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম।
গোবিন্দ কহেন—মম বৈষ্ণব পরাণ॥
প্রতিজন্মে করি আশা চরণের ধূলি।
নরোত্তমে কর দয়া আপনার বলি'॥

( ৬ )

ঠাকুর বৈষ্ণব-পদ অবনীর সুসম্পদ
শুন ভাই, হঞা এক মন।
আশ্রয় লইয়া ভজে তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে
আর সব মরে অকারণ॥
বৈষ্ণব-চরণজল প্রেমভক্তি দিতে বল
আর কেহ নহে বলবন্ত।

বৈষ্ণব-চরণরেণু মস্তকে ভূষণ বিনু
আর নাহি ভূষণের অন্ত ॥
তীর্থজল পবিত্র গুণে, লিখিয়াছে পুরাণে
সে সব ভক্তির প্রবঞ্চন।
বৈষ্ণবের পাদোদক- সম নহে এই সব
যাতে হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥
বৈষ্ণব-সঙ্গেতে মন আনন্দিত অনুক্ষণ
সদা হয় কৃষ্ণপরসঙ্গ।
দীন নরোত্তম কাঁদে. হিয়া ধৈর্য্য নাহি বান্ধে
মোর দশা কেন হৈল ভঙ্গ ॥

( ৭ )

ঠাকুর বৈষ্ণবগণ, করি এই নিবেদন
মো বড় অধম দুরাচার।
দারুণ সংসার-নিধি তাহে ডুবাইল বিধি
কেশে ধরি' মোরে কর পার ॥

বিধি বড় বলবান, না শুনে ধরম জ্ঞান
সদাই করমপাশে বান্ধে।
না দেখি তারণ লেশ যত দেখি সব ক্লেশ
অনাথ কাতরে তেঞি কান্দে ॥

কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ অভিমান সহ
আপন আপন স্থানে টানে।
ঐছন আমার মন ফিরে যেন অন্ধজন
সুপথ বিপথ নাহি জানে ॥

না লইনু সৎ মত অসতে মজিল চিত
তুয়া পায়ে না করিনু আশ।
নরোত্তমদাসে কয়, দেখি' শুনি' লাগে ভয়
তরাইয়া লহ নিজ পাশ ॥

## সপার্ষদ-গৌরকৃপা-প্রার্থনা

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ॥

( ১ )

গৌরাঙ্গের যত ভক্ত শ্রীবাস প্রধান।
তাঁহার চরণে মোর সহস্র প্রণাম ॥
নিত্যানন্দরায় প্রভুর স্বরূপ প্রকাশ।
তাঁ'র পাদপদ্ম বন্দোঁ মুঞি যাঁ'র দাস ॥
অদ্বৈত আচার্য্য—প্রভুর অংশ অবতার।
তাঁহার চরণে মোর কোটি নমস্কার ॥
গদাধর পণ্ডিতাদি প্রভুর নিজ-শক্তি।
তাঁহার চরণে মোর সহস্র প্রণতি ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু স্বয়ং ভগবান।
তাঁ'র পাদপদ্মে মোর অনন্ত প্রণাম ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥

— —

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দয়া কর মোরে।
তোমা বিনা কে দয়ালু জগৎ-মাঝারে॥
পতিত-পাবন-হেতু তব অবতার।
মো-সম পতিত প্রভু! না পাইবে আর॥
হা হা প্রভু নিত্যানন্দ প্রেমানন্দ সুখী।
কৃপাবলোকন কর বড় আমি দুঃখী॥
দয়া কর সীতাপতি অদ্বৈত গোসাঞি।
তব কৃপাবলে পাই চৈতন্য-নিতাই॥
* (দয়া কর গৌরশক্তি পণ্ডিত গদাধর।
শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ মোরে দয়া কর॥)
হা হা স্বরূপ, সনাতন, রূপ, রঘুনাথ।
ভট্টযুগ, শ্রীজীব, হা প্রভু লোকনাথ॥
দয়া কর শ্রীআচার্য্য প্রভু শ্রীনিবাস।
রামচন্দ্র-সঙ্গ মাগে নরোত্তমদাস॥

---

কিছু কিছু ভজনানন্দী বৈষ্ণব পঞ্চতত্ত্ব-কৃপা-প্রার্থনায় '*' চিহ্নিত দুই লাইন সংযোগ করিয়া গাহিয়া থাকেন বলিয়া এখানে বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখ করা হইল।

( ৩ )

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
সবে মেলি' এ দাসেরে করহ করুণা।
অধম পতিতজনে না করিহ ঘৃণা॥
এ তিন-সংসার-মাঝে তুয়া পদ সার।
ভাবিয়া দেখিনু মনে—গতি নাহি আর॥
সে পদ পাবার আশে খেদ উঠে মনে।
ব্যাকুল হৃদয়ে সদা করিয়ে ক্রন্দনে॥
কিরূপে পাইব কিছু না পাই সন্ধান।
প্রভু লোকনাথ পদ নাহিক স্মরণ॥
তুমি ত' দয়াল প্রভু, চাহ একবার।
নরোত্তম-হৃদয়ের ঘুচাও অন্ধকার॥

---

( ৪ )

ধন মোর নিত্যানন্দ, পতি মোর গৌরচন্দ্র,
প্রাণ মোর যুগলকিশোর।
অদ্বৈত আচার্য্য বল, গদাধর মোর কুল,
নরহরি বিলসই মোর॥
বৈষ্ণবের পদধূলি তাহে মোর স্নানকেলি,
তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম।
বিচার করিয়া মনে, ভক্তিরস আস্বাদনে,
মধ্যস্থ শ্রীভাগবত পূরাণ॥
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট, তাহে মোর মনোনিষ্ঠ,
বৈষ্ণবের নামেতে উল্লাস।
বৃন্দাবনে চৌতারা, তাহে মোর মনোঘেরা,
কহে দীন নরোত্তমদাস॥

---

## অদ্বৈত-মহিমা

জয় জয় অদ্ভুত সো পহুঁ অদ্বৈত
সুরধুনী সন্নিধানে।
আঁখি মুদি রহে প্রেম-নদী বহে
বসন তিতিল ঘামে॥
নিজ পহুঁ মনে ঘন গরজনে
উঠে জোড়ে জোড়ে লম্ফ।
ডাকে বাহু তুলি কাঁদে ফুলি ফুলি
দেহে বিপরীত কম্প॥
অদ্বৈত হুঙ্কারে সুরধুনী-তীরে
আইলা নাগর-রাজ।
তাঁহার পীরিতে আইলা ত্বরিতে
উদয় নদীয়া মাঝ॥
জয় সীতানাথ করল ব্যাকত
নন্দের নন্দন হরি।
কহে বৃন্দাবন অদ্বৈত-চরণ
হিয়ার মাঝারে ধরি॥

## শ্রীনিত্যানন্দ-নিষ্ঠা

নিতাই-পদ-কমল কোটিচন্দ্র-সুশীতল
যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই
দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায়॥
সে সম্বন্ধ নাহি যার বৃথা জন্ম গেল তার
সেই পশু বড় দুরাচার।
নিতাই না বলিল মুখে, মজিল সংসার-সুখে
বিদ্যা কুলে কি করিবে তার॥
অহঙ্কারে মত্ত হৈয়া নিতাই-পদ পাসরিয়া
অসত্যেরে সত্য করি' মানি।
নিতাইয়ের করুণা হবে ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে
ধর নিতাইয়ের চরণ দু'খানি॥
নিতাইয়ের চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য,
নিতাই-পদ সদা কর আশ।
নরোত্তম বড় দুঃখী, নিতাই মোরে কর সুখী
রাখ রাঙ্গা চরণের পাশ॥

( ২ )

নিতাই গুণমণি আমার নিতাই গুণমণি।
আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাল অবনী॥
প্রেমবন্যা লৈয়া নিতাই আইল গৌড়দেশে।
ডুবিল ভকত-জন দীনহীন ভাসে॥
দীনহীন পতিত পামর নাহি বাছে।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেম সবাকারে যাচে॥
আবদ্ধ করুণাসিন্ধু কাটিয়া মুহান।
ঘরে ঘরে বুলে প্রেম-অমিয়ার বান॥
লোচন বলে হেন নিতাই যেবা না ভজিল।
জানিয়া শুনিয়া সেই আত্মঘাতী হৈল॥

( ৩ )

অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়।
অভিমানশূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়॥

অধম পতিত জীবের দ্বারে দ্বারে গিয়া।
হরিনাম মহামন্ত্র দেন বিলাইয়া॥

যারে দেখে তারে কহে দন্তে তৃণ ধরি।
আমারে কিনিয়া লহ ভজ গৌরহরি॥

এতবলি নিত্যানন্দ ভূমে গড়ি যায়।
সোনার পর্ব্বত যেন ধূলাতে লুটায়॥

হেন অবতারে যার রতি না জন্মিল।
লোচন বলে সেই পাপী এল আর গেল॥

( ৪ )

নিতাই মোর জীবন-ধন নিতাই মোর জাতি।
নিতাই বিহনে মোর আর নাহি গতি॥

সংসার-সুখের মুখে তুলে দিয়ে ছাই।
নগরে মাগিয়া খাইব গাহিয়া নিতাই॥

যে দেশে নিতাই নাই সে দেশে না যাব।
নিতাই-বিমুখ জনার মুখ না হেরিব॥

গঙ্গা যাঁর পদজল হর শিরে ধরে।
হেন নিতাই না ভজিয়া সেই পাপী মরে॥
লোচন বলে আমার নিতাই যেবা নাহি মানে।
অনল ভেজাও তার মাঝমুখ খানে॥

( ৫ )

দয়া কর মোরে নিতাই দয়া কর মোরে।
অগতির গতি নিতাই সাধু লোকে বলে॥
জয় প্রেমভক্তিদাতা পতাকা তোমার।
অধম উত্তম কিছু না কৈলে বিচার॥
প্রেমদানে জগজনে মন কৈলা সুখী।
তুমি হেন দয়াল ঠাকুর, আমি কেনে দুঃখী॥
কানুরাম দাস বলে কি বলিব আমি।
এ বড় ভরসা মোর কুলের ঠাকুর তুমি॥

---

( ৬ )

শেষশায়ী সঙ্কর্ষণ অবতারী নারায়ণ
যাঁর অংশ কলাতে গণন রে।
কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা জগতের ত্রাণকর্ত্তা
সেই রাম রোহিণী-নন্দন রে॥
যাঁর লীলা লাবণ্য-ধাম আগম নিগমে গান
যাঁর রূপ ভুবন-মোহন রে।
এবে অকিঞ্চন-বেশে ফিরে' প্রভু দেশে দেশে
উদ্ধার করিল ত্রিভুবন রে॥
রাম আদি অবতারে ক্রোধে নানা অস্ত্র ধরে'
অসুরেরে করিল সংহার রে।
এবে অস্ত্র না ধরিল, প্রাণে কারো না মারিল
চিত্তশুদ্ধি করিল সবার রে॥

# শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-বিজ্ঞপ্তি

( ১ )

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দ দুই প্রভু।
এই কৃপা কর যেন না পাশর কভু॥

হইল পাপিষ্ঠ জন্ম না হইল তখনে।
বঞ্চিত হইনু সেই সুখ দরশনে॥

তথাপিহ এই কৃপা কর মহাশয়।
এসব বিহার মোর রহুক হৃদয়॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ রায়।
তোমার চরণ ধন রহুক হিয়ায়॥

সপার্ষদে তুমি নিত্যানন্দ যথা-তথা।
কৃপা কর মুঞি যেন ভৃত্য হই তথা॥

হেন দিন হইবে চৈতন্য-নিত্যানন্দ।
দেখিব বেষ্টিত কি সকল ভক্তবৃন্দ॥

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ পহু জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

( ২ )

এইবার করুণা কর চৈতন্য নিতাই।
মো-সম পাতকী প্রভু! ত্রিভুবনে নাই॥
আমি অতি মূঢ়মতি অতি অনাচার।
সেই সব পাপে মোর তনু জর জর॥
ম্লেচ্ছ অধম যত ছিল অনাচারী।
তা' সবা হইতে বুঝি মোর পাপ ভারী॥
(ছিল) অশেষ পাপের পাপী জগাই-মাধাই।
তা' সবারে উদ্ধারিলে তোমরা দুটি ভাই॥
লোচন বলে মো অধমে দয়া নৈল কেন।
তুমি না করিলে দয়া কে করিবে আন॥

( ২ )

পরম করুণ পহুঁ দুইজন
নিতাই গৌরচন্দ্র।

সব অবতার সার শিরোমণি
কেবল আনন্দকন্দ ॥
ভজ ভজ ভাই চৈতন্য-নিতাই
সুদৃঢ় বিশ্বাস করি।
বিষয় ছাড়িয়া সে রসে মজিয়া
মুখে বল হরি হরি ॥
দেখ ওরে ভাই, ত্রিভুবনে নাই
এমন দয়াল দাতা।
পশু পাখী ঝুরে পাষাণ বিদরে
শুনি যাঁ'র গুণগাথা ॥
সংসারে মজিয়া রহিলি পড়িয়া
সে পদে নহিল আশ।
আপন করম ভুঞ্জায়ে শমন
কহয়ে লোচন দাস ॥

---

( ৪ )

এ ঘোর-সংসারে পড়িয়া মানব
না পায় দুঃখের শেষ।
সাধু-সঙ্গ করি হরি-ভজে যদি
তবে হয় অন্ত ক্লেশ ॥
সংসার অনলে জ্বলিছে হৃদয়
অনলে বাড়য়ে অনল।
অপরাধ ছাড়ি' কৃষ্ণনাম লয়
অনলে পড়য়ে জল ॥
নিতাই চৈতন্য চরণ-কমলে
আশ্রয় লইল যেই।
কালীদাস বলে জীবনে মরণে
আমার আশ্রয় সেই ॥

# শ্রীগৌর-নিষ্ঠা

## ( ১ )

আরে ভাই ! ভজ মোর গৌরাঙ্গ-চরণ ।
না ভজিয়া মৈনু দুঃখে ডুবি' গৃহ-বিষকূপে
দগ্ধ কৈল এ পাঁচ পরাণ ॥
তাপত্রয়-বিষানলে অহর্নিশ হিয়া জ্বলে
দেহ সদা হয় অচেতন ।
রিপুবশ ইন্দ্রিয় হৈল গোরাপদ পাশরিল
বিমুখ হইল হেন ধন ॥
হেন গৌর দয়াময়, ছাড়ি' সব লাজ-ভয়
কায়-মনে লহ রে শরণ ।
পরম দুর্ম্মতি ছিল তারে গোরা উদ্ধারিল
তারা হৈল পতিতপাবন ॥
গোরা দ্বিজ-নটরাজে বান্ধহ হৃদয়-মাঝে
কি করিবে সংসার-শমন ।
নরোত্তমদাস কহে গোরা-সম কেহ নহে
না ভজিতে দেয় প্রেমধন ॥

( ২ )

গৌরাঙ্গের দুটী পদ যার ধন-সম্পদ
সে জানে ভকতি-রস-সার।
গৌরাঙ্গের মধুর লীলা যার কর্ণে প্রবেশিলা
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার ॥
যে গৌরাঙ্গের নাম লয় তার হয় প্রেমোদয়
তারে মুঞি যাই বলিহারি।
গৌরাঙ্গ-গুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তারে স্ফুরে
সে জন ভকতি অধিকারী।
গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে নিত্যসিদ্ধ করি মানে
সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত-পাশ।
শ্রীগৌড়মণ্ডল ভূমি যেবা জানে চিন্তামণি
তার হয় ব্রজভূমে বাস ॥
গৌরপ্রেম-রসার্ণবে সে তরঙ্গে যেবা ডুবে
সে রাধামাধব-অন্তরঙ্গ।
গৃহে বা বনেতে থাকে, হা গৌরাঙ্গ বলে ডাকে
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ ॥

( ৩ )

গোরা পহুঁ না ভজিয়া মৈনু।
প্রেম-রতন-ধন হেলায় হারাইনু॥
অধনে যতন করি' ধন তেয়াগিনু।
আপন করম-দোষে আপনি ডুবিনু॥
সৎসঙ্গ ছাড়ি' কৈনু অসতে বিলাস।
তে-কারণে লাগিল যে কর্ম্মবন্ধ-ফাঁস॥
বিষয় বিষম বিষ সতত খাইনু।
গৌর-কীর্ত্তন-রসে মগন না হৈনু॥
কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ লাগিয়া।
নরোত্তমদাস কেন না গেল মরিয়া॥

( ৪ )

'গৌরাঙ্গ' বলিতে হবে পুলক শরীর।
'হরি হরি' বলিতে নয়নে ব'বে নীর॥
আর কবে নিতাইচাঁদের করুণা হইবে।
সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে॥

বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥
রূপ রঘুনাথ-পদে হইবে আকুতি।
কবে হাম বুঝব সে যুগল-পীরিতি॥
রূপ-রঘুনাথ-পদে রহু মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তমদাস॥

( ৫ )

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি।
সপার্ষদ স্বীয় ধাম সহ অবতরি॥
অত্যন্ত দুর্ল্লভ প্রেম করিবারে দান।
শিখায় শরণাগতি ভকতের প্রাণ॥
দৈন্য, আত্মনিবেদন, গোপ্তৃত্বে বরণ।
অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ বিশ্বাস পালন॥
ভক্তি-অনুকূলমাত্র কার্য্যের স্বীকার।
ভক্তি-প্রতিকূল-ভাব বর্জ্জনাঙ্গীকার॥

ষড়ঙ্গ শরণাগতি হইবে যাঁহার।
তাঁহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দকুমার॥
রূপ-সনাতন-পদে দন্তে তৃণ করি'।
ভকতিবিনোদ পড়ে দুই পদ ধরি'॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে আমি ত' অধম।
শিখায়ে শরণাগতি করহে উত্তম॥

( ৬ )

কবে শ্রীচৈতন্য মোরে করিবেন দয়া।
কবে আমি পাইব বৈষ্ণব-পদছায়া॥
কবে আমি ছাড়িব এ বিষয়-অভিমান।
কবে বিষ্ণুজনে আমি করিব সম্মান॥
গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলি বৈষ্ণব-নিকটে।
দন্তে তৃণ করি' দাঁড়াইব নিষ্কপটে॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইব দুঃখগ্রাম।
সংসার-অনল হৈতে মাগিব বিশ্রাম॥

শুনিয়া আমার দুঃখ বৈষ্ণব ঠাকুর।
আমা লাগি' কৃষ্ণে আবেদিবেন প্রচুর॥
বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়।
এ হেন পামর প্রতি হবেন সদয়॥
বিনোদের নিবেদন বৈষ্ণবচরণে।
কৃপা করি সঙ্গে লহ এই অকিঞ্চনে॥

( ৭ )

আমি ত' দুর্জ্জন অতি সদা দুরাচার।
কোটি কোটি জন্মে মোর নাহিক উদ্ধার॥
এ হেন দয়ালু কেবা এ জগতে আছে।
এমত পামরে উদ্ধারিয়া ল'বে কাছে॥
শুনিয়াছি শ্রীচৈতন্য পতিতপাবন।
অনন্ত পাতকীজনে করিলা মোচন॥
এমত দয়ার সিন্ধু কৃপা বিতরিয়া।
কবে উদ্ধারিবে মোরে শ্রীচরণ দিয়া॥

এইবার বুঝা যাবে করুণা তোমার।
যদি এ পামর-জনে করিবে উদ্ধার॥
কর্ম্ম নাই, জ্ঞান নাই, কৃষ্ণভক্তি নাই।
তবে বল কিরূপে ও শ্রীচরণ পাই॥
ভরসা আমার মাত্র করুণা তোমার।
অহৈতুকী সে করুণা বেদের বিচার॥
তুমি ত পবিত্রপদ, আমি দুরাশয়।
কেমনে তোমার পদে পাইব আশ্রয়॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে এ পতিত ছার।
পতিতপাবন নাম প্রসিদ্ধ তোমার॥

( ৮ )

এমন গৌরাঙ্গ বিনে আর।
হেন অবতার, হবে কি হয়েছে
হেন প্রেম পরচার॥
দুরমতি অতি পতিত পাষণ্ডী
প্রাণে না মারিল কারে।

হরিনাম দিয়া হৃদয় শোধিল
যাচি গিয়া ঘরে ঘরে ॥
ভব-বিরিঞ্চির বাঞ্ছিত যে প্রেম
জগতে ফেলিল ঢালি।
কাঙ্গালে পাইয়ে খাইল নাচিয়ে
বাজাইয়ে করতালি ॥

হাসিয়ে কাঁদিয়ে প্রেমে গড়াগড়ি
পুলকে ব্যাপিল অঙ্গ।
চণ্ডালে ব্রাহ্মণে করে কোলাকুলি
কবে বা ছিল এ রঙ্গ ॥

ডাকিয়া হাঁকিয়া খোল-করতালে
গাইয়ে ধাইয়ে ফিরে।
দেখিয়া শমন তরাস পাইয়ে
কপাট হানিল দ্বারে ॥

এ তিন ভুবন আনন্দে ভরিল
উঠিল মঙ্গল লোর।
কহে প্রেমানন্দ এমন গৌরাঙ্গে
রতি না জন্মিল তোর॥

( ৯ )

ভাইরে! ভজ গোরাচাঁদের চরণ।
এ তিন ভুবনে আর দয়ার ঠাকুর নাই
গোরা বড় পতিতপাবন॥
হেন অবতারে যার নহিল ভকতি লেশ
বল তার কি হবে উপায়।
রবির কিরণে যার আঁখি পরসন্ন নৈল
বিধাতা বঞ্চিত কৈল তায়॥
হেম-জলধর কায় প্রেমধারা বরিষয়
করুণাময় অবতার।
গোরা হেন প্রভু পেয়ে যে জন শীতল নৈল
কি জানি কেমন মন তার॥

কলি-ভব-সাগরে নিজ নাম করি ভেলা
আপনে গৌরাঙ্গ করে পার।
তবে যে ডুবিয়া মরে কে তারে উদ্ধার করে
এ প্রেমানন্দের পরিহার॥

( ১০ )

যদি গৌর নহিত তবে কি হইত
কেমনে ধরিতাম দে।
রাধার মহিমা প্রেমরস-সীমা
জগতে জানাত কে॥

মধুর বৃন্দা- বিপিন-মাধুরী
প্রবেশ চাতুরী সার।
বরজ যুবতী- ভাবের ভকতি
শকতি হইত কার॥

গাও পুনঃ পূনঃ গৌরাঙ্গের গুণ
সরল করিয়া মন।

এ ভব সাগরে এমন দয়াল
না দেখিয়ে একজন ॥
গৌরাঙ্গ বলিয়া না গেনু গলিয়া
কেমনে ধরিনু দে।
বাস্থর হিয়া পাষাণ দিয়া
কেমনে গড়িয়াছে ॥

( ১১ )

কলিঘোর তিমিরে গরাসল জগজন,
ধরম করম রহু দূর।
অসাধনে চিন্তামণি বিধি মিলাওল আনি,
গোরা বড় দয়ার ঠাকুর ॥
ভাইরে ভাই, গোরা গুণ কহন না যায়।
কত শত আনন কত চতুরানন,
ধরণিয়া ওর নাহি পায় ॥

চারিবেদ ষড়-দরশন করি যদি অধ্যয়ন,
সে যদি গৌরাঙ্গ নাহি ভজে।
বৃথা তার অধ্যয়ন লোচনবিহীন জন,
দরপণে অন্ধে কিবা কাজে॥

বেদ বিদ্যা দুই কিছুই না জানত,
সে যদি গৌরাঙ্গ জানে সার।
নয়নানন্দ ভনে সেই ত' সকলি জানে,
সর্ব্বসিদ্ধি করতলে তার॥

( ১২ )

ওহে প্রেমের ঠাকুর গোরা!
প্রাণের যাতনা কিবা ক'ব নাথ!
হ'য়েছি আপন হারা॥

কি আর বলিব যে কাজের তরে,
এনেছিলে নাথ! জগতে আমারে,
এতদিন পরে কহিতে সে কথা
খেদে দুঃখে হই সারা।

তোমার ভজনে না জন্মিল রতি,
জড় মোহে মত্ত সদা দুরমতি,
বিষয়ীর কাছে থেকে থেকে আমি,
হইনু বিষয়ী পারা ॥

কে আমি কেন যে এসেছি এখানে,
সে কথা কখনো নাহি ভাবি মনে,
কখনো ভোগের, কখনো ত্যাগের
ছলনায় মন নাচে।

কি গতি হইবে কখনো ভাবি না,
হরি ভকতের কাছেও যাই না,
হরি-বিমুখের কুলক্ষণ যত
আমাতেই সব আছে ॥

শ্রীগুরুকৃপায় ভেঙ্গেছে স্বপন,
বুঝেছি এখন তুমিই আপন,
তব নিজজন পরম বান্ধব,
সংসার-কারাগারে।

আর না ভজিব ভক্ত-পদ বিনু,
( ঐ ) রাতুল চরণে শরণ লইনু,
উদ্ধারহ নাথ ! মায়া-জাল হ'তে
এ দাসেরে কেশে ধরে ॥

পাতকীরে তুমি কৃপা কর নাকি ?
জগাই মাধাই ছিল যে পাতকী
তাহাতে জেনেছি প্রেমের ঠাকুর !
পাতকীরে তার তুমি।

আমি ভাগ্যহীন দীন অকিঞ্চন
অপরাধী-শিরে দাও দু'চরণ।
তোমার অভয় শ্রীচরণে চির
শরণ লইনু আমি ॥

( ১৩ )

কে গো তুমি কাঙ্গাল-বেশে
দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াও।
অতি বড় ব্যথার ব্যথি
(তাই) নয়ন-জলে বক্ষঃ ভাসাও॥

অধম পতিত আচণ্ডালে
স্নেহের কোলে লওগো তুলে,
দিব্য-প্রেমের আঁখি খুলে
ভব-বাঞ্ছিত-পদ দেখায়ে দাও॥

এমন দয়াল কে গো তুমি
বিলালে প্রেম-চিন্তামণি,
ধর লও ব'লে প্রেমের খনি
আচণ্ডালে বিলায়ে দাও॥

আচণ্ডালে প্রেম বিলালে,
ত্রিতাপ-জ্বালা জুড়াইলে,

(মায়া)-মুগ্ধ-জীবের ভবক্ষুধা
চিরতরে মিটিয়ে দাও ॥
যমুনার কূলে কদম্বের মূলে
বাজাতে বাঁশী রাধা ব'লে।
সেই না তুমি গৌর হয়ে
নদে' এসে জীব তরাও ॥

( ১৪ )

মন রে! কহনা গৌরকথা।
গৌরের নাম অমিয়ার ধাম
পীরিতি মূরতি দাতা ॥
শয়নে গৌর স্বপনে গৌর
গৌর নয়নের তারা।
জীবনে গৌর মরণে গৌর
গৌর গলার হার ॥

হিয়ার মাঝারে গৌরাঙ্গে রাখিয়ে
বিরলে বসিয়া র'ব।
মনের সাধেতে সে রূপ-চাঁদেরে
নয়নে নয়নে থোব ॥
গৌর বিহনে না বাঁচি পরাণে
গৌর ক'রেছি সার।
গৌর বলিয়া যাউক জীবন
কিছু না চাহিব আর ॥
গৌর গমন গৌর গঠন
গৌর মুখের হাসি।
গৌর পীরিতি গৌর মূরতি
হিয়ায় রহল পশি ॥
গৌর ধরম গৌর করম
গৌর বেদের সার।
গৌর চরণে পরাণ সঁপিনু
গৌর করিবেন পার ॥

গৌর শবদ গৌর সম্পদ
যাহার হিয়ায় জাগে।
নরহরি দাস তার দাসের দাস
চরণে শরণ মাগে॥

( ১৫ )

অবতার সার গোরা অবতার
কেন না ভজিলি তারে।
করি' নীরে বাস গেল না পিয়াস
আপন করম ফেরে॥
কণ্টকের তরু সদাই সেবিলি (মন)
অমৃত পাইবার আশে।
প্রেম-কল্পতরু শ্রীগৌরাঙ্গ আমার
তাঁহারে ভাবিলি বিষে॥
সৌরভের আশে পলাশ শুঁকিলি (মন)
নাশাতে পশিল কীট।

ইক্ষুদণ্ড ভাবি' কাঠ চুষিলি (মন)
কেমনে পাইবি মিঠ ॥
'হার' বলিয়া গলায় পরিলি (মন)
শমন-কিঙ্কর সাপ।
'শীতল' বলিয়া আগুন পোহালি (মন)
পাইলি বজর-তাপ ॥
সংসার ভজিলি শ্রীগৌরাঙ্গ ভুলিলি
না শুনিলি সাধুর কথা।
ইহ-পরকাল দু'কাল খোয়ালি (মন)
খাইলি আপন মাথা ॥

( ১৬ )

কবে আহা গৌরাঙ্গ বলিয়া।
ভোজন শয়নে দেহের যতন
ছাড়িব বিরক্ত হঞা ॥

নবদ্বীপ-ধামে নগরে নগরে
অভিমান পরিহরি।
ধামবাসী-ঘরে মাধুকরী ল'ব
খাইব উদর ভরি॥
নদীতটে গিয়া অঞ্জলী অঞ্জলী
পিব প্রভু-পদজল।
তরুতলে পড়ি' আলস্য ত্যজিব
পাইব শরীরে বল॥
কাকুতি করিয়া 'গৌর-গদাধর'
'শ্রীরাধামাধব' নাম।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া ডাকি উচ্চরবে
ভ্রমিব সকল ধাম॥
বৈষ্ণব দেখিয়া পড়িব চরণে
হৃদয়ের বন্ধু জানি'।
বৈষ্ণব ঠাকুর প্রভুর কীর্ত্তন
দেখাইবে দাস মানি॥

( ১৭ )

কবে গৌর-বনে সুরধুনি তটে
'হা রাধে, হা কৃষ্ণ' বলে।
কাঁদিয়া বেড়াব দেহ-সুখ ছাড়ি
নানা-লতাতরুতলে ॥
শ্বপচ-গৃহেতে মাগিয়া খাইব
পিব সরস্বতী-জল।
পুলিনে পুলিনে গড়াগড়ি দিব
করি' কৃষ্ণ-কোলাহল ॥
ধামবাসী জনে প্রণতি করিয়া
মাগিব কৃপার লেশ।
বৈষ্ণব-চরণ- রেণু গায় মাখি
ধরি' অবধূত বেশ ॥
গৌড়-ব্রজ জনে ভেদ না দেখিব
হইব বরজ-বাসী।

ধামের স্বরূপ স্ফুরিবে নয়নে
হইব রাধার দাসী ॥

( ১৮ )

কবে হবে হেন দশা মোর !
ত্যাজি জড় আশা বিবিধ বন্ধন
ছাড়িব সংসার ঘোর ॥

বৃন্দাবনাভেদে নবদ্বীপ-ধামে
বাঁধিব কুটির খানি ।
শচীর নন্দন- চরণ-আশ্রয়
করিব সম্বন্ধ মানি ॥

জাহ্নবী-পুলিনে চিন্ময়-কাননে
বসিয়া বিজনস্থলে ।
কৃষ্ণনামামৃত নিরন্তর পিব
ডাকিব 'গৌরাঙ্গ' ব'লে ॥

হা গৌর-নিতাই তোরা দুটী ভাই
পতিত জনের বন্ধু !

অধম পতিত আমি হে দুর্জ্জন
হও মোরে কৃপাসিন্ধু ॥
কাঁদিতে কাঁদিতে ষোলক্রোশ ধাম
জাহ্নবী-উভয়কূলে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কভু ভাগ্যফলে
দেখি কিছু তরুমূলে ॥
হাহা মনোহর কি দেখিনু আমি
বলিয়া মূর্চ্ছিত হ'ব।
সম্বিৎ পাইয়া কাঁদিব গোপনে
স্মরি' দুঁহু কৃপা ল'ব ॥

( ২০ )

কবে হবে বল সেদিন আমার।
অপরাধ ঘুচি শুদ্ধ নামে রুচি
কৃপাবলে হবে হৃদয়ে সঞ্চার ॥
তৃণাধিক হীন কবে নিজে মানি
সহিষ্ণুতা গুণ হৃদয়েতে আনি।

সকলে মানদ আপনি অমানী
হয়ে আস্বাদিব নামরস-সার ॥
ধন জন আর কবিতা সুন্দরী,
বলিব না চাহি দেহ সুখ করি।
জন্মে জন্মে দাও ওহে গৌরহরি
অহৈতুকী-ভক্তি চরণে তোমার ॥
করিতে শ্রীকৃষ্ণ- নাম উচ্চারণ
পুলকিত দেহ, গদগদ বচন।
বৈবর্ণ্য বেপথু হবে সংঘটন
নিরন্তর নেত্রে ব'বে অশ্রুধার ॥
কবে নবদ্বীপে সুরধুনী-তটে
গৌর-নিত্যানন্দ বলি' নিষ্কপটে।
নাচিয়া গাহিয়া বেড়াইব ছুটে
বাতুলের প্রায় ছাড়িয়া বিচার ॥

কবে নিত্যানন্দ মোরে করি' দয়া
ছাড়াইবে মোর বিষয়ের মায়া।
দিয়া মোরে নিজ- চরণের ছায়া
নামের হাটেতে দিবে অধিকার ॥
কিনিবি লুটিব হরিনাম-রস
নামরসে মাতি' হইব বিবশ।
রসের রসিক- চরণ পরশ
করিয়া মজিব রসে অনিবার ॥
কবে জীবে দয়া হইবে উদয়
নিজ-সুখ ভুলি' সুদীন হৃদয়।
ভকতিবিনোদ করিয়া বিনয়
শ্রীআজ্ঞা টহল করিবে প্রচার ॥

( ২১ )

এমন দুর্ম্মতি সংসার ভিতরে
পড়িয়া আছিনু আমি।

তব নিজ জন কোন মহাজনে
পাঠাইয়া দিলে তুমি ॥
দয়া করি' মোরে পতিত দেখিয়া
কহিল আমারে গিয়া।
ওহে দীনজন শুন ভাল কথা
উল্লসিত হবে হিয়া ॥
তোমারে তারিতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
নবদ্বীপে অবতার।
তোমা হেন কত দীন হীন জনে
করিলেন ভবপার ॥
বেদের প্রতিজ্ঞা রাখিবার তরে
রুক্মবর্ণ বিপ্রসুত।
মহাপ্রভু নামে নদীয়া মাতায়
সঙ্গে ভাই অবধূত ॥
নন্দসুত যিনি চৈতন্য গোসাঞি
নিজ নাম করি' দান।

তারিল জগৎ তুমিও যাইয়া
লহ নিজ পরিত্রাণ ॥
সে কথা শুনিয়া আসিয়াছি নাথ
তোমার চরণতলে।
ভকতিবিনোদ কাঁদিয়া কাঁদিয়া
আপন কাহিনী বলে ॥

( ২২ )

গৌরাঙ্গ সুন্দর প্রেম জলধর
তপত কাঞ্চন কায়।
নদীয়া নগরে হরিপ্রেম-ভরে
নাচিয়া নাচিয়া যায় ॥
রক্ত-কমল কর-পদতল
শতদল মুখশশী।
নখরে নখরে সতত বিহরে
শশধর রাশি রাশি ॥

বেণু-বীণা-রব মানে পরাভব
কণ্ঠে মধুর ভাষা।
তাহে অবিরাম গায় হরিনাম
জাগায়ে প্রেম-পিপাসা॥
শ্রীবাস-অঙ্গনে নিতায়ের সনে
নাম সংকীর্ত্তনে নাচে।
ঘরে ঘরে গিয়া জীব উদ্ধারিয়া
যারে তারে প্রেম যাচে॥
ভারত ভ্রমিয়া পদ-পরশিয়া
পুত করিল ধূলি।
সে চরণ-রজ হর-কমলজ
সদা শিরে লয় তুলি॥
লীলার তুলনা মেলেনা মেলেনা
তুমি লীলাময় হরি।
হরিনাম দিলে জীব-উদ্ধারিলে
নদীয়াতে অবতরি॥

( ২৩ )

হরি ব'লে মোদের গৌর এলো। ধ্রু
এলরে গৌরাঙ্গচাঁদ প্রেমে এলো-থেলো।
নিতাই-অদ্বৈত-সঙ্গে গোদ্রুমে পশিল॥
সংকীর্ত্তন-রসে মেতে নাম বিলাইল।
নামের হাটে এসে প্রেমে জগত ভাসাইল॥
গোদ্রুমবাসীর আজ দুঃখ দূরে গেল।
ভক্তবৃন্দ সঙ্গে আসি' হাট জাগাইল॥
নদীয়া ভ্রমিতে গোরা এল নামের হাটে।
গৌর এল হাটে, সঙ্গে নিতাই এল হাটে॥
নাচে মাতোয়ারা নিতাই গোদ্রুমের মাঠে।
জগৎ মাতায় নিতাই প্রেমের মালসাটে॥
( তোরা দেখে যারে )
অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ নাচে ঘাটে ঘাটে।
পলায় দুরন্ত কলি পড়িয়া বিভ্রাটে॥

কি সুখে ভাসিল জীব গোরাচাঁদের নাটে।
দেখিয়া শুনিয়া পাষণ্ডীর বুক ফাটে॥

( ২৪ )

দয়াল নিতাই চৈতন্য ব'লে নাচ্‌রে আমার মন।
নাচ্‌রে আমার মন, নাচ্‌রে আমার মন॥
( এমন দয়াল তো নাই হে,
মার খেয়ে প্রেম দেয় )
(ওরে) অপরাধ দূরে যাবে পাবে প্রেমধন।
( ও নামে অপরাধ বিচার তো নাই হে )
(তখন) কৃষ্ণনামে রুচি হ'বে ঘুচিবে বন্ধন॥
(কৃষ্ণনামে অনুরাগ তো হ'বে হে )
(তখন) অনায়াসে সফল হবে জীবের জীবন॥
( কৃষ্ণে রতি বিনা জীবন তো মিছে হে )
(শেষে) বৃন্দাবনে রাধাশ্যামে পাবে দরশন॥
( গৌর-কৃপা হ'লে হে )

( ২৫ )

হরি বল, হরি বল, হরি বল ভাই রে।
হরিনাম আনিয়াছে গৌরাঙ্গ-নিতাই রে॥
( মোদের দুঃখ দেখে রে )
হরিনাম বিনা জীবের অন্য ধন নাই রে।
হরিনামে শুদ্ধ হ'ল জগাই-মাধাই রে॥
( বড় পাপী ছিল রে )
মিছে মায়াবদ্ধ হ'য়ে জীবন কাটাইরে।
( আমি আমার ব'লে রে )
আশাবশে ঘুরে ঘুরে আর কোথা যাইরে॥
( আশার শেষ নাই রে )
হরি ব'লে দেও ভাই আশার মুখে ছাইরে।
( নিরাশ ত' সুখ রে )
ভোগ-মোক্ষ-বাঞ্ছা ছাড়ি' হরিনাম গাই রে॥
( শুদ্ধসত্ত্ব হয়ে রে )

না চেয়েও নামের গুণে ও-সব ফল পাইরে।
[ তুচ্ছ ফলের প্রয়াস ছেড়ে রে ]
বিনোদ বলে যাই লয়ে নামের বালাই রে ॥
[ নামের বালাই ছেড়ে রে ]

( ২৬ )

রাধাকৃষ্ণ বল বল বলরে সবাই।
[এই] শিক্ষা দিয়া সব নদীয়া
ফির্‌চে নেচে গৌর-নিতাই ॥
[মিছে] মায়ার বশে যাচ্ছ ভেসে
খাচ্ছ হাবুডুবু ভাই।
[জীব] কৃষ্ণদাস এ বিশ্বাস
করলে ত আর দুঃখ নাই ॥
[কৃষ্ণ] বলবে যবে পুলক হবে
ঝরবে আঁখি বলি তাই ॥

(রাধা) কৃষ্ণ বল সঙ্গে চল
এইমাত্র ভিক্ষা চাই।
(যায়) সকল বিপদ ভক্তিবিনোদ
বলেন, যখন ও নাম গাই॥

( ২৭ )

হরে কৃষ্ণ হরে। ধ্রু
নিতাই কি নাম এনেছে রে।
(নিতাই) নাম এনেছে নামের হাটে
শ্রদ্ধামূল্যে নাম দিতেছে রে॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
(নিতাই) জীবের দশা মলিন দেখে
নাম এনেছে ব্রজ থেকে রে।
এ নাম শিব জপে পঞ্চমুখে রে
( মধুর এই হরিনাম )

এ নাম ব্রহ্মা জপে চতুর্ম্মুখে রে
( মধুর এই হরিনাম )
এ নাম নারদ জপে বীণাযন্ত্রে রে
( মধুর এই হরিনাম )
এ নামাভাসে অজামিল বৈকুণ্ঠ গেল রে।
এ নাম বল্‌তে বল্‌তে ব্রজে চল রে ॥
( ভক্তিবিনোদ বলে )

( ২৯ )

( এ নাম ) গায় গোরা মধুর স্বরে।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥
গৃহে থাক, বনে থাক, সদা হরি ব'লে ডাক,
সুখে দুঃখে ভুল না'ক, বদনে হরিনাম কর রে ॥
মায়াজালে বদ্ধ হ'য়ে আছ মিছে কাজ লয়ে,
এখন চেতন পেয়ে রাধা-মাধব নাম বলরে ॥

জীবন হইল শেষ, না ভজিলে হৃষীকেশ,
ভক্তিবিনোদ উপদেশ একবার নামরসে মাতরে ॥

( ৩০ )

গায় গোরাচাঁদ জীবের তরে
হরে কৃষ্ণ হরে। ধ্রু
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥
হরে কৃষ্ণ হরে।
একবার বল রসনা উচ্চৈঃস্বরে।
[বল] নন্দের নন্দন, যশোদা জীবন,
শ্রীরাধারমণ, প্রেমভরে ॥
[বল] শ্রীমধুসূদন, গোপী-প্রাণধন,
মুরলীবদন, নৃত্য ক'রে।
[বল] অঘ-নিসূদন, পূতনা-ঘাতন
ব্রহ্ম-বিমোহন, উর্দ্ধ করে ॥

---

## মঙ্গলারতি-কালে কীর্ত্তনীয়

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ॥

( ১ )

কলিকুক্কুর কদন যদি চাও হে।
কলিযুগ-পাবন, কলিভয়-নাশন
শ্রীশচীনন্দন গাও হে ॥
গদাধরমাদন' নিতা'য়ের প্রাণধন,
অদ্বৈতের প্রপূজিত গোরা।
নিমাঞী বিশ্বম্ভর' শ্রীনিবাস-ঈশ্বর,
ভক্তসমূহ চিত-চোরা ॥
নদীয়া-শশধর, মায়াপুর-ঈশ্বর,
নাম-প্রবর্ত্তন সুর।
গৃহিজন-শিক্ষক, ন্যাসিকুল-নায়ক,
মাধব রাধাভাবপুর ॥

সার্ব্বভৌম-শোধন, গজপতি-তারণ,
রামানন্দপোষণ বীর।
রূপানন্দবর্দ্ধন, সনাতন-পালন,
হরিদাস-মোদন ধীর॥
ব্রজরস-ভাবন, দুষ্টমত-শাতন
কপটী বিঘাতন কাম।
শুদ্ধভক্ত-পালন, শুষ্কজ্ঞান-তাড়ন,
ছলভক্তি দূষণ রাম॥

( ২ )

ভালে গোরা গদাধরের আরতি নেহারি।
নদীয়া পূরব ভাবে যাঁউ বলিহারী॥
কল্পতরুতলে রত্ন-সিংহাসনোপরি।
সবু সখী-বেষ্টিত কিশোর-কিশোরী॥
পুরট-জড়িত কত মণি-গজমতি।
ঝমকি' ঝমকি' লভে প্রতি অঙ্গ-জ্যোতিঃ॥

নীল নীরদ লাগি' বিদ্যুৎ-মালা।
দুহুঁ অঙ্গ মিলি' শোভা ভুবন উজালা॥

শঙ্খ বাজে, ঘণ্টা বাজে, বাজে করতাল।
মধুর মৃদঙ্গ বাজে পরম রসাল॥

বিশাখাদি সখীবৃন্দ দুহুঁ গুণ গাওয়ে।
প্রিয়নর্ম্মসখীগণ চামর ঢুলাওয়ে॥

অনঙ্গমঞ্জরী চুয়া-চন্দন দেওয়ে।
মালতীর মালা রূপমঞ্জরী লাগাওয়ে॥

পঞ্চপ্রদীপে ধরি' কর্পূর বাতি।
ললিতাসুন্দরী করে যুগল-আরতি॥

দেবী লক্ষ্মী শ্রুতিগণ ধরণী লোটাওয়ে।
গোপীজন অধিকার রওয়ত গাওয়ে॥

ভকতিবিনোদ রহি' সুরভিকী কুঞ্জে।
আরতি-দরশনে প্রেম-সুখ ভুঞ্জে॥

## অরুণোদয়-কীর্ত্তন

( ১ )

উদিল অরুণ পূরব ভাগে
দ্বিজমণি গোরা অমনি জাগে।
ভকতসমূহ লইয়া সাথে
গেলা নগর ব্রাজে॥

তাথই তাথই বাজল খোল,
ঘন ঘন তাহে ঝাঁজের রোল।
প্রেমে ঢল ঢল সোনার অঙ্গ,
চরণে নূপুর বাজে॥

মুকুন্দ মাধব যাদব হরি,
বলরে বলরে বদন ভরি'।
মিছে নিদবশে গেলরে রাতি,
দিবস শরীর-সাজে॥

এমন দুর্ল্লভ মানব-দেহ
পাইয়া কি কর ভাবনা কেহ।
এবে না ভজিলে যশোদা-সুত
চরমে পড়িবে লাজে॥

উদিত তপন হইলে অস্ত
দিন গেল বলি' হইবে ব্যস্ত।
তবে কেন এব অলস হই'
না ভজ হৃদয়রাজে॥

জীবন অনিত্য জানহ সার,
তাহে নানাবিধ বিপদ ভার।
নামাশ্রয় করি' যতনে তুমি
থাকহ আপন কাজে॥

কৃষ্ণনাম-সুধা করিয়া পান,
জুড়াও ভকতিবিনোদ-প্রাণ।
নাম বিনা কিছু নাহিক আর
চৌদ্দ ভুবন মাঝে॥

জীবের কল্যাণ সাধন-কাম
জগতে আসি' এ মধুর নাম।
অবিদ্যা-তিমির তপন-রূপে
হৃদ্‌গগনে বিরাজে॥

( ৫ )

জীব জাগ জীব জাগ, গোরাচাঁদ বলে।
কত নিদ্রা যাও মায়া-পিশাচীর কোলে॥
ভজিব বলিয়া এসে সংসার-ভিতরে।
ভুলিয়া রহিলে তুমি অবিদ্যার ভরে॥
তোমারে লইতে আমি হৈনু অবতার।
আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার॥
এনেছে ঔষধি মায়া-নাশিবার লাগি।
হরিনাম মহামন্ত্র লও তুমি মাগি'॥
ভকতিবিনোদ, প্রভু-চরণে পড়িয়া।
সেই হরিনাম-মন্ত্র লইল মাগিয়া॥

( ৩ )

অঙ্গ-উপাঙ্গ-অস্ত্র-পার্ষদ-সঙ্গে।
নাচই ভাব-মূরতি গোরা রঙ্গে॥
গাওয়ত কলিযুগ-পাবন নাম।
ভ্রমই শচীসুত নদীয়া ধাম॥
হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥

( ৪ )

বিভাবরী শেষ আলোক প্রবেশ,
নিদ্রা ছাড়ি' উঠ জীব।
বল হরি হরি মুকুন্দ মুরারী
রাম-কৃষ্ণ হয়গ্রীব॥
নৃসিংহ বামন শ্রীমধুসূদন
ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্যাম।
পুতনা-ঘাতন, কৈটভশাতন,
জয় দাশরথি-রাম॥

যশোদা-দুলাল, গোবিন্দ গোপাল
বৃন্দাবন-পুরন্দর।
গোপীপ্রিয়জন, রাধিকারমণ,
ভুবন-সুন্দরবর ॥
রাবণান্তকর, মাখন-তস্কর,
গোপীজন-বস্ত্রহারী।
ব্রজের রাখাল গোপবৃন্দ পাল,
চিত্তহারী বংশীধারী ॥
যোগীন্দ্রবন্দন, শ্রীনন্দনন্দন,
ব্রজজন-ভয়হারী।
নবীন নীরদ রূপ মনোহর
মোহন বংশীবিহারী ॥
যশোদা-নন্দন, কংসনিসূদন,
নিকুঞ্জ রাসবিলাসী।
কদম্ব কানন রাসপরায়ণ
বৃন্দাবিপিন-নিবাসী ॥

আনন্দবর্দ্ধন প্রেমনিকেতন
ফুলশর-যোজক কাম।
গোপাঙ্গনাগণ চিত্তবিনোদন
সমস্ত গুণগণ-ধাম ॥
যামুন-জীবন কেলিপরায়ণ
মানস-চন্দ্রচকোর।
নামসুধারস গাও কৃষ্ণযশ
রাখ বচন মন মোর ॥

( ৫ )

ভজ রে ভজ রে আমার মন অতি মন্দ।
[ ভজন বিনা গতি নাই রে ]
[ভজ] ব্রজবনে রাধাকৃষ্ণ-চরণারবিন্দ ॥
[ জ্ঞান কর্ম্ম পরিহরি রে ]
[ভজ] গৌর-গদাধরাদ্বৈত গুরু নিত্যানন্দ।
[গৌর-কৃষ্ণে অভেদ জেনে রে ]
[ গুরু কৃষ্ণপ্রিয় জেনে রে ]

(স্মর) শ্রীনিবাস হরিদাস মুরারী মুকুন্দ ॥
( গৌরপ্রেমে স্মর স্মর রে )

(স্মর) রূপ-সনাতন-জীব-রঘুনাথদ্বন্দ্ব ।
( যদি ভজন করবে রে )

(স্মর) রাঘব-গোপাল স্বরূপ-রামানন্দ ॥
( কৃষ্ণপ্রেম যদি চাও রে )

(স্মর) গোষ্ঠীসহ কর্ণপুর, সেন-শিবানন্দ ।
( অজস্র স্মর স্মর রে )

(স্মর) রূপানুগ সাধুজন ভজন আনন্দ ॥
( ব্রজে বাস যদি চাও রে ]

( ৮ )

ভাবনা ভাবনা মন তুমি অতি দুষ্ট ।
( বিষয়-বিষে আছ হে )

কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদাদি-আবিষ্ট ।
( রিপুর বশে আছ হে )

অসদ্বার্ত্তা ভুক্তি-মুক্তি-পিপাসা আকৃষ্ট ॥
( অসৎকথা ভাল লাগে হে )
প্রতিষ্ঠাশা-কুটিনাটি-শঠতাদি পিষ্ট ॥
( সরল ত' হলে না হে )
ঘিরেছে তোমারে ভাই, এ সব অরিষ্ট ॥
( এ সব ত' শত্রু হে )
এ সব না ছেড়ে কিসে পা'বে রাধাকৃষ্ণ ॥
( যতনে ছাড়, ছাড় হে )
সাধুসঙ্গ বিনা আর কোথা তব ইষ্ট ?
( সাধুসঙ্গ কর হে )
বৈষ্ণব-চরণে মজ, ঘুচিবে অনিষ্ট ॥
( একবার ভেবে দেখ রে )

## মধ্যাহ্ন ভোগারতি

ভজ ভকত-বৎসল শ্রীগৌরহরি।
শ্রীগৌরহরি সোহি গোষ্ঠবিহারী,
নন্দযশোমতী-চিত্তহারী ॥
বেলা হ'লো, দামোদর! আইস এখন।
ভোগ-মন্দিরে বসি' করহ ভোজন ॥
নন্দের নির্দেশে বৈসে গিরিবরধারী।
বলদেব-সহ সখা বৈসে সারি সারি ॥
শুক্তা শাকাদি ভাজি নালিতা কুষ্মাণ্ড।
ডালি ডাল্না দুগ্ধতুম্বী দধি মোচাখণ্ড ॥
মুদ্গবড়া মাষবড়া রোটিকা ঘৃতান্ন।
শষ্কুলী পিষ্টক ক্ষীর-পুলি পায়সান্ন ॥
কর্পূর অমৃতকেলি রম্ভা ক্ষীরসার ॥
অমৃত-রসালা অম্ল দ্বাদশ প্রকার ॥

লুচি চিনি সরপুরী লাড্ডু রসাবলী।
ভোজন করেন কৃষ্ণ হ'য়ে কুতুহলী॥
রাধিকার পক্ক অন্ন বিবিধ ব্যঞ্জন।
পরম আনন্দে কৃষ্ণ করেন ভোজন॥
ছলে বলে লাড্ডু খায় শ্রীমধুমঙ্গল।
বগল বাজায় আর দেয় হরিবোল॥
রাধিকাদি গণে হেরি' নয়নের কোণে।
তৃপ্ত হ'য়ে খায় কৃষ্ণ যশোদা-ভবনে॥
ভোজনান্তে পিয়ে কৃষ্ণ সুবাসিত-বারি।
সবে মুখ প্রক্ষালয় হয়ে সারি সারি॥
হস্তমুখ প্রক্ষালিয়া যত সখাগণে।
আনন্দে বিশ্রাম করে বলদেব সনে॥
জাম্বুল রসাল আনে তাম্বুল মশালা।
তাহা খেয়ে কৃষ্ণচন্দ্র সুখে নিদ্রা গেলা॥

বিশালাক্ষ শিখিপুচ্ছ চামর ঢুলায়।
অপূর্ব্ব শয্যায় কৃষ্ণ সুখে নিদ্রা যায়॥
যশোমতী আজ্ঞা পেয়ে ধনিষ্ঠা আনীত।
শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ রাধা ভুঞ্জে হ'য়ে প্রীত॥
ললিতাদি সখীগণ অবশেষ পায়।
মনে মনে সুখে রাধাকৃষ্ণগুণ গায়॥
হরিলীলা একমাত্র যাহার প্রমোদ।
ভোগারতি গায় সেই ভকতিবিনোদ॥

---

## মহাপ্রসাদ-সেবায় ধ্বনি

"মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম-ব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥

[ ১ ]

শরীর অবিদ্যাজাল জড়েন্দ্রিয় তাহে কাল
জীবে ফেলে বিষয়-সাগরে।

তার মধ্যে জিহ্বা অতি লোভময় সুদুর্ম্মতি
তা'কে জেতা কঠিন সংসারে ॥
কৃষ্ণ বড় দয়াময় করিবারে জিহ্বা জয়
স্বপ্রসাদ অন্ন দিল ভাই।
সেই অন্নামৃত পাও রাধাকৃষ্ণগুণ গাও
প্রেমে ডাক চৈতন্য-নিতাই ॥

( ২ )

একদিন শান্তিপুরে প্রভু অদ্বৈতের ঘরে
দুই প্রভু ভোজনে বসিল।
শাক করি' আস্বাদন প্রভু বলে—ভক্তগণ
এই শাক কৃষ্ণ আস্বাদিল ॥
হেন শাক আস্বাদনে কৃষ্ণপ্রেম আইসে মনে
সেই প্রেমে কর আস্বাদন।
জড়বুদ্ধি পরিহরি' প্রসাদ ভোজন করি
হরি হরি বল সর্ব্বজন ॥

( ৩ )

শচীর অঙ্গনে কভু মাধবেন্দ্রপুরী প্রভু
প্রসাদান্ন করেন ভোজন।
খাইতে খাইতে তাঁর আইল প্রেম সুদুর্ব্বার
বলে শুন,—সন্ন্যাসীরগণ॥

মোচাঘণ্ট ফুলবড়ি ডালি ডালনা চচ্চড়ি
শচীমাতা করিল রন্ধন।
তাঁ'র শুদ্ধাভক্তি হেরি' ভোজন করিল হরি
সুধা-সম এ অন্নব্যঞ্জন॥

যোগে যোগী পায় যাহা, ভোগে আজ হবে তাহা
'হরি' বলি' খাও সবে ভাই।
কৃষ্ণের প্রসাদ অন্ন ত্রিজগৎ করে ধন্য
ত্রিপুরারী নাচে যাহা পাই'॥

( ৪ )

একদিন নীলাচলে প্রসাদ-সেবনকালে
মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

বলিলেন ভক্তগণে, খেচরান্ন শুদ্ধমনে
সেবা করি' হও আজ ধন্য ॥
খেচরান্ন পিঠাপানা অপূর্ব্ব প্রসাদ নানা
জগন্নাথ দিল তোমা সবে।
আকণ্ঠ ভোজন করি' বল মুখে 'হরি হরি'
অবিদ্যা দূরিত নাহি রবে ॥
জগন্নাথ-প্রসাদান্ন, বিরিঞ্চি শম্ভুর মান্য,
খাইলে প্রেম হইবে উদয়।
এমন দুর্ল্লভ ধন পাইয়াছ সর্ব্বজন
জয় জয় জগন্নাথ জয় ॥

( ৫ )

রামকৃষ্ণ গোচারণে যাইবেন দূর বনে
এত চিন্তি যশোদা-রোহিনী।
ক্ষীর সর ছানা ননী, দুজনে খাওয়ান আনি
বাৎসল্যে আনন্দ মনে গণি ॥

বয়স্য রাখালগণে, খায় রামকৃষ্ণ সনে
নাচে গায় আনন্দ-অন্তরে।
কৃষ্ণের প্রসাদ খায় উদর ভরিয়া যায়
আর দেও আর দেও করে॥

## সন্ধ্যারতি-কীর্ত্তন

### ( ১ )

জয় জয় গোরাচাঁদের আরতিকো শোভা।
জাহ্নবী-তট বনে জগমন লোভা॥
দক্ষিণে নিতাইচাঁদ বামে গদাধর।
নিকটে অদ্বৈত শ্রীনিবাস ছত্রধর॥
বসিয়াছে গোরাচাঁদ রত্ন-সিংহাসনে।
আরতি করেন ব্রহ্মা-আদি দেবগণে॥
নরহরি-আদি করি চামর ঢুলায়।
সঞ্জয় মুকুন্দ বাসু-ঘোষ আদি গায়॥

শঙ্খ বাজে ঘণ্টা বাজে বাজে করতাল।
মধুর মৃদঙ্গ বাজে পরম রসাল॥
বহু কোটী চন্দ্র যিনি' বদন উজ্জ্বল।
গলদেশে বনমালা করে ঝলমল॥
শিব-শুক-নারদ প্রেমে গদগদ।
ভকতিবিনোদ দেখে গোরার সম্পদ॥

( ২ )

জয় জয় রাধাকৃষ্ণ যুগল-মিলন।
আরতি করয়ে ললিতাদি সখীগণ॥
মদনমোহন রূপ ত্রিভঙ্গসুন্দর।
পীতাম্বর শিখিপুচ্ছ-চূড়া মনোহর॥
ললিত মাধব-বামে বৃষভানু-কন্যা।
নীলবসনা গৌরী রূপে গুণে ধন্যা॥
নানাবিধ অলঙ্কার করে ঝলমল।
হরিমনবিমোহন বদন উজ্জ্বল॥

বিশাখাদি সখীগণ নানা রাগে গায়।
প্রিয়নর্ম্ম সখী যত চামর ঢুলায়॥
শ্রীরাধা-মাধব-পদ-সরসিজ আশে।
ভকতিবিনোদ সখী পদে সুখে ভাসে॥

---

## তুলসী-পরিক্রমা কীর্ত্তন

( ১ )

নমো নমঃ তুলসী মহারাণি, বৃন্দে মহারাণি!
যাঁকো দরশে পরশে অঘ নাশই,
মহিমা বেদ-পুরাণে বাখানি॥
যাঁকো পত্র মঞ্জরী কোমল
শ্রীপতিচরণকমলে লপটানি।
ধন্য তুলসী পূরণ তপ কিয়ে
শ্রীশালগ্রাম-মহাপাটরাণী॥

ধূপ দীপ নৈবেদ্য আরতি
ফুলনা কিয়ে বরখা বরখানি।
ছাপ্পান্ন ভোগ ছত্রিশ ব্যঞ্জন
বিনা তুলসী প্রভু এক নাহি মানি॥
শিব শুক নারদ আউর ব্রহ্মাদিক
ঢুঁড়ত ফিরত মহামুনি জ্ঞানী।
চন্দ্রশেখর মাইয়া তেরা যশ গাওয়ে,
ভকতি দান দীজিয়ে মহারাণি॥

( ২ )

নমো নমঃ তুলসী কৃষ্ণপ্রেয়সী!
(ব্রজে) রাধাকৃষ্ণ-সেবা পা'ব—এই অভিলাষী॥
যে তোমার শরণ লয়, তার বাঞ্ছা পূর্ণ হয়।
কৃপা করি' কর তারে বৃন্দাবনবাসী॥
মোর এই অভিলাষ, বিলাসকুঞ্জে দিও বাস।
নয়নে হেরিব সদা যুগলরূপ-রাশি॥

এই নিবেদন ধর, সখীর অনুগত কর।
সেবা-অধিকার দিয়ে কর নিজ দাসী ॥
দীন কৃষ্ণদাসে কয়, এই যেন মোর হয়।
শ্রীরাধাগোবিন্দ-প্রেমে সদা যেন ভাসি ॥

---

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ ॥
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।
গিরিধারী গোপীনাথ মদনমোহন ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত সীতা।
হরি গুরু বৈষ্ণব ভাগবত গীতা ॥
শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥
এই ছয় গোসাঞির করি চরণ-বন্দন ॥
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ ॥

এই ছয় গোসাঞি যাঁর মুঞি তাঁর দাস।
তাঁ' সবার পদরেণু মোর পঞ্চগ্রাস॥
তাঁদের চরণ-সেবী ভক্তসনে বাস।
জনমে জনমে হয় এই অভিলাষ॥
এই ছয় গোসাঞি যবে ব্রজে কৈলা বাস।
রাধাকৃষ্ণ-নিত্যলীলা করিলা প্রকাশ॥
আনন্দে বল হরি, ভজ বৃন্দাবন।
শ্রীগুরু-বৈষ্ণবপদে মজাইয়া মন॥
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্ম করি আশ।
নাম-সংকীর্ত্তন কহে নরোত্তম দাস॥

---

জয় জয় নিত্যানন্দাদ্বৈত গৌরাঙ্গ।
নিতাই গৌরাঙ্গ জয় নিতাই গৌরাঙ্গ॥
(জয়) যশোদানন্দন শচীসুত গৌরচন্দ্র।
" রোহিণীনন্দন বলরাম নিত্যানন্দ॥

(জয়) মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র।
" গদাধর, শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ॥
" স্বরূপ রূপ সনাতন রায় রামানন্দ।
" খণ্ডবাসী নরহরি মুরারি মুকুন্দ॥
" পঞ্চপুত্র সঙ্গে নাচে রায় ভবানন্দ।
" তিন পুত্র সঙ্গে নাচে সেন শিবানন্দ॥
" দ্বাদশ গোপাল আর চৌষট্টি মহান্ত।
(তোমরা) কৃপা করি দেহ' গৌরচরণারবিন্দ॥

## শ্রীএকাদশী-ব্রতোপলক্ষে

[ ১ ]

শ্রীহরি-বাসরে হরি-কীর্ত্তন বিধান।
নৃত্য আরম্ভিলা প্রভু জগতের প্রাণ॥
পুণ্যবন্ত শ্রীবাস-অঙ্গনে শুভারম্ভ।
উঠিল কীর্ত্তন-ধ্বনি গোপাল-গোবিন্দ॥

সবার অঙ্গেতে শোভে শ্রীচন্দন মালা।
আনন্দে নাচয়ে সবে হইয়া বিহ্বলা॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে শঙ্খ করতাল।
সংকীর্ত্তন সঙ্গে সব হইল মিশাল॥
ব্রহ্মাণ্ডে উঠিল ধ্বনি পূরিয়া আকাশ।
চৌদিকের অমঙ্গল সব যায় নাশ॥
চতুর্দ্দিকে শ্রীহরি মঙ্গল সংকীর্ত্তন।
মধ্যে নাচে জগন্নাথ-মিশ্রের নন্দন॥
যাঁর নামানন্দে শিব বসন না জানে।
যাঁর রসে নাচে শিব, সে নাচে আপনে॥
যাঁর নামে বাল্মীকি হইল তপোধন।
যাঁর নামে অজামিল পাইল মোচন॥
যাঁর নাম শ্রবণে সংসার-বন্ধন ঘুচে।
হেন প্রভু অবতরি কলিযুগে নাচে॥
যাঁর নাম লইয়া শুক নারদ বেড়ায়।
সহস্র বদনে প্রভু যাঁর গুণ গায়॥

সর্ব্ব মহাপ্রায়শ্চিত্ত যে প্রভুর নাম।
সেই প্রভু নাচে দেখে যত ভাগ্যবান॥

নিজানন্দে নাচে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
চরণের তাল্লি শুনি অতি মনোহর॥

ভাবাবেশে মালা নাহি রহয়ে গলায়।
ছিণ্ডিয়া পড়য়ে গিয়া ভকতের গায়॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

( ২ )

শুদ্ধ-ভকত চরণ-রেণু, ভজন-অনুকূল।
ভকত-সেবা পরম সিদ্ধি, প্রেমলতিকার মূল॥

মাধব-তিথি, ভক্তি জননী, যতনে পালন করি।
কৃষ্ণ-বসতি, বসতি বলি', পরম আদরে বরি॥

গৌর আমার, যেসব স্থানে, করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে সব স্থান, হেরব আমি, প্রণয়িভকতসঙ্গে॥

মৃদঙ্গবাদ্য শুনিতে মন, অবসর সদা যাচে।
গৌর-বিহিত কীর্ত্তন শুনি' আনন্দে হৃদয় নাচে॥

যুগলমূর্ত্তি দেখিয়া মোর, পরম আনন্দ হয়।
প্রসাদ-সেবা করিতে হয়, সকল প্রপঞ্চ জয়॥

যেদিন গৃহে ভজন দেখি, গৃহেতে গোলোক ভায়।
চরণ-সীধু দেখিয়া গঙ্গা, সুখ না সীমা পায়॥

তুলসী দেখি' জুড়ায় প্রাণ, মাধব-তোষণী জানি।
গৌর-প্রিয় শাক সেবনে, জীবন সার্থক মানি॥

ভকতিবিনোদ, কৃষ্ণ-ভজনে অনুকূল পায় যাহা।
প্রতি দিবসে, পরম সুখে, স্বীকার করয়ে তাহা॥

---

সপার্ষদ-ভগবদ্বিরহজনিত-বিলাপ :—

( ১ )

যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য ঠাকুর॥

কাঁহা মোর স্বরূপ-রূপ, কাঁহা সনাতন।
কাঁহা দাস রঘুনাথ পতিতপাবন?
কাঁহা মোর ভট্টযুগ, কাঁহা কবিরাজ!
এককালে কোথা গেল গোরা নটরাজ?
পাষাণে কুটিব মাথা, অনলে পশিব।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব?
সে সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈল বিলাস।
সে সঙ্গ না পাইয়া কান্দে নরোত্তমদাস॥

( ২ )

হরি হরি! কি মোর করম অনুরত।
বিষয়ে কুটিলমতি, সৎসঙ্গে না হৈল রতি,
কিসে আর তরিবার পথ॥
স্বরূপ, সনাতন, রূপ, রঘুনাথ, ভট্টযুগ,
লোকনাথ সিদ্ধান্তসাগর।
শুনিতাম সে-সব কথা ঘুচিত মনের ব্যথা
তবে ভাল হইত অন্তর॥

যখন গৌর-নিত্যানন্দ অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ
নদীয়ানগরে অবতার।
তখন না হৈল জন্ম এবে দেহে কিবা কর্ম্ম
মিছামাত্র বহি' ফিরি ভার॥
হরিদাস আদি বুলে মহোৎসব আদি করে
না হেরিনু সে সুখ-বিলাস।
কি মোর দুঃখের কথা জনম গোঙানু বৃথা
ধিক্ ধিক্ নরোত্তমদাস॥

## শ্রীকৃষ্ণকৃপা-প্রার্থনা

( ১ )

হরি হে দয়াল মোর জয় রাধানাথ।
বার বার এই বার লহ নিজ সাথ॥
বহু যোনি ভ্রমি' নাথ, লইনু শরণ।
নিজ গুণে কৃপা কর অধমতারণ॥

জগতকারণ তুমি জগতজীবন।
তোমা ছাড়া কা'র নহি হে রাধারমণ॥
ভুবনমঙ্গল তুমি ভুবনের পতি।
তুমি উপেক্ষিলে নাথ, কি হইবে গতি॥
ভাবিয়া দেখিনু এই জগত-মাঝারে।
তোমা বিনা কেহ নাহি এ দাসে উদ্ধারে॥

( ২ )

হরি হে!
তোমারে ভুলিয়া অবিদ্যা-পীড়ায়,
পীড়িত রসনা মোর।
কৃষ্ণনামসুধা, ভাল নাহি লাগে
বিষয় সুখেতে ভোর॥
প্রতিদিন যদি আদর করিয়া,
সে নাম কীর্ত্তন করি।
সিতপল যেন নাশি' রোগ-মূল,
ক্রমে স্বাদু হয় হরি॥

দুর্দ্দৈব আমার, সে নামে আদর
না হইল দয়াময়।
দশ অপরাধ, আমার দুর্দ্দৈব
কেমনে হইবে ক্ষয়॥
অনুদিন যেন, তব নাম গাই,
ক্রমেতে কৃপায় তব।
অপরাধ যাবে, নামে রুচি হবে,
আস্বাদিব নামাসব॥

( ৩ )

ভুলিয়া তোমারে সংসারে আসিয়া
পেয়ে নানাবিধ ব্যথা।
তোমার চরণে আসিয়াছি আমি,
বলিব দুঃখের কথা॥
জননী-জঠরে ছিলাম যখন,
বিষম বন্ধন-পাশে।
একবার প্রভু দেখা দিয়া মোরে
বঞ্চিলে এ দীন দাসে॥

তখন ভাবিনু জনম পাইয়া
করিব ভজন তব।
জনম হইল পড়ি মায়া-জালে
না হইল জ্ঞান লব॥

আদরের ছেলে স্বজনের কোলে
হাসিয়া কাটানু কাল।
জনক জননী স্নেহেতে ভুলিয়া
সংসার লাগিল ভাল॥

ক্রমে দিন দিন, বালক হইয়া
খেলিনু বালক সহ।
আর কিছুদনে, জ্ঞান উপজিল,
পাঠ পড়ি অহরহঃ॥

বিদ্যার গৌরবে, ভ্রমি দেশে দেশে
ধন উপার্জ্জন করি।
স্বজন-পালন, করি এক মনে,
ভুলিনু তোমারে হরি॥

বার্দ্ধক্যে এখন, ভকতিবিনোদ
কাঁদিয়া কাতর অতি।
না ভজিয়া তোরে, দিন বৃথা গেল,
এখন কি হবে গতি ॥

( ৪ )

বিদ্যার বিলাসে কাটাইনু কাল
পরম সাহসে আমি।
তোমার চরণ না ভজিনু কভু
এখন শরণ তুমি ॥
পড়িতে পড়িতে ভরসা বাড়িল,
জ্ঞানে গতি হবে মানি।
সে আশা বিফল, সে জ্ঞান দুর্ব্বল
সে জ্ঞান অজ্ঞান জানি ॥
জড়বিদ্যা যত মায়ার বৈভব
তোমার ভজনে বাধা।

মোহ জনমিয়া অনিত্য সংসারে
জীবকে করয়ে গাধা ॥
সেই গাধা হয়ে সংসারের বোঝা
বহিনু অনেক কাল।
বার্দ্ধক্যে এখন, শক্তির অভাবে,
কিছু নাহি লাগে ভাল ॥
জীবন যাতনা, হইল এখন,
সে বিদ্যা অবিদ্যা ভেল।
অবিদ্যার জ্বালা' ঘটিল বিষম,
সে বিদ্যা হইল শেল ॥
তোমার চরণ বিনা কিছু ধন,
সংসারে না আছে আর।
ভকতিবিনোদ জড়বিদ্যা ছাড়ি
তুয়া পদ করে সার ॥

---

( ৫ )

যৌবনে যখন ধন উপার্জ্জনে
হইনু বিপুল কামী।
ধরম স্মরিয়া গৃহিণীর কর
ধরিনু তখন আমি॥
সংসার পাতা'য়ে তাহার সহিত
কালক্ষয় কৈনু কত।
বহু সুত-সুতা জনম লভিল,
মরমে হইনু হত॥
সংসারের ভার বাড়ে দিনে দিনে,
অচল হইল গতি।
বার্দ্ধক্য আসিয়া ঘেরিল আমারে
অস্থির হইল মতি॥
পীড়ায় অস্থির চিন্তায় জ্বরিত
অভাবে জ্বলিত চিত।
উপায় না দেখি অন্ধকারময়
এখন হ'য়েছি ভীত॥

সংসার-তটিনী- স্রোত নহে শেষ,
মরণ নিকটে ঘোর।
সব সমাপিয়া ভজিব তোমায়
এ আশা বিফল মোর॥
এবে শুন প্রভু আমি গতিহীন
ভকতিবিনোদ কয়।
তব কৃপা বিনা সকলি নিরাশা
দেহ মোরে পদাশ্রয়॥

[ ৬ ]

আমার জীবন সদা পাপে রত
নাহিক পুণ্যের লেশ।
পরের উদ্বেগ দিয়াছি যে কত
দিয়াছি জীবেরে ক্লেশ॥
নিজ সুখ লাগি পাপে নাহি ডরি
দয়াহীন স্বার্থপর।

পরসুখে দুঃখী সদা মিথ্যাভাষী
পরদুঃখ সুখকর ॥

অশেষ কামনা হৃদি মাঝে মোর
ক্রোধী দম্ভপরায়ণ।
মদমত্ত সদা, বিষয়ে মোহিত,
হিংসা-গর্ব্ব বিভূষণ ॥

নিদ্রালস্য-হত, সুকার্য্যে বিরত,
অকার্য্যে উদ্যোগী আমি।
প্রতিষ্ঠা লাগিয়া, শাঠ্য-আচরণ,
লোভহত, সদা কামী ॥

এ হেন দুর্জ্জন, সজ্জন-বর্জ্জিত,
অপরাধী নিরন্তর।
শুভকার্য্য শূন্য, সদানর্থমনা,
নানা দুঃখে জর জর ॥

বার্দ্ধক্যে এখন উপায়বিহীন,
তা'তে দীন অকিঞ্চন।

ভকতিবিনোদ প্রভুর চরণে
করে দুঃখ নিবেদন ॥

[ ৭ ]

( প্রভু হে ) শুন মোর দুঃখের কাহিনী।
বিষয়-হলাহল সুধাভাণে পিয়লু,
আব অবসান দিনমণি।
খেলারসে শৈশব, পড়ইতে কৈশোর
গোঁয়াওলুঁ, না ভেল বিবেক।
ভোগবশে যৌবনে ঘর পাতি বৈঠলুঁ,
সুত-মিত বাঢ়ল অনেক ॥
বৃদ্ধকাল আওল, সব সুখ ভাগল,
পীড়াবশে হইনু কাতর।
সর্ব্বেন্দ্রিয় দুর্ব্বল, ক্ষীণ কলেবর,
ভোগাভাবে দুঃখিত অন্তর ॥

জ্ঞান-লব-হীন, ভক্তিরসে বঞ্চিত
আর মোর কি হবে উপায়।
পতিত-বন্ধু তুহুঁ, পতিতাধম হাম,
কৃপায় উঠাও তব পায়॥
বিচারিতে আবহি, গুণ নাহি পাওবি,
কৃপা কর ছোড়ত বিচার।
তব পদ-পঙ্কজ সীধু পিবাওত
ভকতিবিনোদে কর পার॥

( ৮ )

প্রভু হে! তুয়া পদে এ মিনতি মোর।
তুয়া পদপল্লব ত্যজত মরু মন
বিষম বিষয়ে ভেল ভোর॥
উঠয়িতে তাকত পুনঃ নাহি মিলই,
অনুদিন করহুঁ হুতাশ।
দীনজন-নাথ তুহুঁ কহায়সি,
তোহারি চরণ মম আশ॥

ঐছন দীনজন কঁহি নাহি মিলই
তুহু মোরে কর পরসাদ।
তুয়া জন সঙ্গে, তুয়া কথা-রঙ্গে
ছাড়হুঁ সকল পরমাদ॥
তুয়া ধাম মাহে তুয়া নাম গাওত
গোয়ায়বুঁ দিবানিশি আশ।
তুয়া পদছায়া পরম সুশীতল
মাগে ভকতিবিনোদ দাস॥

( ৯ )

আমার বলিতে প্রভু আর কিছু নাই।
তুমিই আমার মাতা পিতা বন্ধু ভাই॥
বন্ধু দারা সুত সুতা তব দাসী দাস।
সেই ত' সম্বন্ধে সবে আমার প্রয়াস॥
ধন জন গৃহ দ্বার তোমার বলিয়া।
রক্ষা করি আমি মাত্র সেবক হইয়া॥

তোমার কার্য্যের তরে উপার্জ্জিব ধন।
তোমার সংসারব্যয় করিব বহন॥
ভালমন্দ নাহি জানি সেবামাত্র করি।
তোমার সংসারে আমি বিষয়-প্রহরী॥
তোমার ইচ্ছায় মোর ইন্দ্রিয়-চালনা।
শ্রবণ দর্শন ঘ্রাণ ভোজন বাসনা॥
নিজসুখ লাগি কিছু নাহি করি আর।
ভকতিবিনোদ বলে তব সুখসার॥

( ১০ )

নিবেদন করি প্রভু তোমার চরণে।
পতিত অধম আমি জানে ত্রিভুবনে॥
আমা সম পাপী নাই জগৎ ভিতরে।
মম সম অপরাধী নাহিক সংসারে॥
সেই সব পাপ আর অপরাধ আমি।
পরিহারে পাই লজ্জা সব জান তুমি॥

তুমি বিনা কার আমি লইব শরণ।
তুমি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
জগৎ তোমার নাথ তুমি সর্ব্বময়।
তোমা প্রতি অপরাধ তুমি কর ক্ষয় ॥
তুমি ত' স্খলিতপদ-জনের আশ্রয়।
তুমি বিনা আর কেবা আছে দয়াময় ॥
সেইরূপ তব অপরাধী জন যত।
তোমার শরণাগত হইবে সতত ॥
ভকতিবিনোদ পদে লইয়া শরণ।
তুয়া পদে করে আজ আত্মসমর্পণ ॥

( ১১ )

দারা পুত্র নিজদেহ কুটুম্ব পালনে।
সর্ব্বদা ব্যাকুল আমি ছিনু মনে মনে ॥
কেমনে অর্জ্জিব অর্থ, যশ কিসে পাব।
কন্যা-পুত্র-বিবাহ কেমনে সম্পাদিব ॥

এবে আত্মসমর্পণে চিন্তা নাহি আর।
তুমি নির্ব্বাহিবে প্রভো সংসার তোমার॥
তুমি ত' পালিবে মোরে নিজ দাস জানি।
তোমার সেবায় প্রভু বড় সুখ মানি॥
তোমার ইচ্ছায় প্রভু সব কার্য্য হয়।
জীব বলে, 'করি আমি', সে ত' সত্য নয়॥
জীব কি করিতে পারে তুমি না করিলে।
আশামাত্র জীব করে, তব ইচ্ছা ফলে॥
নিশ্চিন্ত হইয়া আমি সেবিব তোমায়।
গৃহে ভাল মন্দ হ'লে নাহি মোর দায়॥
ভকতিবিনোদ নিজ স্বাতন্ত্র্য ত্যজিয়া।
তোমার চরণ সেবে অকিঞ্চন হইয়া॥

( ১২ )

কি জানি কি বলে, তোমার ধামেতে
হইনু শরণাগত।

তুমি দয়াময়, পতিতপাবন,
পতিত-তারণে রত ॥
ভরসা আমার, এই মাত্র নাথ,
তুমি ত' করুণাময়।
তব দয়া পাত্র, নাহি মোর সম,
অবশ্য ঘুচাবে ভয় ॥
আমারে তারিতে, কাহারো শকতি,
অবনী ভিতরে নাহি।
দয়াল ঠাকুর, ঘোষণা তোমার,
অধম পামরে ত্রাহি ॥
সকল বুঝিয়া, আসিয়াছি আমি,
তোমার চরণে নাথ!
আমি নিত্যদাস, তুমি পালয়িতা,
তুমি গোপ্তা জগন্নাথ ॥
তোমার সকল, আমি মাত্র দাস,
আমারে তারিবে তুমি।

তোমার চরণ, করিনু বরণ,
আমার নহি ত' আমি ॥
ভকতিবিনোদ, কাঁদিয়া শরণ
ল'য়েছে তোমার পায় ।
ক্ষমি' অপরাধ, নামে রুচি দিয়া
পালন করহে তায় ॥

( ১৩ )

সর্ব্বস্ব তোমার, চরণে সঁপিয়া,
পড়েছি তোমার ঘরে ।
তুমি ত' ঠাকুর' তোমার কুকুর,
বলিয়া জানহ মোরে ॥
বাঁধিয়া নিকটে, আমারে পালিবে,
রহিব তোমার দ্বারে ।
প্রতীপজনেরে- আসিতে না দিব,
রাখিব গড়ের পারে ॥

তব নিজ-জন, প্রসাদ সেবিয়া,
উচ্ছিষ্ট রাখিবে যাহা।
আমার ভোজন, পরম আনন্দে,
প্রতিদিন হবে তাহা॥

বসিয়া শুইয়া, তোমার চরণ,
চিন্তিব সতত আমি।
নাচিতে নাচিতে, নিকটে যাইব,
যখন ডাকিবে তুমি॥

নিজের পোষণ' কভু না ভাবিব,
রহিব ভাবের ভরে।
ভকতিবিনোদ, তোমারে পালক,
বলিয়া বরণ করে॥

( ১ )

কেশব তুয়া জগৎ বিচিত্র।
করমবিপাকে, ভব বন ভ্রমই'
পেখলুঁ রঙ্গ বহুচিত্র॥

তুয়া পদবিস্মৃতি, আ-মর যন্ত্রণা
ক্লেশ-দহনে দহি' যাই।
কপিল পতঞ্জলি, গৌতম কণভোজী
জৈমিনী বৌদ্ধ আওয়ে ধাই'॥
তব কই নিজ মতে, ভুক্তি মুক্তি যাচত
পাতই নানাবিধ ফাঁদ।
সো সবু বঞ্চক তুয়া ভক্তি বহির্ম্মুখ
ঘটাওয়ে বিষম পরমাদ॥
বৈমুখ-বঞ্চনে ভটসো সবু
নিরমিল বিবিধ পসার।
দণ্ডবৎ দূরতঃ ভকতিবিনোদ ভেল
ভকতচরণ করি' সার॥

( ১৫ )

প্রভু! তব পদযুগে মোর নিবেদন।
নাহি মাগি দেহ-সুখ, বিদ্যা, ধন, জন॥

নাহি মাগি স্বর্গ আর মোক্ষ নাহি মাগি।
না করি প্রার্থনা কোন বিভূতির লাগি' ॥
নিজ-কর্ম্ম-গুণ-দোষে যে যে জন্ম পাই।
জন্মে জন্মে যেন তব নাম-গুণ গাই ॥
এই মাত্র আশা মম তোমার চরণে।
অহৈতুকী ভক্তি হৃদে জাগে অনুক্ষণে ॥
বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছয়ে আমার।
সেই মত প্রীতি হউক চরণে তোমার ॥
বিপদে সম্পদে তাহা থাকুক সমভাবে।
দিনে দিনে বৃদ্ধি হউক নামের প্রভাবে ॥
পশুপক্ষী হয়ে থাকি স্বর্গে বা নিরয়ে।
তব ভক্তি রহু ভক্তিবিনোদ-হৃদয়ে ॥

[ ১৬ ]

তুমি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ব্রজেন্দ্রকুমার।
তোমার ইচ্ছায় বিশ্বে সৃজন সংহার ॥

তব ইচ্ছামত ব্রহ্মা করেন সৃজন।
তব ইচ্ছামত বিষ্ণু করেন পালন॥
তব ইচ্ছামত শিব করেন সংহার।
তব ইচ্ছামত মায়া সৃজে কারাগার॥
তব ইচ্ছামত জীবের জনম মরণ।
সমৃদ্ধি নিপাত দুঃখ সুখ সংঘটন॥
মিছে মায়াবদ্ধ জীব আশাপাশে ফিরে।
তব ইচ্ছা বিনা কিছু করিতে না পারে॥
তুমি ত' রক্ষক আর পালক আমার।
তোমার চরণ বিনা আশা নাহি আর॥
নিজ বল চেষ্টা প্রতি ভরসা ছাড়িয়া।
তোমার ইচ্ছায় আছি নির্ভর করিয়া॥
ভকতিবিনোদ অতি দীন অকিঞ্চন।
তোমার ইচ্ছায় তার জীবন মরণ॥

---

( ১৭ )

তুমি ত' মারিবে যারে, কে তারে রাখিতে পারে
তব ইচ্ছাবশ ত্রিভুবন।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ তব দাস অগণন
করে তব আজ্ঞার পালন॥
তব ইচ্ছা মতে যত গ্রহগণ অবিরত
শুভাশুভ ফল করে দান।
রোগ শোক মৃতি ভয় তব ইচ্ছা-মতে হয়
তব আজ্ঞা সদা বলবান্॥
তব ভয়ে বায়ু বয় চন্দ্র সূর্য্য সমুদয়
স্ব স্ব নিয়মিত কার্য্য করে।
তুমি ত' পরমেশ্বর পরব্রহ্ম পরাৎপর
তব বাস ভকত-অন্তরে॥
সদা শুদ্ধ সিদ্ধকাম ভকতবৎসল নাম
ভকত-জনের নিত্য-স্বামী।

তুমি ত' রাখিবে যারে কে তারে মারিতে পারে
সকল বিধির বিধি তুমি ॥
তোমার চরণে নাথ করিয়াছি প্রণিপাত
ভকতিবিনোদ তব দাস।
বিপদ হইতে স্বামী অবশ্য তাঁহারে তুমি
রক্ষিবে—তাহার এ বিশ্বাস ॥

[ ১৮ ]

হরি হে !
প্রপঞ্চে পড়িয়া অগতি হইয়া
না দেখি' উপায় আর।
অগতির গতি চরণে শরণ
তোমারে করিনু সার ॥
করম গেয়ান কিছু নাহি মোর
সাধন ভজন নাই।
তুমি কৃপাময় আমি ত' কাঙ্গাল
অহৈতুকী কৃপা চাই ॥

বাক্যমনোবেগ ক্রোধ-জিহ্বা-বেগ
উদর-উপস্থ-বেগ।
মিলিয়া এ সব সংসারে ভাসায়ে
দিতেছে পরমোদ্বেগ॥
অনেক যতনে সে সব দমনে
ছাড়িয়াছি আশা আমি।
অনাথের নাথ ডাকি তব নাম
এখন ভরসা তুমি॥

( ১৯ )

হরি হে!
অর্থের সঞ্চয়ে বিষয়-প্রয়াসে
আন কথা প্রজল্পনে।
আন অধিকার নিয়ম আগ্রহে
অসৎসঙ্গ-সংঘটনে॥
অস্থির সিদ্ধান্তে রহিনু মজিয়া
হরিভক্তি রৈল দূরে।

এ হৃদয়ে মাত্র পরহিংসা-মদ
প্রতিষ্ঠা, শঠতা স্ফুরে ॥
এ সব আগ্রহ ছাড়িতে নারিনু
আপন দোষেতে মরি।
জনম বিফল হইল আমার
এখন কি করি হরি ॥
আমি ত' পতিত পতিতপাবন
তোমার পবিত্র নাম ॥
সে সম্বন্ধ ধরি' তোমার চরণে
শরণ লইনু হাম ॥

( ২০ )

হরি হে !
ভজনে উৎসাহ ভক্তিতে বিশ্বাস
প্রেমলাভে ধৈর্য্য-ধন।
ভক্তি-অনুকূল কর্ম্ম-প্রবর্ত্তনে
অসৎসঙ্গ বিসর্জ্জন ॥

ভক্তি-সদাচার এই ছয় গুণ
নহিল আমার নাথ।
কেমনে ভজিব তোমার চরণ
ছাড়িয়া মায়ার সাথ॥
গর্হিত আচারে রহিলাম মজি
না করিনু সাধুসঙ্গ।
ল'য়ে সাধু-বেশ আনে উপদেশ
এ বড় মায়ার রঙ্গ॥
এ হেন দশায় অহৈতুকী কৃপা
তোমার পাইব হরি।
শ্রীগুরু-আশ্রয়ে ডাকিব তোমায়
কবে বা মিনতি করি'॥

[ ২১ ]

হরি হে!
দান প্রতিগ্রহ মিথো গুপ্ত কথা
ভক্ষণ, ভোজন-দান।

সঙ্গের লক্ষণ এই ছয় হয়
ইহাতে ভক্তির প্রাণ ॥
তত্ত্ব না বুঝিয়া জ্ঞানে বা অজ্ঞানে
অসতে এ সব করি'।
ভক্তি-হারাইনু সংসারী হইনু
সুদূরে রহিল হরি ॥
কৃষ্ণ-ভক্তজনে এ সঙ্গ লক্ষণে
আদর করিব যবে।
ভক্তি মহাদেবী আমার হৃদয়-
আসনে বসিবে তবে ॥
যোষিৎসঙ্গী জন কৃষ্ণাভক্ত আর
দুহুঁ সঙ্গ পরিহরি'।
তব ভক্তজন- সঙ্গ অনুক্ষণ
কবে বা হইবে হরি ॥

---

[ ২২ ]

হরি হে !

সঙ্গদোষশূন্য দীক্ষিতাদীক্ষিত
যদি তব নাম গায়।
মানসে আদর করিব তাঁহারে
জানি' নিজ জন তায়॥

দীক্ষিত হইয়া ভজে তুয়া পদ
তাঁহারে প্রণতি করি।
অনন্য ভজনে বিজ্ঞ যেই জন
তাঁহারে সেবিব হরি॥

সর্ব্বভূতে সম যে ভক্তের মতি
তাঁহার দর্শনে মানি।
আপনাকে ধন্য সে সঙ্গ পাইয়া
চরিতার্থ হইল জানি॥

নিষ্কপট-মতি বৈষ্ণবের প্রতি
এই ধর্ম্ম কবে পাব।

কবে এ সংসার- সিন্ধু পার হ'য়ে
তব ব্রজপুরে যাব ॥

[ ২৩ ]

হরি হে !
নীরধর্ম্মগত জাহ্নবী-সলিলে
পঙ্ক ফেন দৃষ্ট হয়।
তথাপি কখন ব্রহ্মদ্রবধর্ম্ম
সে সলিল না ছাড়য় ॥
বৈষ্ণব-শরীর অপ্রাকৃত সদা
স্বভাব বপুর ধর্ম্মে।
কভু নহে জড় তথাপি যে নিন্দে
পড়ে সে বিষমাধর্ম্মে ॥
সেই অপরাধে যমের যাতনা
পায় জীব অবিরত।
হে নন্দনন্দন সেই অপরাধে
যেন নাহি হই হত ॥

তোমার বৈষ্ণব বৈভব তোমার
আমারে করুন্ দয়া।
তবে মোর গতি হবে তব প্রতি
পাব তব পদছায়া॥

[ ২৪ ]

তুয়া ভক্তি-প্রতিকূল ধর্ম্ম যাতে রয়।
পরম যতনে তাহা ত্যজিব নিশ্চয়॥
তুয়া ভক্তি-বহির্ম্মুখ সঙ্গ না করিব।
গৌরাঙ্গবিরোধি-জন-মুখ না হেরিব॥
ভক্তি প্রতিকূল স্থানে না করি বসতি।
ভক্তির অপ্রিয় কার্য্যে নাহি করি রতি॥
ভক্তির বিরোধী গ্রন্থ পাঠ না করিব।
ভক্তির বিরোধী ব্যাখ্যা কভু না শুনিব॥
গৌরাঙ্গবর্জ্জিত স্থান তীর্থ নাহি মানি।
ভক্তির বাধক জ্ঞান-কর্ম্ম তুচ্ছ জানি॥

ভক্তির বাধক কালে না করি আদর।
ভক্তি-বহির্ম্মুখ নিজ জনে জানি পর॥
ভক্তির বাধিকা স্পৃহা করিব বর্জ্জন।
অভক্ত-প্রদত্ত অন্ন না করি গ্রহণ॥
যাহা কিছু ভক্তি-প্রতিকূল বলি' জানি।
ত্যজিব যতনে তাহা এ নিশ্চয় বাণী॥
ভকতিবিনোদ পড়ি' প্রভুর চরণে।
মাগয়ে শকতি প্রাতিকূল্যের বর্জ্জনে॥

[ ২৫ ]

তুয়া ভক্তি-অনুকূল যে যে কার্য্য হয়।
পরম যতনে তাহা করিব নিশ্চয়॥
ভক্তি-অনুকূল যত বিষয় সংসারে।
করিব তাহাতে রতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারে॥
শুনিব তোমার কথা যত্ন করিয়া।
দেখিব তোমার ধাম নয়ন ভরিয়া॥

তোমার প্রসাদে দেহ করিব পোষণ।
নৈবেদ্য তুলসী ঘ্রাণ করিব গ্রহণ॥
কর দ্বারে করিব তোমার সেবা সদা।
তোমার বসতিস্থলে বসিব সর্ব্বদা॥
তোমার সেবায় কাম নিয়োগ করিব।
তোমার বিদ্বেষি-জনে ক্রোধ দেখাইব॥
এইরূপে সর্ব্ববৃত্তি আর সর্ব্বভাব।
তুয়া অনুকূল হ'য়ে লভুক প্রভাব॥
তুয়া ভক্ত-অনুকূল যাহা যাহা করি।
তুয়া ভক্তি-অনুকূল বলি' তাহা ধরি॥

( ২৬ )

হরি হরি! কবে মোর হ'বে হেন দিন।
বিমল বৈষ্ণবে রতি উপজিবে
বাসনা হইবে ক্ষীণ॥

অন্তরে-বাহিরে সম ব্যবহার
অমানী মানদ হ'ব।
কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনে শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণে
সতত মজিয়া র'ব॥
এ দেহের ক্রিয়া অভ্যাসে করিব
জীবন যাপন লাগি'।
শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে অনুকূল যাহা
তাহে হব অনুরাগী॥
ভজনের যাহা প্রতিকূল তাহা
দৃঢ়ভাবে তেয়াগিব।
ভজিতে ভজিতে সময় আসিলে
এ দেহ ছাড়িয়া দিব॥
ভকতিবিনোদ এই আশা করি
বসিয়া গোদ্রুমবনে।
প্রভু-কৃপা লাগি ব্যাকুল অন্তরে
সদা কাঁদে সঙ্গোপনে॥

---

# নির্ব্বেদ-দৈন্যময়ী প্রার্থনা

( ১ )

হরি হরি ! বিফলে জনম গোঙাইনু ।
মনুষ্যজনম পাইয়া রাধাকৃষ্ণ না ভজিয়া
জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু ॥
গোলোকের প্রেমধন হরিনাম-সংকীর্ত্তন
রতি না জন্মিল কেনে তায় ।
সংসার-বিষানলে দিবানিশি হিয়া জ্বলে
জুড়াইতে না কৈনু উপায় ॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই শচীসুত হৈল সেই
বলরাম হইল নিতাই ।
দীনহীন যত ছিল হরিনামে উদ্ধারিল
তার সাক্ষী জগাই মাধাই ॥
হা হা প্রভু নন্দসুত বৃষভানুসুতাযুত
করুণা করহ এইবার ।

নরোত্তমদাস কয় না ঠেলিহ রাঙ্গা পায়
তোমা বিনে কে আছে আমার ॥

( ২ )

হরি হরি ! কি মোর করমগতি মন্দ ।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণপদ না ভজিনু তিল-আধ
না বুঝিনু রাগের সম্বন্ধ ॥

স্বরূপ, সনাতন, রূপ, রঘুনাথ, ভট্টযুগ,
ভূগর্ভ, শ্রীজীব, লোকনাথ ।
ইহা সবার পাদপদ্ম না সেবিনু তিল-আধ
আর কিসে পূরিবেক সাধ ॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজ রসিক ভকতমাঝ
যেঁহো কৈল চৈতন্যচরিত ।
গৌর-গোবিন্দ-লীলা শুনিতে গলয়ে শিলা
তাহাতে না হৈল মোর চিত ॥

সে সব ভকত সঙ্গ যে করিল তার সঙ্গ
তার সঙ্গে কেনে নহিল বাস ।

কি মোর দুঃখের কথা জনম গোঙানু বৃথা
ধিক্ ধিক্ নরোত্তম দাস ॥

[ ৩ ]

রাধাকৃষ্ণ ! নিবেদন এই জন করে ।
দোঁহে অতি রসময় সকরুণ-হৃদয়
অবধান কর নাথ মোরে ॥
হে কৃষ্ণ গোকুলচন্দ্র গোপীজন-বল্লভ
হে কৃষ্ণপ্রেয়সী-শিরোমণি ।
হেমগৌরী শ্যাম গায় শ্রবণে পরশ পায়
গুণ শুনি' জুড়ায় পরাণী ॥
অধম দুর্গতিজনে কেবল করুণা মনে
ত্রিভুবনে এ যশঃ-খেয়াতি ।
শুনিয়া সাধুর মুখে শরণ লইনু সুখে
উপেখিলে নাহি মোর গতি ॥

জয় রাধে, জয় কৃষ্ণ, জয়জয় রাধে কৃষ্ণ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয়জয় রাধে।
অঞ্জলি মস্তকে করি নরোত্তম ভূমে পড়ি
কহে দোঁহে পুরাও মনঃসাধে॥

[ ৪ ]

প্রাণেশ্বর! নিবেদন এইজন করে।
গোবিন্দ গোকুলচন্দ্র পরম আনন্দকন্দ
গোপীকুলপ্রিয় দেখ মোরে॥
তুয়া পাদপদ্মসেবা এই ধন মোরে দিবা
তুমি নাথ করুণার নিধি।
পরম মঙ্গল যশ শ্রবণে পরম রস
কার কিবা কার্য্য নহে সিদ্ধি॥
দারুণ সংসার গতি বিষম-বিষয়-মতি
তুয়া বিস্মরণ-শেল বুকে।
জরজর তনু মন অচেতন অনুক্ষণ
জীয়ন্তে মরণ ভেল দুঃখে॥

মো-হেন অধম জনে কর কৃপানিরীক্ষণে
দাস করি রাখ বৃন্দাবনে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নাম প্রভু মোর গৌরধাম
নরোত্তম লইল শরণে॥

( ৫ )

হরি হরি! কৃপা করি' রাখ নিজপদে।
কাম ক্রোধ ছয় জনে লঞা ফিরে নানাস্থানে
বিষয় ভুঞ্জায় নানামতে॥
হইয়া মায়ার দাস করি' নানা অভিলাষ
তোমার স্মরণ গেল দূরে।
অর্থলাভ এই আশে কপট-বৈষ্ণব-বেশে
ভ্রমিয়া বুলয়ে ঘরে ঘরে॥
অনেক দুঃখের পরে লয়েছিলে ব্রজপুরে
কৃপাডোর গলায় বান্ধিয়া।
দৈবমায়া বলাৎকারে খসাইয়া সেই ডোরে
ভবকূপে দিলেক ডারিয়া॥

পুনঃ যদি কৃপা করি' এ জনারে কেশে ধরি
টানিয়া তুলহ ব্রজধামে।
তবে সে দেখিয়ে ভাল নতুবা পরাণ গেল
কহে দীন দাস নরোত্তমে॥

( ৬ )

হরি হরি! বড় শেল মরমে রহিল।
পাইয়া দুর্ল্লভ তনু শ্রীকৃষ্ণ-ভজন বিনু
জন্ম মোর বিফল হইল॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন হরি নবদ্বীপে অবতরি
জগৎ ভরিয়া প্রেম দিল।
মুঞি সে পামরমতি বিশেষে কঠিন অতি
তেঁই মোরে করুণা নহিল॥
স্বরূপ, সনাতন, রূপ, রঘুনাথ ভট্টযুগ
তাহাতে না হৈল মোর মতি।
দিব্য চিন্তামণিধাম বৃন্দাবন হেন স্থান
সেই ধামে না কৈনু বসতি॥

বিশেষ বিষয়ে মতি নহিল বৈষ্ণবে রতি
নিরন্তর খেদ উঠে মনে।
নরোত্তমদাস কহে জীবার উচিৎ নহে
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-সেবা বিনে ॥

[ ৭ ]

হরি হরি! কি মোর করম অভাগ।
বিফলে জীবন গেল হৃদয়ে রহিল শেল
নাহি ভেল হরি-অনুরাগ ॥
যজ্ঞ, দান, তীর্থস্নান, পুণ্যকর্ম্ম, জপ, ধ্যান
অকারণে সব গেল মোহে।
বুঝিলাম মনে হেন উপহাস হয় যেন
বস্ত্রহীন অলঙ্কার দেহে ॥
সাধুমুখে কথামৃত শুনিয়া বিমল চিত
নাহি ভেল অপরাধ-কারণ।
সতত অসৎ-সঙ্গ সকলি হইল ভঙ্গ
কি করিব আইলে শমন ॥

শ্রুতি স্মৃতি সদা রবে শুনিয়াছি এই সবে
হরিপদ অভয় শরণ।
জনম লইয়া সুখে কৃষ্ণ না বলিনু মুখে
না করিনু সে-রূপ ভাবন॥
রাধাকৃষ্ণ দুঁহু-পায় তনু মন রহু তায়
আর দূরে যাউক বাসনা।
নরোত্তমদাসে কয় আর মোর নাহি ভয়
তনু-মন সঁপিনু আপনা॥

[ ৮ ]

হরি হে!
হেন দুষ্ট কর্ম্ম নাই যাহা আমি করি নাই
সহস্র সহস্রবার হরি।
সেই সব কর্ম্মফল পেয়ে অবসর-বল
আমায় পিশিছে যন্ত্রোপরি॥
গতি নাহি দেখি আর কাঁদি হরি অনিবার
তোমার অগ্রেতে এবে আমি।

যা' তোমার হয় মনে দণ্ড দেও অকিঞ্চনে
তুমি মোর দণ্ডধর স্বামী ॥
ক্লেশভোগ ভাগ্যে যত ভোগ মোর হউক তত
কিন্তু এক মম নিবেদন !
যে যে দশা ভোগী আমি, আমাকে না ছাড় স্বামী
ভকতিবিনোদের প্রাণধন ॥

[ ৯ ]

দুর্ল্লভ মানব-জন্ম লভিয়া সংসারে ।
কৃষ্ণ না ভজিনু—দুঃখ কহিব কাহারে ॥
'সংসার' 'সংসার' ক'রে মিছে গেল কাল ।
লাভ না হইল কিছু ঘটিল জঞ্জাল ॥
কিসের সংসার এই ছায়াবাজী প্রায় ।
ইহাতে মমতা করি' বৃথা দিন যায় ॥
এ দেহ পতন হ'লে কি র'বে আমার ।
কেহ সুখ নাহি দিবে পুত্র-পরিবার ॥

গর্দ্দভের মত আমি করি পরিশ্রম।
কা'র লাগি এত করি না ঘুচিল ভ্রম॥

দিন যায় মিছা-কাজে, নিশা নিদ্রাবশে।
নাহি ভাবি মরণ নিকটে আছে ব'সে॥

ভাল মন্দ খাই, হেরি, পরি, চিন্তাহীন।
নাহি ভাবি, এ দেহ ছাড়িব কোন্ দিন॥
দেহ-গেহ-কলত্রাদি চিন্তা অবিরত।
জাগিছে হৃদয়ে মোর বুদ্ধি করি' হত॥

হায় হায় নাহি ভাবি,—অনিত্য এ সব।
জীবন বিগতে কোথা রহিবে বৈভব॥

শ্মশানে শরীর মম পড়িয়া রহিবে।
বিহঙ্গ পতঙ্গ তায় বিহার করিবে॥

কুক্কুর শৃগাল সব আনন্দিত হ'য়ে।
মহোৎসব করিবে আমার দেহ ল'য়ে॥
যে দেহের এই গতি, তার অনুগত।
সংসার-বৈভব আর বন্ধু-জন যত॥

অতএব মায়া মোহ ছাড়ি' বুদ্ধিমান।
নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান॥

[ ১১ ]

ওরে মন, ভাল নাহি লাগে এ সংসার।
জনম মরণ জরা যে সংসারে আছে ভরা
তাহে কিবা আছে বল সার॥
ধন-জন-পরিবার কেহ নহে কভু কা'র
কালে মিত্র, অকালে অপর।
যাহা রাখিবারে চাই তাহা নাহি থাকে ভাই
অনিত্য সমস্ত বিনশ্বর॥
আয়ু অতি অল্পদিন ক্রমে তাহা হয় ক্ষীণ
শমনের নিকট দর্শন।
রোগ শোক অনিবার চিত্ত করে ছারখার
বান্ধব-বিয়োগ দুর্ঘটন॥
ভাল ক'রে দেখ ভাই অমিশ্র আনন্দ নাই
যে আছে সে দুঃখের কারণ।

সে সুখের তরে তবে কেন মায়া-দাস হ'বে
হারাইবে পরমার্থ-ধন ॥
ইতিহাস আলোচনে ভেবে দেখ নিজ মনে
কত আসুরিক দুরাশয়।
ইন্দ্রিয় তর্পণ সার করি' কত দুরাচার
শেষে লভে মরণ নিশ্চয় ॥
মরণ-সময় তা'রা উপায় হইয়া হারা
অনুতাপ-অনলে জ্বলিল।
কুক্কুরাদি পশুপ্রায় জীবন কাটায় হায়
পরমার্থ কভু না চিন্তিল ॥
এমন বিষয়ে মন কেন থাক অচেতন
ছাড় ছাড় বিষয়ের আশা।
শ্রীগুরু-চরণাশ্রয়, কর সবে ভবজয়
এ দাসের সেই ত ভরসা ॥

---

[ ১২ ]

ভবার্ণবে পড়ে মোর আকুল পরাণ।
কিসে কূল পা'ব তা'র না পাই সন্ধান॥
না আছে করম-বল, নাহি জ্ঞানবল।
যাগ-যোগ-তপোধর্ম্ম—না আছে সম্বল॥
নিতান্ত দুর্ব্বল আমি না জানি সাঁতার।
এ বিপদে কে আমারে করিবে উদ্ধার॥
বিষয়-কুম্ভীর তাহে ভীষণ-দংশন।
কামের তরঙ্গ সদা করে উত্তেজন॥
প্রাক্তন-বায়ুর বেগ সহিতে না পারি।
কাঁদিয়া অস্থির মন, না দেখি কাণ্ডারী॥
ওগো শ্রীজাহ্নবা-দেবী! এ দাসে করুণা।
কর আজি নিজগুণে ঘুচাও যন্ত্রণা॥
তোমার চরণ-তরী করিয়া আশ্রয়।
ভবার্ণব পার হ'ব ক'রেছি নিশ্চয়॥

তুমি নিত্যানন্দশক্তি, কৃষ্ণভক্তি-গুরু।
এ দাসে করহ দান পদ-কল্পতরু॥
কত কত পামরের ক'রেছ উদ্ধার।
তোমার চরণে আজ এ কাঙ্গাল ছার॥

[ ১৩ ]

আমার সমান হীন নাহি এ সংসারে।
অস্থির হ'য়েছি পড়ি' ভব পারাবারে॥
কুলদেবী যোগমায়া মোরে কৃপা করি।
আবরণ সম্বরিবে কবে বিশ্বোদরী॥
শুনেছি আগমে বেদে মহিমা তোমার।
শ্রীকৃষ্ণবিমুখে বাঁধি' করাও সংসার॥
শ্রীকৃষ্ণসাম্মুখ্য যা'র ভাগ্যক্রমে হয়।
তারে মুক্তি দিয়া কর অশোক অভয়॥
এদাসে জননি! করি' অকৈতব দয়া।
বৃন্দাবনে দেহ স্থান, তুমি যোগমায়া॥

তোমাকে লঙ্ঘিয়া কোথা জীবে কৃষ্ণ পায়।
কৃষ্ণ রাস প্রকটিল তোমার কৃপায়॥

তুমি কৃষ্ণ-অনুচরী জগৎ-জননী।
তুমি দেখাইলে মোরে কৃষ্ণচিন্তামণি॥

নিষ্কপট হ'য়ে মাতা চাও মোর পানে।
বৈষ্ণবে বিশ্বাসবুদ্ধি হ'ক প্রতিক্ষণে॥

বৈষ্ণব চরণ বিনা ভব-পারাবার।
ভকতিবিনোদ নারে হইবারে পার॥

[ ১৪ ]

শ্রীরাধাকৃষ্ণপদকমলে মন।
কেমনে লভিবে চরম শরণ॥
চিরদিন করিয়া ও' চরণ-আশ।
আছে হে বসিয়া এ অধম দাস॥
হে রাধে, হে কৃষ্ণচন্দ্র ভক্তপ্রাণ।
পামরে যুগল-ভক্তি কর দান॥

ভক্তিহীন বলি' না কর উপেক্ষা।
মূর্খজনে দেহ জ্ঞান-সুশিক্ষা॥
বিষয়-পিপাসা-প্রপীড়িত দাসে।
দেহি অধিকার যুগল-বিলাসে॥

চঞ্চল জীবন- স্রোত প্রবাহিয়া
কালের সাগরে ধায়।
গেল যে দিবস না আসিবে আর
এবে কৃষ্ণ কি উপায়॥

তুমি পতিতজনের বন্ধু।
জানিহে তোমারে নাথ,
তুমি ত করুণাজলসিন্ধু॥

আমি ভাগ্যহীন অতি অর্ব্বাচীন
না জানি ভকতিলেশ।
নিজগুণে নাথ কর আত্মসাৎ
ঘুচাইয়া ভব-ক্লেশ॥

সিদ্ধ দেহ দিয়া বৃন্দাবন মাঝে
সেবামৃত কর দান।
পিয়াইয়া প্রেম মত্ত করি মোরে
শুন নিজ গুণগান ॥
যুগল সেবায় শ্রীরাসমণ্ডলে
নিযুক্ত কর আমায়।
ললিতা সখীর অযোগ্যা কিঙ্করী
বিনোদ ধরিছে পায় ॥

( ৫ )

গোপীনাথ, মম নিবেদন শুন।
বিষয়ী দুর্জ্জন সদা কামরত
কিছু নাহি মোর গুণ ॥
গোপীনাথ, আমার ভরসা তুমি।
তোমার চরণে লইনু শরণ
তোমার কিঙ্কর আমি ॥

গোপীনাথ, কেমনে শোধিবে মোরে।
না জানি ভকতি কর্ম্মে জড়মতি
পড়েছি সংসার ঘোরে॥
গোপীনাথ, সকলি তোমার মায়া।
নাহি মম বল জ্ঞান সুনির্ম্মল
স্বাধীন নহে এ কায়া॥
গোপীনাথ, নিয়ত চরণে স্থান।
মাগে এ পামর কাঁদিয়া কাঁদিয়া
করহে করুণা দান॥
গোপীনাথ, তুমি ত সকলি জান।
দুর্জ্জনে তারিতে তোমার শকতি
কে আছে পাপীর আর॥
গোপীনাথ, তুমি কৃপা-পারাবার।
জীবের কারণে আসিয়া প্রপঞ্চে
লীলা কৈলে সুবিস্তার॥

গোপীনাথ, আমি কি দোষে দোষী।
অসুর সকল পাইল চরণ
বিনোদ থাকিল বসি'॥

( ১৬ )

গোপীনাথ, ঘুচাও সংসার জ্বালা।
অবিদ্যা যাতনা আর নাহি সহে
জনম-মরণ-মালা॥

গোপীনাথ, আমি ত কামের দাস।
বিষয়-বাসনা জাগিছে হৃদয়ে
ফাঁদিছে করম ফাঁস॥

গোপীনাথ, কবে বা জাগিব আমি।
কামরূপ অরি দূরে তেয়াগিব
হৃদয়ে স্ফুরিবে তুমি॥

গোপীনাথ, আমি ত' তোমার জন।
তোমারে ছাড়িয়া সংসার ভজিনু
ভুলিয়া আপন ধন॥

গোপীনাথ, তুমি ত' সকলি জান।
আপনার জনে দণ্ডিয়া এখন
শ্রীচরণে দেহ স্থান॥

গোপীনাথ, এই কি বিচার তব।
বিমুখ দেখিয়া ছাড় নিজ জনে
না কর করুণা-লব॥

গোপীনাথ, আমি ত' মূরখ অতি।
কিসে ভাল হয় কভু না বুঝিনু
তাই হেন মম গতি॥

গোপীনাথ, তুমি ত' পণ্ডিতবর।
মূঢ়ের মঙ্গল তুমি অন্বেষিবে
এ দাসে না ভাব পর॥

( ১৭ )

গোপীনাথ, আমার উপায় নাই।
তুমি কৃপা করি' আমারে লইলে
সংসারে উদ্ধার পাই॥

গোপীনাথ, প'ড়েছি মায়ার ফেরে।
ধন, দারা, সুত, ঘিরেছে আমারে
কামেতে রেখেছে জেরে॥
গোপীনাথ, মন যে পাগল মোর।
না মানে শাসন সদা অচেতন
বিষয়ে রয়েছে ঘোর॥
গোপীনাথ, হার যে মেনেছি আমি।
অনেক যতন হইল বিফল
এখন ভরসা তুমি॥
গোপীনাথ, কেমনে হইবে গতি।
প্রবল ইন্দ্রিয়- বশীভূত মন
না ছাড়ে বিষয়-রতি॥
গোপীনাথ, হৃদয়ে বসিয়া মোর।
মনকে শমিয়া লহ নিজ পানে
ঘুচিবে বিপদ ঘোর॥

গোপীনাথ, অনাথ দেখিয়া মোরে।
তুমি হৃষিকেশ হৃষীক দমিয়া
তার হে সংসৃতি-ঘোরে॥
গোপীনাথ, গলায় লেগেছে ফাঁস।
কৃপা-অসি ধরি' বন্ধন ছেদিয়া
বিনোদে করহ দাস॥

[ ১৮ ]

তুমি ত' দয়ার সিন্ধু অধমজনার বন্ধু
মোরে প্রভু কর অবধান।
পড়িনু অসৎ-ভোলে কাম-তিমিঙ্গিলে গিলে
ওহে নাথ, কর পরিত্রাণ॥
যাবৎ জনম মোর অপরাধে হৈনু ভোর
নিষ্কপটে না ভজিনু তোমা।
তথাপিও তুমি গতি, না ছাড়িহ প্রাণপতি
মোর সম নাহিক অধমা॥

'পতিতপাবন' নাম ঘোষণা তোমার
উপেখিলে নাহি মোর গতি।
যদি হঙ অপরাধী তথাপিহ তুমি গতি
সত্য সত্য যেন সতীর পতি॥
তুমি ত পরম দেবা নাহি মোরে উপেখিবা
শুন শুন প্রাণের ঈশ্বর।
যদি করোঁ অপরাধ তথাপিহ তুমি নাথ
সেবা দিয়া কর অনুচর॥
কামে মোর হত চিত নাহি জানে নিজ হিত
মনের না ঘুচে দুর্ব্বাসনা।
মোরে নাথ অঙ্গীকুরু তুমি বাঞ্ছাকল্পতরু
করুণা দেখুক সর্ব্বজনা॥
মো-সম পতিত নাই ত্রিভুবনে দেখ চাই
'নরোত্তম-পাবন' নাম ধর।
ঘুষুক সংসারে নাম 'পতিত উদ্ধার' শ্যাম
নিজ-দাস কর গিরিধর॥

নরোত্তম বড় দুঃখী নাথ ! মোরে কর সুখী
তোমার ভজন-সঙ্কীর্ত্তনে ॥
অন্তরায় নাহি যায় এই সে পরম ভয়
নিবেদন করি অনুক্ষণে ॥

[ ১৯ ]

মানস দেহ গেহ যো কিছু মোর।
অর্পিলুঁ তুয়া পদে নন্দ-কিশোর ॥
সম্পদে বিপদে জীবনে মরণে।
দায় মম গেলা তুয়া ও পদ বরণে ॥
মারবি রাখবি যো ইচ্ছা তোহারা।
নিত্য-দাস প্রতি তুয়া অধিকারা ॥
জন্মাওবি মোয়ে ইচ্ছা যদি তোর।
ভক্তগৃহে জনি জন্ম হউ মোর ॥
কীট জন্ম হউ যথা তুয়া দাস।
বহির্ম্মুখ ব্রহ্ম জন্মে নাহি আশ ॥

ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা-বিহীন যে ভক্ত।
লভইতে তাঁক সঙ্গ অনুরক্ত॥
জনক জননী দয়িত তনয়।
প্রভু গুরু পতি তুহুঁ সর্ব্বময়॥
ভকতিবিনোদ কহে শুন কান।
রাধানাথ তুহুঁ হামার পরাণ॥

[ ২০ ]

এখন বুঝিনু প্রভু তোমার চরণ।
অশোক-অভয়ামৃত পূর্ণ সর্ব্বক্ষণ॥
সকল ছাড়িয়া তুয়া চরণ কমলে।
পড়িয়াছি আমি নাথ তব পদতলে॥
তব পাদপদ্ম নাথ রক্ষিবে আমারে।
আর রক্ষাকর্ত্তা নাহি এ ভব সংসারে॥
আমি তব নিত্যদাস জানিনু এবার।
আমার পালন-ভার এখন তোমার॥

বড় দুঃখ পাইয়াছি স্বতন্ত্র জীবনে।
সব দুঃখ দূরে গেল ওপদ বরণে॥
যে পদ লাগিয়া রমা তপস্যা করিল।
যে পদ পাইয়া শিব 'শিবত্ব' লভিল॥
যে পদ লভিয়া ব্রহ্মা কৃতার্থ হইল।
যে পদ নারদ মুনি হৃদয়ে ধরিল॥
সেই সে অভয়পদ শিরেতে ধরিয়া।
পরম আনন্দে নাচি পদগুণ গাইয়া॥
সংসার বিপদ হ'তে অবশ্য উদ্ধার।
ভকতিবিনোদে পদ করিবে তোমার॥

( ২১ )

আত্মনিবেদন তুয়া পদে করি
হইনু পরম সুখী।
দুঃখ দূরে গেল চিন্তা না রহিল
চৌদিকে আনন্দ দেখি॥

অশোক অভয়- অমৃত-আধার
তোমার চরণদ্বয়।
তাহাতে এখন বিশ্রাম লভিয়া
ছাড়িনু ভবের ভয়॥
তোমার সংসারে করিব সেবন
নহিব ফলের ভোগী।
তব সুখ যাহে করিব যতন
হ'য়ে পদে অনুরাগী॥
তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত
সেও ত' পরম সুখ।
সেবা-সুখ-দুঃখ পরম সম্পদ
নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ॥
পূর্ব্ব ইতিহাস ভুলিনু সকল
সেবা-সুখ পেয়ে মনে।
আমি ত' তোমার তুমি ত' আমার
কি কাজ অপর ধনে॥

ভকতিবিনোদ আনন্দে ডুবিয়া
তোমার সেবার তরে।
সব চেষ্টা করে তব ইচ্ছা মত
থাকিয়া তোমার ঘরে॥

## স্বাভীষ্ট-লালসা

[ ১ ]

কবে মোর শুভদিন হইবে উদয়।
বৃন্দাবন-ধাম মম হইবে আশ্রয়॥

ঘুচিবে সংসার-জ্বালা বিষয়-বাসনা।
বৈষ্ণব-সংসর্গে মোর পূরিবে কামনা॥

ধূলায় ধূসর হ'য়ে হরি-সংকীর্ত্তনে।
মত্ত হ'য়ে পড়ে র'ব বৈষ্ণব-চরণে॥

কবে শ্রীযমুনাতীরে কদম্ব-কাননে।
হেরিব যুগলরূপ হৃদয়-নয়নে॥

কবে সখী কৃপা করি' যুগল-সেবায়।
নিযুক্ত করিবে মোরে রাখি' নিজ পায়॥
কবে বা যুগললীলা করি' দরশন।
প্রেমানন্দভরে আমি হব অচেতন॥
কতক্ষণ অচেতন পড়িয়া রহিব।
আপন শরীর আমি কবে পাশরিব॥
উঠিয়া স্মরিব পুনঃ অচেতন-কালে।
যা দেখিনু কৃষ্ণলীলা ভাসি' আঁখিজলে॥
কাকুতি মিনতি করি' বৈষ্ণবসদনে।
বলিব ভকতি-বিন্দু দেহ এ দুর্জ্জনে॥
শ্রীঅনঙ্গ-মঞ্জরীর চরণশরণ।
এ ভক্তিবিনোদ আশা করে অনুক্ষণ॥

( ২ )

শ্রীরূপমঞ্জরী-পদ, সেই মোর সম্পদ,
সেই মোর ভজন-পূজন।

সেই মোর প্রাণধন, সেই মোর আভরণ,
সেই মোর জীবনের জীবন ॥
সেই মোর রসনিধি, সেই মোর বাঞ্ছাসিদ্ধি,
সেই মোর বেদের ধরম।
সেই ব্রত, সেই তপ, সেই মোর মন্ত্রজপ,
সেই মোর ধরম করম ॥
অনুকূল হবে বিধি, সে-পদে হইবে সিদ্ধি,
নিরখিব এ দুই নয়নে।
সে রূপ-মাধুরীরাশি, প্রাণ-কুবলয়-শশী,
প্রফুল্লিত হবে নিশিদিনে ॥
তুয়া-অদর্শন-অহি, গরলে জারল দেহি,
চিরদিন তাপিত জীবন।
হা হা প্রভু কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া,
নরোত্তম লইল শরণ ॥

( ৩ )

কবে কৃষ্ণধন পাব হিয়ার মাঝারে থোব
জুড়াইব তাপিত-পরাণ।
সাজাইয়া দিব হিয়া, বসাইব প্রাণপ্রিয়া
নিরখিব সে চন্দ্রবয়ান॥

হে সজনি, কবে মোর হইবে সুদিন।
সে প্রাণনাথের সঙ্গে কবে বা ফিরিব রঙ্গে
সুখময় যমুনাপুলিন॥

ললিতা বিশাখা লঞা তাঁহারে ভেটিব গিয়া
সাজাইয়া নানা উপহার।
সদয় হইয়া বিধি মিলাইবে গুণনিধি
হেন ভাগ্য হইবে আমার॥

দারুণ বিধির নাট ভাঙ্গিল প্রেমের হাট
তিলমাত্র না রাখিল তার।
কহে নরোত্তমদাস কি মোর জীবনে আশ
ছাড়ি' গেল ব্রজেন্দ্রকুমার॥

( ৪ )

এইবার পাইলে দেখা চরণ দু'খানি।
হিয়ার মাঝারে রাখি' জুড়াব পরাণী॥
তাঁ'রে না দেখিয়া মোর মনে বড় তাপ।
অনলে পশিব কিংবা জলে দিব ঝাঁপ॥
মুখের মুছাব ঘাম খাওয়াব পান গুয়া।
ঘামেতে বাতাস দিব চন্দনাদি চুয়া॥
বৃন্দাবনের ফুলের গাঁথিয়া দিব হার।
বিনাইয়া বান্ধিব চূড়া কুন্তলের ভার॥
কপালে তিলক দিব চন্দনের চাঁদ।
নরোত্তমদাস কহে পিরীতের ফাঁদ॥

( ৫ )

বৃন্দাবন রম্যস্থান দিব্য চিন্তামণিধাম
রতন-মন্দির মনোহর।
আবৃত কালিন্দী-নীরে রাজহংস কেলি করে
তাহে শোভে কনক-কমল॥

তার মধ্যে হেমপীঠ অষ্টদলে বেষ্টিত
অষ্টদলে প্রধানা নায়িকা।
তার মধ্যে রত্নাসনে বসি আছেন দুইজনে
শ্যাম-সঙ্গে সুন্দরী রাধিকা॥
ওরূপ-লাবণ্যরাশি অমিয় পড়েছে খসি
হাস্য পরিহাস সম্ভাষণে।
নরোত্তমদাস কয় নিত্যলীলা সুখময়
সদাই স্ফুরুক মোর মনে॥

[ ৬ ]

রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল-কিশোর।
জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর॥
কালিন্দীর কূলে কেলি-কদম্বের বন।
রতন বেদীর উপর বসাব দুজন॥
শ্যামগৌরী অঙ্গে দিব (চুয়া) চন্দনের গন্ধ।
চামর ঢুলাব কবে হেরিব মুখচন্দ্র॥

গাঁথিয়া মালতীর মালা দিব দোঁহার গলে।
অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর তাম্বুলে॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দ।
আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস।
সেবা অভিলাষ করে নরোত্তমদাস॥

[ ৭ ]

হরি হরি! হেন দিন হইবে আমার।
দুহুঁ অঙ্গ পরশিব দুহুঁ অঙ্গ নিরখিব
সেবন করিব দোঁহাকার॥
ললিতা-বিশাখা-সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে
মালা গাঁথি' দিব নানা ফুলে।
কনকসম্পুট করি' কর্পূর তাম্বুল পুরি'
যোগাইব অধরযুগলে॥
রাধাকৃষ্ণ, বৃন্দাবন এই মোর প্রাণধন
এই মোর জীবন-উপায়।

জয় পতিতপাবন দেহ মোর এই ধন
তোমা বিনে অন্য নাহি ভায় ॥
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু অধম জনার বন্ধু
লোকনাথ লোকের জীবন।
হা হা প্রভু! কর দয়া দেহ মোরে পদছায়া
নরোত্তম লইল শরণ ॥

( ৮ )

হরি হরি, কবে হেন দশা হবে মোর।
সেবিব দোঁহার পদ আনন্দে বিভোর ॥
ভ্রমর হইয়া সদা রহিব চরণে।
শ্রীচরণামৃত সদা করিব আস্বাদনে ॥
এই আশা করি আমি—যত সখীগণ।
তোমাদের কৃপায় হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥
বহুদিন বাঞ্ছা' করি, পূর্ণ যাতে হয়।
সবে মিলি দয়া কর হইয়া সদয় ॥

সেবা-আশে নরোত্তম কান্দে দিবানিশি।
কৃপা করি' কর মোরে অনুগত দাসী॥

[ ৯ ]

হরি হরি! আর কি এমন দশা হব।
কবে বৃষভানুপুরে আহিরী গোপের ঘরে
তনয়া হইয়া জনমিব॥

যাবটে আমার কবে এ পাণি-গ্রহণ হবে
বসতি করিব কবে তায়।
সখীর পরম শ্রেষ্ঠ যে তাঁহার হয় প্রেষ্ঠ
সেবন করিব তাঁর পায়॥

তেঁহ কৃপাবান্ হৈয়া রাতুল চরণে লঞা
আমারে করিবে সমর্পণ।
সফল হইবে দশা পূরিবে মনের আশা
সে দুঁহার যুগল-চরণ॥

বৃন্দাবনে দুইজন চতুর্দ্দিকে সখীগণ
সেবন করিব অবশেষে।

সখীগণ চারিভিতে নানা যন্ত্র লৈঞা হাতে
দেখিব মনের অভিলাষে ॥
দুঁহু চাঁদমুখ দেখি' জুড়াবে তাপিত আঁখি
নয়নে বহিবে অশ্রুধার।
বৃন্দার নির্দেশ পাব দোঁহার নিকটে যাব
হেন দিন হইবে আমার ॥
শ্রীরূপমঞ্জরী সখী মোরে অনাথিনী দেখি
রাখিবে রাতুল দুটি পা'য়।
নরোত্তমদাস ভনে প্রিয়নর্ম্মসখীগণে
কবে দাসী করিবে আমায় ॥

[ ১০ ]

হরি হরি! আর কবে পালটিবে দশা।
এ সব করিয়া বামে যাব বৃন্দাবনধামে
এই মনে করিয়াছি আশা ॥
ধন, জন, পুত্র, দারে, এ সব করিয়া দূরে
একান্ত হইয়া কবে যাব।

সব দুঃখ পরিহরি বৃন্দাবনে বাস করি
মাধুকরী মাগিয়া খাইব ॥
যমুনার জল যেন অমৃত সমান হেন
কবে পিব উদর পূরিয়া।
কবে রাধাকুণ্ডজলে স্নান করি' কুতুহলে
শ্যামকুণ্ডে রহিব পড়িয়া ॥
ভ্রমিব দ্বাদশ বনে রসকেলি যে যে স্থানে
প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিয়া।
শুধাইব জনে জনে ব্রজবাসিগণস্থানে
নিবেদিব চরণ ধরিয়া ॥
ভজনের স্থান কবে নয়নগোচর হবে
আর যত আছে উপবন।
তার মধ্যে বৃন্দাবন নরোত্তমদাসের মন
আশা করে যুগল চরণ ॥

---

( ১১ )

হরি হরি ! আর কি এমন দশা হব।
এ ভব সংসার ত্যজি পরম আনন্দে মজি
আর কবে ব্রজভূমে যাব ॥
সুখময় বৃন্দাবন কবে হবে দরশন
সে-ধূলি লাগিবে কবে গায়।
প্রেমে গদগদ হৈঞা রাধাকৃষ্ণ নাম লৈয়া
কান্দিয়া বেড়াব উভরায় ॥
নিভৃতে নিকুঞ্জে যাঞা অষ্টাঙ্গে প্রণাম হৈয়া
ডাকিব 'হা রাধানাথ' বলি।
কবে যমুনার তীরে পরশ করিব নীরে
কবে পিব করপুটে তুলি ॥
আর কবে এমন হব শ্রীরাসমণ্ডলে যাব
কবে গড়াগড়ি দিব তায়।
বংশীবট-ছায়া পাঞা পরম আনন্দ হঞা
পড়িয়া রহিব তার ছায় ॥

কবে গোবর্দ্ধন গিরি দেখিব নয়ন ভরি'
কবে হবে রাধাকুণ্ডে বাস।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কবে এ দেহ পতন হবে
কহে দীন নরোত্তমদাস॥

[ ১২ ]

হরি হরি! কবে হব বৃন্দাবনবাসী।
নিরখিব নয়নে যুগল-রূপরাশি॥
ত্যজিয়া শয়ন-সুখ বিচিত্র পালঙ্ক।
কবে ব্রজের ধূলায় ধূসর হবে অঙ্গ॥
ষড়রস-ভোজন দূরে পরিহরি।
কবে ব্রজে মাগিয়া খাইব মাধুকরী॥
পরিক্রমা করিয়া বেড়াব বনে বনে।
বিশ্রাম করিব যাই' যমুনাপুলিনে॥
তাপ দূর করিব শীতল বংশীবটে।
(কবে) কুঞ্জে বৈঠব হাম বৈষ্ণব-নিকটে॥

নরোত্তমদাস কহে করি' পরিহার।
কবে বা এমন দশা হইবে আমার॥

[ ১৩ ]

আর কি এমন দশা হব।
সব ছাড়ি' বৃন্দাবনে যাব॥
আর কবে শ্রীরাসমণ্ডলে।
গড়াগড়ি দিব কুতূহলে॥
আর কবে গোবর্দ্ধন গিরি।
দেখিব নয়নযুগ ভরি॥
শ্যামকুণ্ডে রাধাকুণ্ডে স্নান।
করি কবে জুড়াব পরাণ॥
আর কবে যমুনার জলে।
মজ্জন হইব নিরমলে॥
সাধুসঙ্গে বৃন্দাবনে বাস।
নরোত্তমদাস করে আশ॥

[ ১৪ ]

রাধাকুণ্ডতটকুঞ্জকুটীর।
গোবর্দ্ধনপর্ব্বত যামুনতীর॥
কুসুমসরোবর মানসগঙ্গা।
কলিন্দনন্দিনী বিপুলতরঙ্গা॥
বংশীবট গোকুল ধীরসমীর।
বৃন্দাবনতরু-লতিকাকনীর॥
খগমৃগকুল মলয় বাতাস।
ময়ুর ভ্রমর মুরলী বিলাস॥
বেণু শৃঙ্গ পদচিহ্ন মেঘমালা।
বসন্ত শশাঙ্ক শঙ্খ করতালা॥
যুগলবিলাসে অনুকূল জানি।
লীলা-বিলাস উদ্দীপক মানি॥
এ সব ছোড়ত কাঁহা নাহি যাঁউ।
এ সব ছোড়ত পরাণ হারাউ॥
ভকতিবিনোদ কহে শুন কান।
তুয়া উদ্দীপক হামারা পরাণ॥

[ ১৫ ]

চিন্তামণিময় রাধাকুণ্ড-তট
তাহে কুঞ্জ শত শত।
প্রবাল-বিদ্রুম- ময় তরুলতা
মুক্তাফলে অবনত॥
স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ মনোহর
তাহাতে কুটির শোভে।
বসিয়া তথায় গা'ব কৃষ্ণ নাম
কবে কৃষ্ণদাস্য লোভে।
এমন সময় মুরলীর গান
পশিবে এ দাসী-কাণে।
আনন্দে মাতিব সকল ভুলিব
শ্রীকৃষ্ণ-বংশীর গানে॥
রাধে রাধে বলি' মুরলী ডাকিবে
মদীয় ঈশ্বরী নাম।
শুনিয়া চমকী উঠিবে এ দাসী
কেমন করিবে প্রাণ॥

[ ১৬ ]

হরি ব'লব আর মদনমোহন হেরিব গো।
এইরূপেতে ব্রজের পথে চলিব গো॥
যা'ব গো ব্রজেন্দ্রপুর, হ'ব গোপী-পায়ের নূপুর
নূপুর হ'য়ে রুণুঝুনু বাজিব গো।
রাধাকৃষ্ণের রূপমাধুরী দেখিব দু'নয়ন ভরি,'
নিকুঞ্জের দ্বারের দ্বারী রহিব গো॥
বিপিনে বিনোদ খেলা, সঙ্গেতে রাখালের মেলা
তাঁ'দের চরণের ধূলা মাখিব গো।
ব্রজবাসী তোমরা সবে, এ অভিলাষ পুরাও এবে,
আর কবে কৃষ্ণের বাঁশী শুনিব গো॥
এ দেহ অন্তিমকালে, রাখব শ্রীযমুনার জলে,
জয় রাধে গোবিন্দ ব'লে ভাসিব গো।
কহে নরোত্তমদাস, না পুরিল অভিলাষ,
আর কবে ব্রজে বাস করিব গো॥

## শ্রীকৃষ্ণভজন-নিষ্ঠা

ভজহু রে মন শ্রীনন্দনন্দন
অভয়-চরণারবিন্দ রে।
দুর্ল্লভ মানব জনম সৎসঙ্গে
তরহ এ ভব-সিন্ধু রে॥
শীত আতপ বাত বরিষণ
এ দিন যামিনী জাগি' রে।
বিফলে সেবিনু কৃপণ দুরজন
চপল সুখলব লাগি' রে॥
এ ধন যৌবন পুত্র পরিজন
ইথে কি আছে পরতীতি রে।
কমল-দল-জল জীবন টলমল
ভজহুঁ হরিপদ নিতি রে॥
শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ বন্দন
পাদসেবন দাস্য রে।
পূজন সখীজন আত্ম-নিবেদন
গোবিন্দদাস অভিলাষ রে॥

[ ২ ]

তাতল সৈকতে, বারিবিন্দুসম
সুত-মিত-রমণী-সমাজে।
তোহে বিসরি' মন তাহে সমর্পিলুঁ
অব্ মুঝে হব কোন্ কাজে॥

মাধব, হাম পরিণাম নিরাশা।
তুহুঁ জগতারণ, দীন দয়াময়,
অতয়ে তোহারি বিশোয়াসা॥

আধ জনম হাম নিদে গোঙাওলুঁ,
জরা শিশু কতদিন গেলা।
নিধুবনে রমণী-রঙ্গরসে মাতলুঁ,
তোহে ভজব কোন্ বেলা॥

কত চতুরানন, মরি মরি যাওত,
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি' পুন তোহে সামাওত,
সাগর-লহরী-সমানা॥

ভণয়ে বিদ্যাপতি শেষ শমন-ভয়,
তুয়া বিনা গতি নাহি আর।
আদি অনাদিক, নাথ কহাওসি,
অব্ তারণভার তোহারা॥

[ ৩ ]

মনরে! ধনমদ নিতান্ত অসার।
ধন জন বিত্ত যত এ দেহের অনুগত
দেহ গেলে সে সকল ছার॥
বিদ্যার যতেক চেষ্টা চিকিৎসক উপদেষ্টা
কেহ দেহ রাখিবারে নারে।
অজপা হইলে শেষ দেহ মাত্র অবশেষ
জীব নাহি থাকেন আধারে॥
ধনে যদি প্রাণ দিত ধনী রাজা না মরিত
ধরাময় হইত রাবণ।
ধনে নাহি রাখে দেহ দেহ গেলে নহে কেহ
অতএব কি করিবে ধন॥

যদি থাকে বহু ধন নিজে হ'বে অকিঞ্চন
বৈষ্ণবের কর উপকার।
জীবে দয়া অনুক্ষণ রাধাকৃষ্ণ-আরাধন
কর সদা হ'য়ে সদাচার॥

[ ৪ ]

আর কেন মায়াজালে পড়িতেছ, জীব-মীন।
নাহি জান বদ্ধ হ'য়ে র'বে তুমি চিরদিন॥
অতি তুচ্ছ ভোগ-আশে, বন্দী হ'য়ে মায়াপাশে,
রহিলে বিকৃত ভাবে দণ্ড্য যথা পরাধীন॥
এখন ভকতি বলে, কৃষ্ণপ্রেম-সিন্ধু-জলে।
ক্রীড়া করি' অনায়াসে থাক তুমি কৃষ্ণাধীন॥

[ ৫ ]

একবার ভাব মনে,
আশা-বশে ভ্রমি' হেথা, পাবে কি সুখ জীবনে।

কে তুমি কোথায় ছিলে, কি করিতে হেথা এলে,
কিবা কাজ করে গেলে,
যাবে কোথা শরীর-পতনে ॥

কেন সুখ দুঃখ ভয়, অহংতা মমতাময়,
তুচ্ছ জয়-পরাজয়, ক্রোধ হিংসা দ্বেষ অন্যজনে।
ভকতিবিনোদ কয়, করি গোরা-পদাশ্রয়,
চিদানন্দ-রসময় হও, রাধাকৃষ্ণ-নাম গানে ॥

[ ৬ ]

জীবন সমাপ্ত কালে করিব ভজন,
এবে করি গৃহসুখ।
কখন এ কথা নাহি বলে বিজ্ঞজন,
এ দেহ পতনোন্মুখ ॥

আজি বা শতেক বর্ষে অবশ্য মরণ,
নিশ্চিন্ত না থাক ভাই।
যত শীঘ্র পার, ভজ শ্রীকৃষ্ণচরণ,
জীবনের ঠিক নাই ॥

সংসার নির্ব্বাহ করি' যা'ব আমি বৃন্দাবন,
ঋণত্রয় শোধিবারে করিতেছি সুযতন,
এ আশায় নাহি প্রয়োজন।

এমন দুরাশা-বশে, যা'বে প্রাণ অবশেষে,
না হইবে দীনবন্ধু-চরণ-সেবন॥

যদি সুমঙ্গল চাও, সদা কৃষ্ণনাম গাও।
গৃহে থাক, বনে থাক, ইথে তর্ক অকারণ॥

[ ৭ ]

কৃষ্ণভক্তি বিনা কভু নাহি ফলোদয়।
মিছে সব ধর্ম্মাধর্ম্ম জীবের উপাধিময়॥
যোগ যাগ তপোধ্যান, সন্ন্যাসাদি ব্রহ্মজ্ঞান।
নানাকাণ্ডরূপে জীবের বন্ধন-কারণ হয়॥
বিনোদের বাক্য ধর, নানাকাণ্ড ত্যাগ কর।
নিরুপাধি কৃষ্ণপ্রেমে হৃদয়ে দেহ আশ্রয়॥

[ ৮ ]

অন্য অভিলাষ ছাড়ি', জ্ঞান-কর্ম্ম পরিহরি'
কায় মনে করিব ভজন।
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণসেবা না পূজিব দেবীদেবা
এই ভক্তি পরম কারণ॥
মহাজনের যেই পথ তাতে হব অনুরত
পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার।
সাধন স্মরণ লীলা ইহাতে না কর হেলা
কায়-মনে করিয়া সুসার॥
অসৎসঙ্গ সদা ত্যাগ ছাড় অন্য গীতরাগ
কর্ম্মী, জ্ঞানী পরিহরি দূরে।
কেবল ভকত-সঙ্গ প্রেমকথা-রসরঙ্গ
লীলাকথা রস ব্রজপুরে॥
যোগী-ন্যাসী কর্ম্মী-জ্ঞানী. অন্যদেবপূজক, ধ্যানী
ইহলোক দূরে পরিহরি'।
কর্ম্ম ধর্ম্ম, দুঃখ-শোক, যেবা থাকে অন্য যোগ
ছাড়ি' ভজ গিরিবরধারী॥

কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ করি' কৃষ্ণভক্ত-অঙ্গ হেরি'
শ্রদ্ধান্বিতে শ্রবণ-কীর্ত্তন।
অর্চ্চন, বন্দন, ধ্যান, নবভক্তি মহাজ্ঞান,
এই ভক্তি পরম কারণ॥
হৃষীকে গোবিন্দ-সেবা, না পূজিব দেবীদেবা
এইত অনন্যভক্তি-কথা।
আর যত উপালম্ভ বিশেষ সকলি দম্ভ
দেখিতে লাগয়ে মনে ব্যথা॥
দেহে বৈসে রিপুগণ যতেক ইন্দ্রিয়গণ
কেহ কারো বাধ্য নাহি হয়।
শুনিলে না শুনে কান, জানিলে না জানে প্রাণ
দঢ়াইতে না পারে নিশ্চয়॥
কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ মদ-মাৎসর্য্য দম্ভসহ
স্থানে স্থানে নিযুক্ত করিব।
আনন্দ করি' হৃদয় রিপু করি' পরাজয়
অনায়াসে গোবিন্দ-ভজিব॥

'কাম কৃষ্ণ-কর্ম্মার্পণে, 'ক্রোধ' ভক্তদ্বেষি-জনে,
'লোভ' সাধুসঙ্গে হরিকথা।
'মোহ' ইষ্টলাভ বিনে, 'মদ' কৃষ্ণগুণ গানে,
নিযুক্ত করিব যথাতথা॥
অন্যথা স্বতন্ত্র কাম অনর্থাদি যার ধাম
ভক্তিপথে সদা দেয় ভঙ্গ।
কিবা বা করিতে পারে কাম-ক্রোধ সাধকেরে
যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ॥
ক্রোধে বা না করে কিবা, ক্রোধ ত্যাগ সদা দিবা
লোভ মোহ এই ত' কথন।
ছয় রিপু সদা হীন করিব মনের অধীন
কৃষ্ণচন্দ্র করিয়া স্মরণ॥
আপনি পলাবে সব শুনিয়া গোবিন্দ-রব
সিংহ-রবে যেন করিগণ।
সকল বিপত্তি যাবে মহানন্দ সুখ পাবে
যার হয় একান্ত ভজন॥

না করিহ অসৎ-চেষ্টা লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা
সদা চিন্ত গোবিন্দ-চরণ।
সকল সন্তাপ যাবে পরানন্দ সুখ পাবে
প্রেমভক্তি পরম কারণ॥
অসৎসঙ্গ কুটিনাটি ছাড় অন্য পরিপাটী
অন্য দেবে না করিহ রতি।
আপন আপন স্থানে পিরীতি সবাই টানে
ভক্তিপথে পড়য়ে বিগতি॥
আপন ভজন-পথ তাহে হব অনুরত
ইষ্টদেব স্থানে লীলা গান।
নৈষ্ঠিক ভজন এই তোমারে কহিল ভাই
হনুমান তাহাতে প্রমাণ॥

[ ৯ ]

ভজ ভজ হরি মন দৃঢ় করি
মুখে বল তার নাম।

ব্রজেন্দ্রনন্দন' গোপীপ্রাণধন
ভুবনমোহন শ্যাম ॥
কখন মরিবে কেমনে তরিবে
বিষম শমন ডাকে।
যাহার প্রতাপে ভুবন কাঁপয়ে
না জানি মর বিপাকে ॥
কুল ধন পাইয়া উনমত্ত হইয়া
আপনাকে জান বড়।
শমনের দূতে ধরি' পায়ে হাতে
বাঁধিয়া করিবে জড় ॥
কিবা যতি সতী কিবা নীচ জাতি
যেই হরি নাহি ভজে।
তবে জনমিয়া ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া
রৌরব নরকে মজে ॥
দাস লোচন ভাবে অনুক্ষণ
মিছাই জনম গেল।

হরি না ভজিনু বিষয়ে মজিনু
মরমে রহিল শেল ॥

[ ১০ ]

যার মুখে ভাই, হরিকথা নাই
তার কাছে তুমি যেও না।
যা'র মুখ দেখি' ভুলে যাবে হরি
তা'র মুখপানে চেও না ॥
ক'দিন রহিবে ভবমাঝে আর
অবিলম্বে কর যাহা করিবার।
পরের কথায় কিবা আসে যায় ?
মিছে দাগা তুমি পেও না ॥
কে তোমাকে কবে কী কথা কহিবে
সে কথা ভাবিলে আর কি চলিবে।
বিপদে সম্পদে রাখিবে যে পদে
তাঁ'র পদ কেন ভাব' না ॥

(কেবল) হরিকথা কও, হরিগুণ গাও
হরিনাম-রসে সদা মত্ত হও।
হরিনাম-গীতি গাও নিতি নিতি
অন্য কোন গীতি গেও না॥

[ ১১ ]

ভজ রাধাকৃষ্ণ, গোপাল কৃষ্ণ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল' মুখে।
নামে বুক ভরে যায়, অভাব মিটায়,
স্বভাব জাগায় মহাসুখে॥
হরি দীনবন্ধু, চিরদিন বন্ধু,
জীবের চির সুখে দুঃখে।
(তাই) ভজরে অন্ধ, চরণারবিন্দ
দুস্তর মায়া-বিপাকে॥
ভজ মূঢ়মতি, তব চিরসাথী,
যাঁহার করুণা লোকে লোকে।

তবে কেন পান্থ, এত তুমি ভ্রান্ত,
কোথায় ছুটিছ দিকে দিকে ?
(সেই) লীলাময় হরি, এসেছে নদীয়াপুরী
রাধার পিরীতি ল'য়ে বুকে ॥

## শ্রীনাম-কীর্ত্তন

[ ১ ]

যশোমতী-নন্দন ব্রজবর নাগর
গোকুল-রঞ্জন কান।
গোপী-পরাণ-ধন মদন-মনোহর
কালীয় দমন বিধান ॥
অমল হরিনাম অমিয় বিলাসা।
বিপিন-পুরন্দর নবীন নাগর বর
বংশীবদন সুবাসা ॥

ব্রজ-জন পালন অসুরকুল নাশন
নন্দগোধন রাখওয়ালা।
গোবিন্দ মাধব নবনীত তস্কর
সুন্দর নন্দ গোপালা॥
যামুন তটচর গোপী-বসন-হর
রাস রসিক কৃপাময়।
শ্রীরাধাবল্লভ বৃন্দাবন-নটবর
ভকতিবিনোদ আশ্রয়॥

[ ২ ]

কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে!
গোপীবল্লভ শৌরে!!
শ্রীনিবাস দামোদর শ্রীরাম মুরারে!
নন্দনন্দন মাধব নৃসিংহ কংসারে!!

( ৩ )

রাধাবল্লভ মাধব শ্রীপতি মুকুন্দ,
গোপীনাথ মদনমোহন রাস-রসানন্দ।
আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ-বিহারী গোবিন্দ॥

[ ৪ ]

রাধামাধব কুঞ্জবিহারী।
গোপীজন-বল্লভ গিরিবরধারী॥
যশোদা-নন্দন ব্রজজন-রঞ্জন
যামুনতীর-বনচারী॥

( ৫ )

জয় যশোদানন্দন কৃষ্ণ, গোপাল গোবিন্দ।
জয় মদনমোহন হরে, অনন্ত মুকুন্দ॥
জয় অচ্যুত মাধব রাম বৃন্দাবনচন্দ্র।
জয় মুরলীবদন শ্যাম গোপীজনানন্দ॥

[ ৬ ]

হরিনাম তুয়া অনেক স্বরূপ।
যশোদানন্দন আনন্দবর্দ্ধন
নন্দতনয় রস-কূপ॥

পুতনা-ঘাতন তৃণাবর্ত্ত-হন,
শকট-ভঞ্জন গোপাল।
মুরলী-বদন অঘ-বক-মর্দ্দন
গোবর্দ্ধনধারী রাখাল॥
কেশী-মর্দ্দন ব্রহ্ম-বিমোহন
সুরপতি-দর্প-বিনাশী।
অরিষ্ট-পাতন গোপী-বিমোহন
যামুন-পুলিন-বিলাসী॥
রাধিকা-রঞ্জন রাস-রসায়ন
রাধাকুণ্ড-কুঞ্জ-বিহারী।
রাম কৃষ্ণ হরি মাধব নরহরি
মৎস্যাদি-গণে অবতারী॥
গোবিন্দ বামন শ্রীমধুসূদন
যাদবচন্দ্র বনমালী।
কালীয়-শাতন গোকুল-রঞ্জন
রাধা-ভজন-সুখশালী॥

ইত্যাদিক নাম স্বরূপে প্রকাম
বাড়ুক মোর রতি রাগে।
রূপ-স্বরূপ-পদ জানি' নিজ সম্পদ
ভকতিবিনোদ ধরি' মাগে॥

[ ৭ ]

নারদ মুনি বাজায় বীণা, রাধিকারমণ-নামে।
নাম অমনি উদিত হয়, ভকত-গীতসামে॥
অমিয়-ধারা বরিষে ঘন, শ্রবণযুগলে গিয়া।
ভকত জন সঘনে নাচে, ভরিয়া আপন হিয়া॥
মাধুরী-পুর আসব পশি,' মাতায় জগত-জনে।
কেহবা কাঁদে কেহবা নাচে, কেহ মাতে মনে মনে
পঞ্চবদন নারদে ধরি', প্রেমের সঘন রোল।
কমলাসন নাচিয়া বলে, বোল বোল হরিবোল॥
সহস্রানন পরম সুখে, হরি হরি বলি' গায়।
নাম-প্রভাবে মাতিল বিশ্ব, নামরস সবে পায়॥

শ্রীকৃষ্ণ-নাম রসনে স্ফুরি', পুরা'ল আমার আশ।
শ্রীরূপ-পদে যাচয়ে ইহা, ভকতিবিনোদ-দাস॥

[ ৮ ]

জয় জয় হরিনাম চিদানন্দামৃতধাম
পরতত্ত্ব অক্ষর আকার।
নিজ জনে কৃপা করি' নামরূপে অবতরি'
জীবে দয়া করিলে অপার॥
জয় হরি কৃষ্ণনাম জগজন-সুবিশ্রাম
সর্ব্বজন-মানসরঞ্জন।
মুনিবৃন্দ নিরন্তর যে নামের সমাদর
করি' গায় ভরিয়া বদন॥
ওহে কৃষ্ণনামাক্ষর তুমি সর্ব্বশক্তিধর
জীবের কল্যাণ-বিতরণে।
তোমা-বিনা ভবসিন্ধু উদ্ধারিতে নাহি বন্ধু
আসিয়াছ জীব-উদ্ধারণে॥

আছে তাপ জীবে যত তুমি সব কর হত
হেলায় তোমারে একবার।
ডাকে যদি কোনজন হ'য়ে দীন অকিঞ্চন
নাহি দেখি, অন্য প্রতিকার॥
তব স্বল্প স্ফূর্তি পায় উগ্রতাপ দূরে যায়
লিঙ্গ-ভঙ্গ হয় অনায়াসে।
ভকতিবিনোদ কয় জয় হরিনাম জয়
প'ড়ে থাকি তুয়া পদ আশে॥

[ ৯ ]

জ্ঞানী জ্ঞান-যোগে করিয়া যতন
ব্রহ্মের সাক্ষাৎ করে।
ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার অপ্রারব্ধ কর্ম
সম্পূর্ণ জ্ঞানেতে হরে॥
তবু ত' প্রারব্ধ নাহি হয় ক্ষয়
ফলভোগ বিনা কভু।
ব্রহ্মভূত জীব ফলভোগ লাগি
জনম-মরণ লভু॥

কিন্তু ওহে নাম তব স্ফূর্ত্তি হলে
একান্তী জনের আর।
প্রারব্ধাপ্রারব্ধ কিছু নাহি থাকে
বেদে গায় বার বার॥
তোমার উদয়ে জীবের হৃদয়
সম্পূর্ণ শোধিত হয়।
কর্ম্মজ্ঞান-বন্ধ সব দূরে যায়
অনায়াসে ভবক্ষয়॥
ভকতিবিনোদ বাহু তুলে কয়
নামের নিশান ধর।
নামডঙ্কা-ধ্বনি করিয়া যাইবে
ভেটিবে মুরলীধর॥

[ ১০ ]

গাইতে গাইতে নাম কি দশা হইল।
কৃষ্ণ-নিত্যদাস মুঞি হৃদয়ে স্ফুরিল॥

জানিলাম মায়াপাশে এ জড় জগতে।
গোবিন্দ-বিরহে দুঃখ পাই নানা মতে॥
আর যে সংসার মোর নাহি লাগে ভাল।
কাঁহা যাই কৃষ্ণ হেরি এ চিন্তা বিশাল॥
কাঁদিতে কাঁদিতে মোর আঁখি বরিষয়।
বর্ষাধারা হেন চক্ষে হইল উদয়॥
নিমেষ হইল মোর শতযুগ-সম।
গোবিন্দ-বিরহ আর সহিতে অক্ষম॥

[ ১১ ]

কৃষ্ণনাম ধরে কত বল।
বিষয়বাসনানলে মোর চিত্ত সদা জ্বলে
রবিতপ্ত মরুভূমি সম।
কর্ণরন্ধ্র পথ দিয়া হৃদি মাঝে প্রবেশিয়া
বরিষয় সুধা অনুপম॥
হৃদয় হইতে বলে জিহ্বার অগ্রেতে চলে
শব্দরূপে নাচে অনুক্ষণ।

কণ্ঠে মোর ভঙ্গে স্বর অঙ্গ কাঁপে থর থর
স্থির হইতে না পারে চরণ ॥

চক্ষে ধারা, দেহে ঘর্ম্ম পুলকিত সব চর্ম্ম
বিবর্ণ হইল কলেবর।

মূর্চ্ছিত হইল মন প্রলয়ের আগমন
ভাবে সর্ব্বদেহ জর জর ॥

করি এত উপদ্রব চিত্তে বর্ষে সুধাদ্রব
মোরে ডারে প্রেমের সাগরে।
কিছু না বুঝিতে দিল মোরে ত' বাতুল কৈল
মোর চিত্ত বিত্ত সব হরে ॥

লইনু আশ্রয় যা'র হেন ব্যবহার তা'র
বর্ণিতে না পারি এ সকল।
কৃষ্ণনাম ইচ্ছাময় যাহে যাহে সুখী হয়
সেই মোর সুখের সম্বল ॥

প্রেমের কলিকা নাম অদ্ভুত রসের ধাম
হেন বল করয়ে প্রকাশ।

ঈষৎ বিকশি' পুনঃ দেখায় নিজ রূপগুণ
চিত্ত হরি' লয় কৃষ্ণপাশ ॥
পূর্ণ বিকশিত হঞা ব্রজে মোরে যায় লঞা
দেখায় মোরে স্বরূপ বিলাস।
মোরে সিদ্ধ দেহ দিয়া কৃষ্ণ পাশে রাখে গিয়া
এ দেহের করে সর্ব্বনাশ ॥
কৃষ্ণ নাম চিন্তামণি অখিল রসের খনি
নিত্যমুক্ত শুদ্ধরসময়।
নামের বালাই যত সব ল'য়ে হই হত
তবে মোর সুখের উদয় ॥

[ ১২ ]

গাইতে গোবিন্দ-নাম উপজিল ভাবগ্রাম
দেখিলাম যমুনার কূলে।
বৃষভানুসুতা-সঙ্গে শ্যামনটবর রঙ্গে
বাঁশরী বাজায় নীপমূলে ॥

দেখিয়া যুগলধন অস্থির হইল মন
জ্ঞানহারা হইলুঁ তখন।
কতক্ষণ নাহি জানি জ্ঞান লাভ হইল মানি
আর নাহি ভেল দরশন॥

[ ১৩ ]

কবে কৃষ্ণপ্রেমে পাগল হ'ব।
কৃষ্ণনাম মুখে উচ্চারিতে কবে
প্রেমনীরে ভেসে যা'ব॥
সকল কামনা কৃষ্ণপদে দিয়ে
বিচরিব সদা কৃষ্ণগুণ গেয়ে।
কেবল কৃষ্ণনাম সঙ্গে সাথে লয়ে
ব্রজের পথে চলে যা'ব॥
(কবে) ধূলি-ধূসরিত দীন হীন বেশে
কৃষ্ণপ্রেমোন্মাদে ফির্‌ব দেশে দেশে।
আঁখিনীরে ছার (অভি)-মান যাবে ভেসে
নিরন্তর কৃষ্ণ গা'ব॥

ডাকিলে বিহঙ্গ জিজ্ঞাসিব তারে
দেখেছ কি যেতে মম চিতচোরে।
ত্রিভঙ্গ সে বাঁকা আছে বাঁশী করে
বলিতে মূরছা যা'ব॥

[ ১৪ ]

সই! কেবা শুনাইল শ্যামনাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তা'রে॥
নাম-পরতাপে যা'র ঐছন করিল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তা'র নয়নে হেরিয়া গো
যুবতী-ধরম কৈছে রয়॥

পাসরিতে চাহি মনে পাসরা না যায় গো
কি করিব কি হইবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবধু-কুল নাশে
আপনার যৌবন যাচায়॥

## রূপ-কীর্ত্তন

[ ১ ]

জনম সফল তা'র কৃষ্ণ-দরশন যা'র
ভাগ্যে হইয়াছে একবার।
বিকশিয়া হৃন্নয়ন করি' কৃষ্ণ-দরশন
ছাড়ে জীব চিত্তের বিকার॥
বৃন্দাবন-কেলি চতুর-বনমালী।
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমারূপ বংশীধারী অপরূপ
রসময়নিধি গুণশালী॥

বর্ণ নব-জলধর শিরে শিখিপিচ্ছবর
অলকা তিলক শোভা পায়।
পরিধানে পীতবাস বদনে মধুর হাস
হেন রূপ জগৎ মাতায়॥
ইন্দ্রনীল জিনি' কৃষ্ণরূপখানি
হেরিয়া কদম্বমূলে।
মন উচাটন না চলে চরণ
সংসার গেলাম ভুলে॥
(সখি হে) সুধাময় সে রূপ-মাধুরী।
দেখিলে নয়ন হয় অচেতন
ঝরে প্রেমময় বারি।
কিবা চূড়া শিরে কিবা বংশী করে
কিবা সে ত্রিভঙ্গ-ঠাম।
চরণকমলে অমিয়া উছলে
তাহাতে নূপুরদাম॥

সদা আশা করি ভৃঙ্গরূপ ধরি'
চরণকমলে স্থান।
অনায়াসে পাই কৃষ্ণগুণ গাই
আর না ভজিব আন॥

[ ২ ]

(কিবা) শ্যাম সুন্দর রূপ মনোহর
চারু চাচর বেণী রে।
মৃদু মৃদু হাসি, করে শোভে বাঁশী
শিরে শিখিপাখা দোলে রে॥
ঈষৎ হেলিয়া বামে শ্যাম-নটবর।
বনমালী বংশীধারী, রাধামনচোর॥
এ জ্বালা জুড়াবে যদি,
বরণ কর সুধানিধি।
সে যে সুধা বড়ই মিঠে
প্রাণের জ্বালা যাবে দূরে॥

[ ৩ ]

বন্ধুসঙ্গে যদি তব রঙ্গ পরিহাস,
থাকে অভিলাষ, থাকে অভিলাষ।
তবে মোর কথা রাখ, যেয়ো নাক যেয়ো নাক,
বৃন্দাবনে কেশীতীর্থ ঘাটের সকাশ ॥

গোবিন্দ বিগ্রহ ধরি, তথায় আছেন হরি,
নয়নে বঙ্কিম-দৃষ্টি মুখে মন্দহাস।
কিবা ত্রিভঙ্গিম ঠাম, বর্ণ সমুজ্জ্বল শ্যাম,
নব-কিশলয় শোভা শ্রীঅঙ্গে প্রকাশ ॥

অধরে বংশীটী তার, অনর্থের মূলাধার,
শিখিচূড়াকেও ভাই করোনা বিশ্বাস।
সে মূর্ত্তি নয়নে হেরে, কেহ নাহি ঘরে ফিরে,
সংসারী গৃহীর যে গো হয় সর্ব্বনাশ ॥

( তাই মোর মনে বড় ত্রাস )
ঘটিবে বিপদ ভারী, যেয়ো নাকো হে সংসারী,
বৃন্দাবনে কেশীতীর্থ ঘাটের সকাশ ॥

# গুণ-কীর্ত্তন

[ ১ ]

শুন হে রসিকজন কৃষ্ণগুণ অগণন
অনন্ত কহিতে নাহি পারে।
কৃষ্ণ জগতের গুরু কৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু
নাবিক সে ভব-পারাবারে॥
হৃদয় পীড়িত যা'র কৃষ্ণ চিকিৎসক তার
ভব-রোগ নাশিতে চতুর।
কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ-জনে প্রেমামৃত বিতরণে
ক্রমে লয় নিজ অন্তঃপুর॥
কর্ম্মবন্ধ জ্ঞানবন্ধ- আবেশে মানব অন্ধ
তা'রে কৃষ্ণ করুণা-সাগর।
পাদপদ্ম-মধু দিয়া অন্ধভাব ঘুচাইয়া
চরণে করেন অনুচর॥
বিধিমার্গ-রত জনে স্বাধীনতা-রত্নদানে
রাগমার্গে করান প্রবেশ।

রাগ-বশবর্ত্তী হ'য়ে পারকীয়-ভাবাশ্রয়ে
লভে জীব কৃষ্ণপ্রেমাবেশ ॥
প্রেমামৃত-বারিধারা সদা পানে রত তাঁরা
কৃষ্ণ তাঁহাদের বন্ধু পতি।
সেই সব ব্রজজন সুকল্যাণ-নিকেতন
দীন হীন বিনোদের গতি ॥

[ ২ ]

বহির্ম্মুখ হয়ে মায়ারে ভজিয়ে
সংসারে হইনু রাগী।
কৃষ্ণ দয়াময় প্রপঞ্চে উদয়
হইলা আমার লাগি' ॥
(সখি হে) কৃষ্ণচন্দ্র গুণের সাগর।
অপরাধী জনে কৃপা বিতরণে
শুধিতে নহে কাতর ॥

সংসারে আসিয়া প্রকৃতি ভজিয়া
পুরুষাভিমানে মরি।
কৃষ্ণ দয়া করি' নিজে অবতরি'
বংশীরবে নিল হরি'॥
এমন রতনে বিশেষ যতনে
ভজ সখি! অবিরত।
বিনোদ এখনে শ্রীকৃষ্ণচরণে
গুণে বাঁধা, সদা নত॥

## লীলা-কীর্ত্তন

[ ১ ]

জীবে কৃপা করি গোলোকের হরি
ব্রজভাব প্রকাশিল।
সে ভাবরসজ্ঞ বৃন্দাবন-যোগ্য
জড়বুদ্ধি না হইল।

কৃষ্ণলীলা-সমুদ্র অপার।
বৈকুণ্ঠ-বিহার- সমান ইহার
কভু নহে জান সার॥
কৃষ্ণ নরাকার সর্ব্বরসাধার
শৃঙ্গারের বিশেষতঃ।
বৈকুণ্ঠ সাধক সখ্যে অপারক
মধুরে না হয় রত॥
ব্রজে কৃষ্ণধন নবীন মদন
অপ্রাকৃত রসময়।
জীবের সহিত নিত্যলীলোচিত
কৃষ্ণ-গুণগণ হয়॥

[ ২ ]

যমুনাপুলিনে কদম্ব-কাননে
কি হেরিনু সখি! আজ।

শ্যাম বংশীধারী মণিমঞ্চোপরি
করে লীলা রসরাজ ॥
কৃষ্ণকেলি সুধা-প্রস্রবণ।
অষ্টদলোপরি শ্রীরাধা শ্রীহরি
অষ্টসখী পরিজন ॥
সুগীত-নর্ত্তনে সব সখীগণে
তুষিছে যুগলধনে।
কৃষ্ণলীলা হেরি' প্রকৃতি সুন্দরী
বিস্তারিছে শোভা বনে ॥
ঘরে না যাইব বনে প্রবেশিব
ও' লীলা-রসের তরে।
ত্যজি' কুললাজ ভজ ব্রজরাজ
বিনোদ মিনতি করে ॥

# শ্রীরাধা-ভজন-মাহাত্ম্য

[ ১ ]

বিরজার পারে শুদ্ধপরব্যোম-ধাম।
তদুপরি শ্রীগোকুল বৃন্দারণ্য নাম॥

বৃন্দাবন চিন্তামণি চিদানন্দ, রত্নখনি
চিন্ময় অপূর্ব্ব-দরশন।
তহিঁ মাঝে চমৎকার কৃষ্ণ বনস্পতিসার
নীলমণি তমাল যেমন॥

তাহে এক স্বর্ণময়ী লতা সর্ব্বধামজয়ী
উঠিয়াছে পরমপাবনী।
হ্লাদিনীশক্তির সার 'মহাভাব' নাম যার
ত্রিভুবনমোহন-মোহিনী॥

রাধানামে পরিচিত তুষিয়া গোবিন্দ-চিত
বিরাজয়ে পরম আনন্দে।
সেই লতা-পত্র ফুল ললিতাদি সখীকুল
সবে মিলি' বৃক্ষে দৃঢ় বান্ধে॥

লতার পরশে প্রফুল্ল তমাল।
লতা ছাড়ি' নাহি রহে কোন কাল॥
তমাল ছাড়িয়া লতা নাহি বাঁচে।
সে লতা-মিলন সদাকাল যাচে॥
ভকতিবিনোদ মিলন দোঁহার।
না চাহে কখনও বিনা কিছু আর॥

( ২ )

রাধিকা-চরণপদ্ম সকল শ্রেয়ের সদ্ম
যতনে যে নাহি আরাধিল।
রাধাপদাঙ্কিত ধাম বৃন্দাবন যার নাম
তাহা যে না আশ্রয় করিল॥
রাধিকা-ভাব-গম্ভীর চিত্ত যে বা মহাধীর-
গণ-সঙ্গ না কৈল জীবনে।
কেমনে সে শ্যামানন্দ রসসিন্ধুস্নানানন্দ
লভিবে, বুঝহ একমনে॥

রাধিকা উজ্জ্বল রসের আচার্য্য।
রাধামাধব-শুদ্ধপ্রেম বিচার্য্য॥
যে ধরিল রাধাপদ পরম যতনে।
সে পাইল কৃষ্ণপদ অমূল্য রতনে॥
রাধাপদ বিনা কভু কৃষ্ণ নাহি মিলে।
রাধার দাসীর কৃষ্ণ সর্ব্ববেদে বলে।

ছোড়ত ধনজন কলত্র-সুতমিত
ছোড়ত করম গেয়ান।
রাধা পদপঙ্কজ- মধুরত সেবন
ভকতিবিনোদ পরমাণ॥

( ৩ )

রাধা-ভজনে যদি মতি নাহি ভেলা।
কৃষ্ণ-ভজন তব অকারণ গেলা॥
আতপ-রহিত সূরয নাহি জানি।
রাধা-বিরহিত মাধব নাহি মানি॥

কেবল মাধব পূজয়ে সো অজ্ঞানী।
রাধা অনাদর করই অভিমানী॥
কবহি নাহি করবি তাঁকর সঙ্গ।
চিত্তে ইচ্ছসি যদি ব্রজরসরঙ্গ॥
রাধিকা-দাসী যদি হোয় অভিমান।
শীঘ্রই মিলই তব গোকুল-কান॥
ব্রহ্মা শিব নারদ শ্রুতি নারায়ণী।
রাধিকা-পদরজঃ পূজয়ে মানি॥
উমা রমা সত্যা শচী চন্দ্রা রুক্মিণী।
রাধা অবতার সবে—আম্নায় বাণী॥
হেন রাধা-পরিচর্য্যা যাঁকর ধন।
ভকতিবিনোদ তাঁর মাগয়ে চরণ॥

[ ৪ ]

বরজ-বিপিনে যমুনা-কূলে।
মঞ্চ মনোহর শোভিত ফুলে॥

বনস্পতি লতা তুষয়ে আঁখি।
তদুপরি কত ডাকয়ে পাখী॥
মলয় অনিল বহয়ে ধীরে।
অলিকুল মধু-লোভেতে ফিরে॥
বাসন্তীর রাকা উডুপ তদা।
কৌমুদী বিতরে আদরে সদা॥
এমত সময়ে রসিকবর।
আরম্ভিল রাস মুরলীধর॥
শতকোটি গোপী মাঝেতে হরি।
রাধাসহ নাচে আনন্দ করি'॥
মাধব-মোহিনী গাইয়া গীত।
হরিল সকল জগত-চিত॥
স্থাবর-জঙ্গম মোহিলা সতী।
হারাওল চন্দ্রা- বলীর মতি॥
মথিয়া বরজ- কিশোর-মন।
অন্তরিত হয় রাধা তখন॥

ভকতিবিনোদ পরমাদ গণে।
রাস ভাঙ্গল (আজি) রাধা বিহনে॥

[ ৫ ]

শতকোটি গোপী মাধব মন।
রাখিতে নারিল করি' যতন॥
বেণুগীতে ডাকে রাধিকা নাম।
'এস এস রাধে!' ডাকয়ে শ্যাম॥
ভাঙ্গিয়া শ্রীরাস- মণ্ডল তবে।
রাধা-অন্বেষণে চলয়ে যবে॥
'দেখা দিয়া রাধে! রাখহ প্রাণ।
বলিয়া কাঁদয়ে কাননে কান।
নির্জ্জন কাননে রাধারে ধরি'॥
মিলিয়া পরাণ জুড়ায় হরি॥
বলে, তুহুঁ বিনা কাহার রাস।
তুহুঁ লাগি' মোর বরজ-বাস॥

এ হেন রাধিকা- চরণ-তলে ।
ভকতিবিনোদ কাঁদিয়া বলে ॥
'তুয়া গণ-মাঝে আমারে গণি' ।
কিঙ্করী করিয়া রাখ আপনি ॥

[ ৬ ]

জয় জয় রাধা মাধব রাধা মাধব রাধে ।
( জয়দেবের প্রাণধন হে )

জয়জয় রাধা-মদনগোপাল রাধা-মদনগোপাল রাধে
( সীতানাথের প্রাণধন হে )

জয় জয় রাধা-গোবিন্দ রাধা-গোবিন্দ রাধে ।
( রূপ গোস্বামীর প্রাণধন হে )

জয় জয় রাধা-মদনমোহন রাধা-মদনমোহন রাধে ।
( সনাতনের প্রাণধন হে )

জয় জয় রাধা-গোপীনাথ রাধা-গোপীনাথ রাধে ।
( মধু পণ্ডিতের প্রাণধন হে )

জয় জয় রাধা-দামোদর রাধা-দামোদর রাধে।
( জীব গোস্বামীর প্রাণধন হে )
জয় জয় রাধারমণ রাধারমণ রাধে।
( গোপাল ভট্টের প্রাণধন হে )
জয় জয় রাধাগিরিধারী রাধাগিরিধারী রাধে।
( দাস গোস্বামীর প্রাণধন হে )
জয় জয় রাধাবিনোদ রাধাবিনোদ রাধে।
( লোকনাথের প্রাণধন হে )
জয় জয় রাধা-শ্যামসুন্দর রাধা শ্যামসুন্দর রাধে।
( শ্যামানন্দের প্রাণধন হে )
জয় জয় রাধা বঙ্কুবিহারী রাধা বঙ্কুবিহারী রাধে।
( হরিদাসের প্রাণধন হে )
জয় জয় রাধাকান্ত রাধাকান্ত রাধে।
( বক্রেশ্বরের প্রাণধন হে )
জয় জয় রাধাব্রজমোহন রাধাব্রজমোহন রাধে।
( শ্রীগোস্বামীর প্রাণধন হে )

---

[ ৭ ]

জয় রাধে, জয় কৃষ্ণ, জয় বৃন্দাবন।
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন॥
শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড গিরি-গোবর্দ্ধন।
কালিন্দী যমুনা জয়, জয় মহাবন॥
কেশীঘাট বংশীবট দ্বাদশ-কানন।
যাঁহা সব লীলা কৈল শ্রীনন্দনন্দন॥
শ্রীনন্দ যশোদা জয়, জয় গোপগণ।
শ্রীদামাদি জয়, জয় ধেনু বৎসগণ॥
জয় বৃষভানু, জয় কৃত্তিকা-সুন্দরী।
জয় পৌর্ণমাসী, জয় আভীর নাগরী॥
জয় জয় গোপীশ্বর বৃন্দাবন মাঝ।
জয় জয় কৃষ্ণসখা বটু দ্বিজরাজ॥
জয় রামঘাট, জয় রোহিণীনন্দন।
জয় জয় বৃন্দাবনবাসী যত জন॥

জয় দ্বিজপত্নী, জয় নাগকন্যাগণ ।
ভক্তিতে যাঁহারা পাইল গোবিন্দচরণ ॥
শ্রীরাসমণ্ডল জয়, জয় রাধাশ্যাম ।
জয় জয় রাসলীলা সর্ব্বমনোরম ॥
জয় জয়োজ্জ্বলরস সর্ব্বরস সার ।
পরকীয়া ভাবে যাহা ব্রজেতে প্রচার ॥
শ্রীজাহ্নবাপাদপদ্ম করিয়া স্মরণ ।
দীন কৃষ্ণদাস কহে নাম-সংকীর্ত্তন ॥

[ ৮ ]

জয় জয় রাধেকৃষ্ণ জয় গোবিন্দ ।
( রাধে গোবিন্দ, রাধে গোবিন্দ )
জয় জয় শ্যামসুন্দর মদনমোহন বৃন্দাবনচন্দ্র ।
জয় জয় রাধারমণ রাসবিহারী শ্রীগোকুলানন্দ ॥
জয় জয় রাধাকান্ত রাসবিহারী শ্রীরাধাগোবিন্দ
জয় জয় রাসেশ্বরী বিনোদিনী ভানুকুলচন্দ্র ॥

জয় জয় ললিতা বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দ।
জয় জয় শ্রীরূপ মঞ্জরী আদি মঞ্জরী অনঙ্গ॥
জয় জয় পৌর্ণমাসী কুন্দলতা আর বীরাবৃন্দা।
কৃপাকরি' দেহ যুগল চরণার-বৃন্দ॥

[ ৯ ]

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ॥
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।
রাধাগোবিন্দ বল ( ৪ বার )
গোবিন্দ গোবিন্দ গোবিন্দ বল।
রাধাগোবিন্দ বল ( ৪ বার )
গুরু-কৃপা জলে নাশি' বিষয় অনল।
রাধাগোবিন্দ বল ( ৪ বার )
কৃষ্ণেতে অর্পিয়া দেহ-গেহাদি সকল।
রাধাগোবিন্দ বল ( ৪ বার )

অনন্য ভাবেতে চিত্ত করিয়া সরল।
রাধাগোবিন্দ বল ( ৪ বার )
রূপানুগ বৈষ্ণবের পিয়া পদজল।
রাধাগোবিন্দ বল ( ৪ বার )
দশ অপরাধ ত্যজি' ভুক্তি-মুক্তি-ফল।
রাধাগোবিন্দ বল ( ৪ বার )
সখীর চরণরেণু করিয়া সম্বল।
রাধাগোবিন্দ বল ( ৪ বার )
স্বরূপেতে ব্রজবাসে হইয়া শীতল।
রাধাগোবিন্দ বল ( ৪ বার )

[ ১০ ]

বোল হরি বোল ( ৩ বার )
মনের আনন্দে ভাই বোল হরি বোল।
বোল হরি বোল ( ৩ বার )
জনমে জনমে সুখে বোল হরি বোল॥
বোল হরি বোল ( ৩ বার )

মানব-জন্ম পেয়ে ভাই বোল হরি বোল।
বোল হরি বোল ( ৩ বার )
সুখে থাক দুঃখে থাক, বোল হরি বোল ॥
বোল হরি বোল ( ৩ বার )
সম্পদে বিপদে ভাই, বোল হরি বোল।
বোল হরি বোল ( ৩ বার )
কৃষ্ণের সংসারে থাকি' বোল হরি বোল ॥
বোল হরি বোল ( ৩ বার )
অসৎ সঙ্গ ছাড়ি' ভাই, বোল হরি বোল।
বোল হরি বোল ( ৩ বার )
বৈষ্ণবে-চরণে পড়ি', বোল হরি বোল ॥
বোল হরি বোল ( ৩ বার )
গৌর-নিত্যানন্দ বোল ( ৩ বার )
গৌর-গদাধর বোল ( „ )
গৌর-অদ্বৈত বোল ( „ )

## শ্রীমন্ মহাপ্রভুর উপদেশ

আপন গলার মালা সবাকারে দিয়া।
আজ্ঞা করেন মহাপ্রভু কৃষ্ণ গাও গিয়া॥

বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ গাও কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ বিনু কেহ কিছু না ভাবিহ আন॥

যদি আমা-প্রতি স্নেহ থাকে সবাকার।
তবে কৃষ্ণ ব্যতিরিক্ত না গাহিবে আর॥

**হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ**
**কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।**
**হরে রাম হরে রাম**
**রাম রাম হরে হরে॥**

প্রভু কহে,—কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥

ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥
কি ভোজনে কি শয়নে কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে॥

কৃষ্ণ-মন্ত্র হৈতে হ'বে সংসার মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পা'বে কৃষ্ণের চরণ॥
কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগত নিস্তার॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্রসার নাম এই শাস্ত্র-মর্ম্ম॥

হর্ষে প্রভু কহেন—"শুন স্বরূপ-রামরায়।
নাম-সঙ্কীর্ত্তন— কলৌ পরম উপায়॥
সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ-আরাধন।
সেই ত' সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥
নাম-সঙ্কীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থ-নাশ।
সর্ব্ব-শুভোদয় কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস॥
সংকীর্ত্তন হৈতে পাপ-সংসার নাশন।
চিত্তশুদ্ধি, সর্ব্বভক্তিসাধন-উদ্গম॥
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম, প্রেমামৃত-আস্বাদন॥
কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন॥

---

## শ্রীনামহট্ট

নদীয়া গোদ্রুমে নিত্যানন্দ মহাজন।
পাতিয়াছে নামহট্ট জীবের কারণ॥
শ্রদ্ধাবান্ জন হে শ্রদ্ধাবান্ জন!
প্রভুর কৃপায় ভাই মাগি এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ-শিক্ষা॥
অপরাধ শূণ্য হ'য়ে লহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ ধন প্রাণ॥
কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি' অনাচার।
জীবে দয়া কৃষ্ণনাম সর্ব্বধর্ম্মসার॥

---

বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ শুন কৃষ্ণনাম।
অহর্নিশ শ্রীকৃষ্ণ-চরণ কর ধ্যান॥

যাঁহার চরণে তুলসী জল দিলে মাত্র।
কভু নহে যমের অধিকার পাত্র॥
অঘ বক পুতনারে যে কৈল মোচন।
ভজ ভজ সেই শ্রীনন্দনন্দন-চরণ॥
পুত্র-বুদ্ধ্যে অজামিল যাঁহার স্মরণে।
চলিল বৈকুণ্ঠে, ভজ সে কৃষ্ণচরণে॥
যাঁহার চরণ সেবি' শিব দিগম্বর।
যে চরণ সেবিবারে লক্ষ্মীর আদর॥
যে চরণ মহিমা অনন্ত গুণ গায়।
দন্তে তৃণ করি' ভজ হেন কৃষ্ণ-পায়॥
যাবৎ আছয়ে প্রাণ দেহে আছে শক্তি।
তাবৎ করহ কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি॥
কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ প্রাণধন।
চরণে ধরিয়া বলি—কৃষ্ণে দেহ মন॥

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর রচিত

## বৈষ্ণব কে?

দুষ্ট মন! তুমি কিসের বৈষ্ণব?

প্রতিষ্ঠার তরে নির্জ্জনের ঘরে
তব হরিনাম কেবল কৈতব॥

জড়ের প্রতিষ্ঠা শূকরের বিষ্ঠা
জান না কি তাহা মায়ার বৈভব?

কনক-কামিনী দিবস যামিনী
ভাবিয়া কি কাজ, অনিত্য সে সব॥

তোমার কনক ভোগের জনক
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।

কামিনীর কাম নহে তব ধাম
তাহার মালিক কেবল যাদব॥

প্রতিষ্ঠাশা-তরু জড়মায়ামরু
না পেল রাবণ যুঝিয়া রাঘব।
বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা তাতে কর নিষ্ঠা
তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব॥
হরিজনদ্বেষ প্রতিষ্ঠাশা ক্লেশ
কর কেন তবে তাহার গৌরব।
বৈষ্ণবের পাছে প্রতিষ্ঠাশা আছে
তা'ত কভু নহে অনিত্য বৈভব॥
হে হরিসম্বন্ধ শূন্য-মায়াগন্ধ
তাহা কভু নয় জড়ের কৈতব।
প্রতিষ্ঠা-চণ্ডালী নির্জ্জনতা-জালি
উভয়ে জানিহ মায়িক রৌরব॥
কীর্ত্তন ছাড়িব প্রতিষ্ঠা মাখিব
কি কাজ ঢুঁড়িয়া তাদৃশ গৌরব।
মাধবেন্দ্রপুরী ভাব-ঘরে চুরি
না করিল কভু সদাই জানব॥

তোমার প্রতিষ্ঠা শূকরের বিষ্ঠা
তার সহ সম কভু না জানব।
মৎসরতা-বশে তুমি জড়রসে
ম'জেছ, ছাড়িয়া কীর্ত্তনসৌষ্ঠব॥
তাই দুষ্ট মন নির্জ্জন ভজয়
প্রচারিছ ছলে কুযোগী-বৈভব।
প্রভু সনাতনে পরম যতনে
শিক্ষা দিল যাহা চিন্ত সেইসব॥
সেই দুটি কথা ভুল' না সর্ব্বথা
উচ্চৈঃস্বরে কর হরিনাম-রব।
ফল্গু আর যুক্ত বদ্ধ আর মুক্ত
কভু না ভাবিও একাকার সব॥
কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা বাঘিনী
ছাড়িয়াছে যারে সেই ত বৈষ্ণব।
সেই অনাসক্ত সেই শুদ্ধ ভক্ত
সংসার তথা পায় পরাভব॥

যথাযোগ্য ভোগ নাহি তথা রোগ
অনাসক্ত সেই কি আর কহব।
আসক্তিরহিত সম্বন্ধসহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব॥
সে যুক্ত-বৈরাগ্য তাহা ত সৌভাগ্য
তাহাই জড়েতে হরির বৈভব।
কীর্ত্তনে যাহার প্রতিষ্ঠাসম্ভার
তাহার সম্পত্তি কেবল কৈতব॥
বিষয় মুমুক্ষু ভোগের বুভুক্ষু
দু'য়ে ত্যজ মন, দুই অবৈষ্ণব।
কৃষ্ণের সম্বন্ধ অপ্রাকৃত স্কন্ধ
কভু নহে তাহা জড়ের সম্ভব॥
মায়াবাদী জন কৃষ্ণেতর মন
মুক্ত অভিমানে সে নিন্দে বৈষ্ণব।
বৈষ্ণবের দাস তব ভক্তি আশ
কেন বা ডাকিছ নির্জ্জন আহব॥

যে ফল্গু-বৈরাগী কহে নিজে ত্যাগী
সে না পারে কভু হইতে বৈষ্ণব।
হরিপদ ছাড়ি' নির্জ্জনতা বাড়ি
লভিয়া কি ফল, ফল্গু সে বৈভব ॥
রাধাদাস্যে রহি ছাড় ভোগ-অহি
প্রতিষ্ঠাশা নহে কীর্ত্তনগৌরব।
রাধা-নিত্যজন তাহা ছাড়ি' মন
কেন বা নির্জন ভজনকৈতব ॥
ব্রজবাসিগণ প্রচারক ধন
প্রতিষ্ঠা-ভিক্ষুক তারা নহে শব।
প্রাণ আছে তার সে হেতু প্রচার
প্রতিষ্ঠাশাহীন-কৃষ্ণগাথা সব ॥
শ্রীদয়িতদাস কীর্ত্তনেতে আশ
কর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম রব।
কীর্ত্তন প্রভাবে স্মরণ হইবে
সে কালে ভজন নির্জন সম্ভব ॥

## শ্রীবিশ্বম্ভর-বন্দনা

বন্দে বিশ্বম্ভরপদকমলং
খণ্ডিত-কলিযুগ-জনমলমমলম্ ।
সৌরভ কর্ষিত নিজজন মধুপং
করুণাখণ্ডিত বিরহবিতাপম্ ॥

নাশিত হৃদ্‌গত মায়াতিমিরং
বর-নিজকান্ত্যা জগতাং অচিরম্ ।
সতত বিরাজিত নিরুপম-শোভং
রাধামোহন কলিতবিলোভম্ ॥

কলয় গৌরমুদারম্ ।
নিন্দিত-হাটক-কান্তি-কলেবর
গর্ব্বিত-মারক মারম্ ॥

মধুকর-রঞ্জিত মালতি-মণ্ডিত
জিতঘন-কুঞ্চিত-কেশম্ ।
তিলকবিনিন্দিত-শশধর-রূপক
ভুবনমনোহর-বেশম্ ॥

মৃদুমধুরস্মিত লোভিত-তনুভৃত
অনুপম-ভাববিলাসম্ ।
নিখিল-নিজজন-মোহিত-মানস
বিকথিত গদগদ-ভাষম্ ॥

পরমাকিঞ্চন কিঞ্চন নরগণ
করুণাবিতরণশীলম্ ।
ক্ষোভিত দুর্ম্মতি রাধামোহন
নাথ নিরুপমনীলম্ ॥

## শ্রীশচীতনয়াষ্টক

উজ্জ্বল-বরণ গৌরবর-দেহং
বিলসিত-নিরবধি-ভাববিদেহম্ ।
ত্রিভুবন পাবন কৃপয়াঃ লেশং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ॥

গদগদ-অন্তর-ভাববিকারং
দুর্জ্জন-তর্জ্জন-নাদ-বিশালম্ ।
ভবভয়ভঞ্জন-কারণ-করুণং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ॥

অরুণাম্বরধর-চারুকপোলং
ইন্দুবিনিন্দিত-নখচয়-রুচিরম্ ।
জল্পিত-নিজগুণনাম-বিনোদং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ॥

বিগলিত-নয়ন-কমল জলধারং
ভূষণ-নবরস-ভাববিকারম্ ।
গতি-অতিমন্থর-নৃত্যবিলাসং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ॥

চঞ্চল-চারু-চরণ-গতি-রুচিরং
মঞ্জীর-রঞ্জিত-পদযুগ-মধুরম্ ।
চন্দ্র-বিনিন্দিত শীতলবদনং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ॥

ধৃত-কটি-ডোর-কমণ্ডলু-দণ্ডং
দিব্য-কলেবর-মুণ্ডিত-মুণ্ডম্ ।
দুর্জ্জন-কল্মষ-খণ্ডন-দণ্ডং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ॥

ভূষণ-ভুরজ-অলকা-বলিতং
কম্পিত-বিম্বাধরবর-রুচিরম্ ।
মলয়জ-বিরচিত উজ্জ্বল-তিলকং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ॥

নিন্দিত অরুণ কমলদল-লোচনং
আজানুলম্বিত শ্রীভুজযুগলম্ ।
কলেবর কৈশোর নর্ত্তক বেশং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ॥

—ঃ ❋ ঃ—

## শ্রীদামোদরাষ্টক

[ দামোদরব্রতকালে প্রত্যহ পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য ]

নমামীশ্বরং সচ্চিদানন্দরূপং
লসৎ-কুণ্ডলং গোকুলে ভ্রাজমানম্ ॥
যশোদাভিয়োলুখলাদ্ধাবমানং
পরামৃষ্টমত্যং ততো দ্রুত্য গোপ্যা ॥ ১ ॥

রুদন্তং মুহুর্নেত্রযুগ্মং মৃজন্তং
করাম্ভোজযুগ্মেন সাতঙ্কনেত্রম্ ।

মুহুঃশ্বাসকম্প-ত্রিরেখাঙ্ককণ্ঠ-
স্থিত-গ্রৈব-দামোদরং ভক্তিবদ্ধম্ ॥ ২ ॥

ইতীদৃক্ স্বলীলাভিরানন্দকুণ্ডে
স্বঘোষং নিমজ্জন্তমাখ্যাপয়ন্তম্।
তদীয়েশিতজ্ঞেষু ভক্তৈর্জিতত্বং
পুনঃ প্রেমতস্তং শতাবৃত্তি বন্দে ॥ ৩ ॥

বরং দেব ! মোক্ষং ন মোক্ষাবধিং বা
ন চান্যং বৃণেঽহং বরেশাদপীহ।
ইদন্তে বপুর্নাথ ! গোপালবালং
সদা মে মনস্যাবিরাস্তাং কিমন্যৈঃ ॥ ৪ ॥

ইদন্তে মুখাম্ভোজমব্যক্তনীলৈ-
বৃতং কুন্তলৈঃ স্নিগ্ধ-রক্তৈশ্চ গোপ্যা।
মুহুশ্চুম্বিতং বিম্বরক্তাধরং মে
মনস্যাবিরাস্তামলং লক্ষলাভৈঃ ॥ ৫ ॥

নমো দেব ! দামোদরানন্ত ! বিষ্ণো !
প্রসীদ প্রভো ! দুঃখজালাব্ধিমগ্নম্ ।
কৃপাদৃষ্টি-বৃষ্ট্যাতিদীনং বতানু-
গৃহাণেশ ! মামজ্ঞমেধ্যক্ষি দৃশ্যঃ ॥ ৬ ॥

কুবেরাত্মজৌ বদ্ধমূর্ত্তৈব যদ্বৎ
ত্বয়া মোচিতৌ ভক্তিভাজৌ কৃতৌ চ ।
তথা প্রেমভক্তিং স্বকাং মে প্রযচ্ছ ॥
ন মোক্ষে গ্রহো মেঽস্তি দামোদরেহ ॥ ৭ ॥

নমস্তেঽস্তু দাম্নে স্ফুরদ্দীপ্তি-ধাম্নে
তদীয়োদরায়াথ বিশ্বস্য ধাম্নে ।
নমো রাধিকায়ৈ ত্বদীয়-প্রিয়ায়ৈ
নমোঽনন্তলীলায় দেবায় তুভ্যম্ ॥ ৮ ॥

রাধে জয় জয় মাধব দয়িতে।
গোকুল-তরুণী-মণ্ডল-মহীতে॥
দামোদর-রতি-বর্দ্ধনবেশে।
হরিনিষ্কুট-বৃন্দাবিপিনেশে॥
বৃষভানুদধি-নব-শশিলেখে।
ললিতা-সখী গুণ-রমিত-বিশাখে॥
করুণাং কুরু ময়ি করুণাভরিতে।
সনক-সনাতন-বর্ণিত-চরিতে॥

---

দেব ভবন্তং বন্দে।
মন্মানস-মধুকরমর্পয় নিজপদ-পঙ্কজ-মকরন্দে॥
যদ্যপি সমাধিষু বিধিরপি পশ্যতি
ন তব নখাগ্রমরীচিম্।

ইদমিচ্ছামি নিশম্য তবাচ্যুত
তদপি কৃপাদ্ভুত-বীচিম্ ॥
ভক্তিরুদঞ্চতি যদ্যপি মাধব
ন ত্বয়ি মম তিলমাত্রী।
পরমেশ্বরতা তদপি তবাধিক-
দুর্ঘটঘটন-বিধাত্রী ॥
অয়মবিলোলতয়াদ্য সনাতন
কলিতাদ্ভুত-রসভারম্।
নিবসতু নিত্যমিহামৃতনিন্দিনি
বিন্দন্ মধুরিমসারম্ ॥

—ঃ ❋ ঃ—

## শ্রীনন্দনন্দনাষ্টকম্

সুচারুবক্ত্রমণ্ডলং সুকর্ণরত্নকুণ্ডলং।
সুচর্চ্চিতাঙ্গচন্দনং নমামি নন্দনন্দনম্ ॥ ১ ॥

সুদীর্ঘনেত্রপঙ্কজং শিখিশিখণ্ডমূর্দ্ধজং
অনঙ্গকোটীমোহনং নমামি নন্দনন্দনম্ ॥ ২ ॥
সুনাসিকাগ্র-মৌক্তিকং স্বচ্ছন্দদন্তপংক্তিকম্ ।
নবাম্বুদাঙ্গচিক্কণং নমামি নন্দনন্দনম্ ॥ ৩ ॥
করেণ বেণুরঞ্জিতং গতিকরীন্দ্রগঞ্জিতং ।
দুকূলপীত শোভনং নমামি নন্দনন্দনম্ ॥ ৪ ॥
ত্রিভঙ্গদেহ সুন্দরং নখদ্যুতি সুধাকরং ।
অমূল্যরত্নভূষণং নমামি নন্দনন্দনম্ ॥ ৫ ॥
সুগন্ধ অঙ্গসৌরভং উরোবিরাজি কৌস্তুভং ।
স্ফুরৎ-শ্রীবৎসলাঞ্ছনং নমামি নন্দনন্দনম্ ॥ ৬ ॥
বৃন্দাবন সুনাগরং বিলাসানুগ-বাসসং ।
সুরেন্দ্রগর্ব্বমোচনং নমামি নন্দনন্দনম্ ॥ ৭ ॥
ব্রজাঙ্গনাসুনায়কং সদাসুখপ্রদায়কং ।
জগন্মনোপ্রলভনং নমামি নন্দনন্দনম্ ॥ ৮ ॥

জয় জয় প্রাণসখে !

প্রণত সকলসুখদায়ক, ব্রজনায়ক হে !
বল্লভরাজকুমার ।
স্ফুট সরসীরুহলোচন, ভয়মোচন হে !
পালিত নিজপরিবার ॥
মণিময়বেণু লসন্মুখ, নত সম্মুখ হে !
মৃদু মৃদু হাস-বিলাস ।
কুলবণিতাব্রত-ভঞ্জন, রিপুগঞ্জন হে !
নবরতিকেলি-নিবাস ॥
মধুর মধুররস নূতন, হত পূতন হে !
নবঘননীলশরীর ।
তপনসুতাতট সন্নট, রতিলম্পট হে !
হৃদিধৃত বরমণিহার ॥
ব্রজতরুণীনবনাগর, রসসাগর হে !
রচিত মহারতিরঙ্গ ।

রসিকযুবতীপরিহাস, কৃতরাসক হে
ললিতারঙ্গ-তরঙ্গ ॥
স্ফুরদরুণাধরপল্লব, ব্রজবল্লভ হে !
রাধামানসহংস ।
শ্রীলসরস্বতীগীতকং হরিভাবদং
মঙ্গলমিহবিদধাতু ॥

জয় জয় সুন্দর নন্দকুমার ।
সৌরভসঙ্কট-বৃন্দাবনতট-
বিহিত বসন্ত বিহার ॥
অভিনব কুট্মল গুচ্ছ সমুজ্জ্বল-
কুঞ্চিত কুন্তল ভার ।
প্রণয়িজনেরিত বন্দনসহকৃত-
চূর্ণিত বরঘনসার ॥

অধরবিরাজিত মন্দতরস্মিত-
লোভিত নিজপরিবার।
চটুল দৃগঞ্চল রচিতরসোচ্চল-
রাধাপ্রণয়বিকার ॥
ভুবনবিমোহন মঞ্জুল নর্ত্তন-
গতিবল্গীতমণিহার।
নিজবল্লভজন সুহৃৎসনাতন-
চিত্তবিরহদবতার ॥

—ঃ * ঃ—

বসতু মনো মম মদনগোপালে।
নবরতিকেলিবিলাসপরাবধি-
রাধাসুরতরসালে ॥
মদশিখিপিঞ্ছ-মুকুটপরিলাঞ্ছিত-
কুঞ্চিতকচনিকুরম্বে ॥
মুখরিতবেণু-হতত্রপধাবিত-
নবব্রজযুবতীকদম্বে ॥

কলিতকলিন্দসুতা-পুলিনোজ্জ্বল-
কল্পমহীরুহমূলে ।
কিঙ্কিণিকলরব-রঞ্জিত-কটিতট
কোমলপীতদুকূলে ॥
মুরলীমনোহর মধুরতরাধর-
ঘনরুচি-চৌরকিশোরে ।
শ্রীবৃষভানুকুমারীমোহন-
রুচিমুখচন্দ্রচকোরে ॥
গুঞ্জাহার-মকরমণিকুণ্ডল-
কঙ্কননূপুর শোভে ।
মৃদুমধুরস্মিত-চারুবিলোচনা-
রসিকবধূকৃতলোভে ॥
মত্তমধুব্রতগুঞ্জিতরঞ্জিত-
গলদোলিতবনমালে ।
গন্ধোদ্বর্ত্তিত সুবলিতসুন্দর
পুলকিত বাহুবিশালে ॥

উজ্জ্বলরত্নতিলকললিতালক-
সকনকমৌক্তিক-নাসে।
শারদকোটী-সুধাকিরণোজ্জ্বল-
শ্রীমুখকমল-বিলাসে ॥
গ্রীবাকটী-পদভঙ্গিমনোহর
নবসুকুমারশরীরে।
বৃন্দাবন-নবকুঞ্জগৃহান্তর-
রতিরণরঙ্গসুধীরে ॥
পরিমলসার-সকেশরচন্দন-
চর্চ্চিত রসলসদঙ্গে।
পরমানন্দ-রসৈকঘনাকৃতি-
প্রবহদনঙ্গতরঙ্গে ॥
পদনখচন্দ্রমণিচ্ছবিলজ্জিত-
মনসিজকোটীসমাজে।
অদ্ভুতকেলিবিলাসবিশারদ
ব্রজপুর-নবযুবরাজে ॥

রসিক-সরস্বতিবর্ণিত-মাধব-
রূপসুধারসসারে।
রময়ত সাধু-বুধা নিজহৃদয়ং
ভ্রমথ মুদা কিমসারে॥

গায়ত রাধামাধবলীলাং
কুরুত মতিং রসরঞ্জিতশীলাম্।
বৃন্দারণ্যচরাচরবৃন্দং
শ্রয়ত মহারসবৈভব-বন্দম্॥
পশ্যত রাধাকেলিনিকুঞ্জং
প্রকট মহাদ্ভুত-রতিরসপুঞ্জম্।
পুলিনে পুলিনে তপনসুতায়াঃ
ভ্রমথ ন যত্র প্রসরতি মায়া॥
পরমানন্দরসামৃতসারে
নয়ত মনো ব্রজরাজকুমারে।

মুঞ্চত বিষয়-বিষমরসগন্ধং,
ঘটয়ত হরিপদে দৃঢ়রতিবন্ধম্ ॥
মৃগয়ত রাধাপদরসভাজং,
পরিচিনুতোজ্জ্বলবর-রসসারম্ ।
ইতি হিতসার সরস্বতীগীতং
জনয়ত কঞ্চন ভাবমধিতম্ ॥

ব্রজনন্দকী নন্দন নীলমণি
হরিচন্দনতিলক ভালে বনি ।
শিখিপুচ্ছক বন্ধনী বামে টলি
ফুলদাম নেহারিতে কাম ঢলি ॥
অতি কুঞ্চিতকুন্তল লম্বি চলি
মুখনীলসরোরুহ বেঢ়ি অলি ।

ভুজদণ্ডে বিখণ্ডিত হেমমণি
নববারিদ-বিদ্যুত স্থির জনি।
অতি চঞ্চললম্বিত-পীতধটি
কলকিঙ্কিণীসংযুত ক্ষীণকটী।
পদনূপুর বাজত পঞ্চস্বরে
করবাদন নর্ত্তন গীতবরে।
পদনূপুর বাজত পঞ্চরসে
কিবা বেণু বেয়াপিত দিগদশে।
যোগী যোগ ভুলে মুনি ধ্যান টলে,
ধায় কামিনী কানন ত্যজি কুলে।
সুর-অসুর লজ্জিত শান্তমনে
পদসেবক-দাসনৃসিংহ ভনে॥

## শ্রীল জয়দেব গোস্বামী রচিত

শ্রিত-কমলা-কুচ-মণ্ডল ধৃত-কুণ্ডল
কলিত-ললিত-বনমাল !
জয় জয় দেব হরে ॥

দিনমণি-মণ্ডল-মণ্ডন ভব-খণ্ডন
মুনিজনমানস-হংস !
জয় জয় দেব হরে ॥

কালিয়-বিষধর-গঞ্জন জন-রঞ্জন
যদুকুল-নলিন-দিনেশ !
জয় জয় দেব হরে ॥

মধু-মুর-নরকবিনাশন গরুড়াসন
সুরকুল-কেলি-নিদান !
জয় জয় দেব হরে ॥

অমল-কমলদল-লোচন ভবমোচন
ত্রিভুবন-ভবন-নিধান !
জয় জয় দেব হরে ॥

জনকসুতা-কৃত-ভূষণ জিত দূষণ
সমর-শমিত-দশকণ্ঠ !
জয় জয় দেব হরে ॥

অভিনব-জলধর সুন্দর ধৃতমন্দর
শ্রীমুখচন্দ্র-চকোর
জয় জয় দেব হরে ॥

তব চরণে প্রণতা বয়মিতি ভাবয়
কুরু কুশলং প্রণতেষু
জয় জয় দেব হরে ॥

শ্রীজয়দেব-কবেরিদং কুরুতে মুদং
মঙ্গলমুজ্জ্বলগীতি,
জয় জয় দেব হরে ॥

## দশাবতার-স্তোত্র

প্রলয়-পয়োধি-জলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিত-বহিত্র চরিত্রমখেদম্ ।
কেশব ধৃত-মীনশরীর জয় জগদীশ হরে ॥১॥

ক্ষিতিরিহ-বিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে
ধরণি-ধরণ-কিণচক্র-গরিষ্ঠে ।
কেশব ধৃত-কূর্ম্মশরীর জয় জগদীশ হরে ॥২॥

বসতি দশন-শিখরে ধরণী তব লগ্না
শশিনি কলঙ্ক-কলেব নিমগ্না ।
কেশব ধৃত-শূকররূপ জয় জগদীশ হরে ॥৩॥

তব করকমলবরে নখমদ্ভুত-শৃঙ্গং
দলিতহিরণ্যকশিপুতনু-ভৃঙ্গম্ ।
কেশব ধৃত-নরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে ॥৪॥

ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুতবামন
পদনখনীরজনিতজনপাবন।
কেশব ধৃত-বামনরূপ জয় জগদীশ হরে ॥৫॥

ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপং
স্নপয়সি পয়সি শমিত-ভবতাপম্।
কেশব ধৃত-ভৃগুপতিরূপ জয় জগদীশ হরে ॥৬॥

বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্‌পতিকমনীয়ং
দশমুখমৌলি-বলিং রমণীয়ম্।
কেশব ধৃত-রামশরীর জয় জগদীশ হরে ॥৭॥

বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভং
হলহতি-ভীতিমিলিত-যমুনাভম্।
কেশব ধৃত-হলধররূপ জয় জগদীশ হরে ॥৮॥

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয়-হৃদয়দর্শিত-পশুঘাতম্।
কেশব ধৃত-বুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে ॥৯॥

ম্লেচ্ছ-নিবহ নিধনে কলয়সি করবালং
ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্।
কেশব ধৃত-কল্কিশরীর জয় জগদীশ হরে ॥১০॥

শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতমুদারং
শৃণু সুখদং শুভদং ভবসারম্।
কেশব ধৃত-দশবিধ-রূপ জয় জগদীশ হরে ॥

বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে
ভূগোলমুদ্বিভ্রতে
দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে
ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে।
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে
কারুণ্যমাতন্বতে
ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে
কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ ॥

# হিন্দী-কীর্ত্তন

[ ১ ]

গুরু-চরণকমল ভজ মন।

গুরুকৃপা বিনা নাহি কোই সাধন-বল
ভজ মন ভজ অনুক্ষণ॥

মিলতা নাহি এয়সা দুর্ল্লভ-জনম,
ভ্রমত হুঁ চৌদ্দ-ভুবন।

কিসী-কো মিলতা হ্যায় অহো ভাগ্যসে
হরিভক্তোঁ-কে দরশন॥

কৃষ্ণকৃপা কী আনন্দ-মূর্ত্তি,
দীনজন করুণা-নিধান।

জ্ঞান-ভক্তি-প্রেম তিনো প্রকাশত,
প্রভো শ্রীগুরু পতিতপাবন॥

শ্রুতি-স্মৃতি ইতিহাস সভী মিলে হ্যায়,
কীনো স্পষ্ট প্রমাণ।

তন-মন জীবন, গুরুপদে অর্পণ,

সদা হরিনাম রটন॥

[ ২ ]

জয় শচী-নন্দন, জয় গৌরহরি।

বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রাণধন, নদীয়া-বিহারী॥

জয় শচীনন্দন গৌর গুণাকর।

প্রেম-পরশমণি, ভাব-রস-সাগর॥

[ ৩ ]

নদীয়া ইন্দু করুণা সিন্ধু।

ভক্তজন-কে প্রাণবন্ধু, কীর্ত্তন তন ধারী॥

নাম লেত কটত পাপ, ছুটত তন ত্রিবিধ তাপ।

মহামাধুরী রূপ সার, কবিজন-মত হারী॥

চন্দন-চর্চ্চিত অঙ্গ, লাজত কোটী-অনঙ্গ।

উপজত প্রেম তরঙ্গ, আঁখিয়া রহে হারী॥

রসিক মুকুট মণি প্রধান, বনবিহারীণ দাসী জন।
গৌর-নিতাই গুণন খান, নিরখত প্রাণবারী॥

[ ৪ ]

সুন্দর লালা শচীর দুলালা
নাচত শ্রীহরি-কীর্ত্তনে মে।
ভালে চন্দন তিলক মনোহর
অলকা শোভে কপালমে॥
শিরে চূড়া দরশীবালে,
বন-ফুল মালা হিয়াপর দোলে।
পহিরণ পীত-পটাম্বর শোভে
নূপুর রুণুঝুনু চরণ মে॥
কোই গায়ত রাধা-কৃষ্ণনাম,
কোই গায়ত হরিগুণ গান।
মৃদঙ্গ-তাল মধুর রসাল,
কোই গায়ত হ্যায় রঙ্গনমে॥

সুন্দর লালা শচীর দুলালা
নাচত শ্রীহরি-কীর্ত্তনমে ॥

[ ৫ ]

কৃষ্ণ জিন্‌কা নাম হ্যায়,
গোকুল জিন্‌কা ধাম হ্যায়,
এয়সে শ্রীভগবান কো বারম্বার প্রণাম হ্যায়।
যশোদা জিন্‌কী মাইয়া হ্যায়,
নন্দ জিন্‌কা বাপ্পাইয়া হ্যায়,
এয়সে শ্রীগোপালকো বারম্বার প্রণাম হ্যায় ॥
রাধা জিনকী জায়া হ্যায়,
কৃষ্ণজী কানাইয়া হ্যায়,
এয়সে শ্রীঘনশ্যামকো বারম্বার প্রণাম হ্যায় ॥
লুট লুট দধি মাখন খায়ো,
গোয়াল-বালসঙ্গ ধেনু চরায়ো,
এয়সে লীলাধাম কো বারম্বার প্রণাম হ্যায় ॥

দ্রুপদ সুতাকী লাজ বচায়ো,
গজ আউর গ্রাহকে ফন্দ ছুড়ায়ো,
এয়সে কৃপা-ধামকো বারম্বার প্রণাম হ্যায় ॥
কুরু-পাণ্ডবকো যুদ্ধ মচায়ো,
অর্জ্জুনকো উপদেশ শুনায়ো,
এয়সে দীননাথ কো বারম্বার প্রণাম হ্যায় ॥

[ ৬ ]

ভজ গোবিন্দ, ভজ গোবিন্দ,
ভজ গোবিন্দ কী নাম রে।
গোবিন্দ কী নাম বিনা তেরা
কোই না আবে কাম রে ॥
এ জীবন হ্যায় সুখ দুঃখকী মেলা
দুনিয়াদারী স্বপন কী খেলা,
জানা তুঝকো পড়েগা একেলা,
ভজ লে হরি কা নাম রে ॥

গোবিন্দ কী মহিমা গাকে,
প্রেমকো উসপর ফাগ লাগাকে।
জীবন অপনা সফল বনালে,
চল ঈশ্বরকী ধাম রে॥

[ ৭ ]

পার করেঙ্গে নেইয়ারে, ভজ কৃষ্ণ কানাইয়া।
কৃষ্ণ কানাইয়া দাউজীকে ভেইয়া,
দাউজীকে ভেইয়া রে ভজ কৃষ্ণ কানাইয়া॥

কৃষ্ণ কানাইয়া বাঁশরী বাজাইয়া।
" " মাখন চোরাইয়া।
" " গিরিবর উঠাইয়া।
" " রাস রচাইয়া।
রাস রচাইয়া রে—ভজ কৃষ্ণ কানাইয়া॥

মিত্র সুদামা তণ্ডুল লায়ে,
গলে লাগা প্রভু ভোগ লাগায়ে।
কাহা কাহা কাহা ভেইয়ারে—ভজ কৃষ্ণ কানাইয়া॥

অর্জ্জুনকে রথ রণমে হাঁকা,
শ্যামলিয়া গিরিধারী বাঁকা।
কালীনাগ নাথাইয়া রে—ভজ কৃষ্ণ কানাইয়া॥

দ্রুপদ-সুতাকী যব্ দুষ্টনে ঘেরি,
রাখি লাজ, না কিয়ে দেরী।
আগে চীর বাড়াইয়া রে—ভজ কৃষ্ণ কানাইয়া॥

[ ৮ ]

হে নাথ, নারায়ণ, হরি!
জয় গোপাল, কৃষ্ণ, মুরারি!
জয় যাদব, মাধব মুকুন্দ,
কৃষ্ণ, কেশব, গোবিন্দ,
বাসুদেব, গিরিধারী!!

সত্য সনাতন প্রভু,
হে নিত্য নিরঞ্জন বিভু!
দীনবন্ধু, দুঃখহারী!
হে নাথ, নারায়ণ, হরি!!

[ ৯ ]

হরি ! ম্যায় দাস তুঁহারো
মুঝে ন আপনে দিল্‌সে বিশারো।
ম্যায় দাস তুঁহারো ॥

ভব-জলধারা দুস্তর পারা,
ডুব রহা হো, পার উতারো।
পরম কৃপালা, দীন দয়ালা,
করুণা কর্‌ নিজ নয়নে নেহারো ॥
ক্ষেমা কিজিয়ে, তেরী সেবা দিজিয়ে,
মেরে অবগুণ লাখ হাজারো।
পতিতকা বন্ধু তুঁহু, ম্যায় চরণকো চেরো,
দীনজন ভব-বন্ধন নিবারো ॥
ম্যায় দাস তুঁহারো ॥

[ ১০ ]

হরিসে লাগি রহো রে ভাই,
তেরা বনত বনত বন যাই ॥

দৌলত দুনিয়া মাল খজানা,
বলিয়ে ব্যায়েল চরাই।
একো বাতকা টল্‌তা পরতো
খোঁজ খবর নাহি পাই॥
অঙ্কা তরে, বঙ্কা তরে,
তরে সুজন কসাই।
শুয়া পঢ়াকে গণিকা তরে,
তরে মীরাবাঈ॥
এয়সী ভকতি কর ঘট ভিতর,
ছোড় কপট চতুরাই।
সেবা, বন্দন, আউর দীনতা,
সহজে মিলই রঘুরাই॥

[ ১১ ]

জয় গোবিন্দ, জয় গোপাল,
কেশব, মাধব, দীনদয়াল।

শ্যাম-সুন্দর, কানাইয়ালাল,
গিরিবরধারী, নন্দদুলাল ॥
অচ্যুত, কেশব, শ্রীধর, মাধব,
গোপাল, গোবিন্দ, হরি।
যমুনা পুলিনমে বংশী বাজাওয়ে,
নটবর - বেশ - ধারী ॥

[ ১২ ]

বসো মেরে নয়নমে নন্দলাল !
মোহন মূরতি, শ্যামরী সূরতি, নয়না বনে বিশাল ॥
অধর-সুধারস মুরলী বাজত, উর বৈজয়ন্তী মাল।
ক্ষুদ্র ঘন্টিকা কটিতট শোভিত, নূপুর শব্দ রসাল ॥
মীরা প্রভু সন্তন সুখদায়ী, ভকত-বৎসল গোপাল ॥

[ ১৩ ]

ময়ুর-মুকুট পীতাম্বরধারী।
মুরলীধর, গোবর্দ্ধনধারী ॥

শ্রীরাধাবর কুঞ্জবিহারী, মুরলীধর গোবর্দ্ধনধারী ॥
যশোদা-নন্দন কৃষ্ণমুরারী, ” ” ।
গোপীজন-বল্লভ, বংশীবিহারী—
মুরলী-ধর গোবর্দ্ধন-ধারী !!

[ ১৪ ]

শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে !
হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব !!
জয় শ্রীরাধে জয় নন্দনন্দন
জয় জয় গোপীজন-মন-রঞ্জন !!

[ ১৫ ]

হামারে ব্রজকী রাখবালে কানাইয়া রাধিকারাণী ।
কানাইয়া রাধিকারাণী, কানাইয়া রাধিকারাণী ॥
হামারে নয়নকে তারে কানাইয়া রাধিকারাণী ॥
সাহারা বেসাহারোকে—কানাইয়া রাধিকারাণী ॥

[ ১৬ ]

জয় মাধব মদন-মুরারী রাধে-শ্যাম শ্যামা শ্যাম ॥
জয় কেশব কলিমলহারী রাধেশ্যাম শ্যামা শ্যাম ॥

সুন্দর কুণ্ডল নয়ন বিশালা,
গলে সোহে বৈজন্তী মালা।
ইয়া ছবি কী বলিহারী— রাধে শ্যাম ··· ॥

কবহুঁ লুট লুট দধি খায়ো,
কবহুঁ নিধুবন রাস-রচায়ো।
নিরতত বিপিনবিহারী— রাধে শ্যাম ···· ॥

গোয়াল-বাল সঙ্গ ধেনু চরাই,
বন-বন ভ্রমিত ফিরে যদুরাই।
কাঁধে কামর কারী — রাধে শ্যাম ··· ॥

চুরা চুরা নবনীত জু খায়ো,
বৃজ বনিতন পৈ নাম ধরায়ো।
মাখন চোর মুরারী — রাধে শ্যাম ···· ॥

দুর্যোধন কা ভোগ না ভায়ো,
শুখা শাগ বিদুর-ঘর খায়ো।
এয়সে প্রেম-পূজারী—রাধে শ্যাম···· ॥

করুণা কর দ্রৌপদী ফুকারী,
পটমে লিপট গয়ে বনবারী।
নিরখ রহে নরনারী—রাধে শ্যাম···· ॥

অর্জ্জুনকে রথ হাঁকন হারে,
গীতাকে উপদেশ তুম্‌হারে।
চক্র সুদর্শন ধারী—রাধে শ্যাম···· ॥

ভক্তাভক্ত সব তুম্‌নে তারে
বিনা ভক্তি হম ঠাড়ে দ্বারে।
লীজো খবর হমারী রাধে শ্যাম শ্যামা শ্যাম ॥

[ ১৭ ]

মোহন প্যারে হো কানাইয়া নাম অনুপম ভাওয়ে।
নন্দকে লালা যশোদা-দুলালা,
সবকোইজন গাওয়ে কানাইয়া সবকোইজন গাওয়ে

রাধারমণ মদনমোহন প্রভু,
যামুন-পুলিন বিহারী।
কৃষ্ণ গোবিন্দ মুরলী-মনোহর
গোবর্দ্ধন-গিরিধারী॥
অঘ-বক-পুতনা কংসকে নাশক,
রাধাকুণ্ডতট বনচারী।
ব্রজজন-রঞ্জন, গোপী-প্রমোদন
চঞ্চল নটন মুরারী॥
মধুর নাম অবতার তুম্হারা
দীনজন কে আধার।
নাম রূপমে ভেদ নাহি কোই
কৃপা কীজিয়ে মুরারী॥
এয়সা আউর নাহি পাপীজন,
জেয়সা ম্যায় হুঁ নাথ।
নিজজন শরণ দেহুঁ করুণাময়
কৃপা কীজিয়ে গোপীনাথ॥

[ ১৮ ]

মনুয়া ! রাধে-কৃষ্ণ বোল, রাধে কৃষ্ণ বোল।
তেরা ক্যায়া লাগেগা মূল ?
মাতা কহে পুত্র হামারা, বহিন কহে এ বীরা।
ভাই কহে ভুজা হামারী, নারী কহে নর মেরা॥
মনুয়া ! রাধে কৃষ্ণ বোল॥
যব নর রোগশয্যামে হ্যায়, তব্ সব রোনে লাগি
যব পিঞ্জরসে প্রাণ নিকসি হ্যায়,
তব্ লে-চল লে-চল হৈ (লাগিরে)
মনুয়া ! রাধেকৃষ্ণ বোল॥
পেট পাকড়কর মাতা রোয়ে, বাহা পাকড়কর ভাই
লপটি-ঝপটিকর স্ত্রীয়া রোয়ে—
হন্‌সে অকেলা যাই॥ মনুয়া....
চারিগজকী চাদর মাঙ্গাওয়ে, বনে কাঠকী খড়ি।
চারো ওরসে আগ লাগাওয়ে
ফুক দিয়ে জেয়সে হোরি॥ মনুয়া ...

## —জয়ধ্বনি—

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজী কি জয়। নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট জগদ্‌গুরু পরমহংস ওঁবিষ্ণু-পাদ অষ্টোত্তরশত শ্রী-শ্রীমদ্ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ কি জয়। নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রী-শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর কি জয়। নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ কি, জয়। নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরম-হংস সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কি জয়। নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ কি, জয়। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু কি, জয়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কি জয়। শ্রীল নিবাস, নরোত্তম, শ্যামানন্দ প্রভুত্রয় কি, জয়। জয় রূপ, সনাতন, ভট্টরঘুনাথ, শ্রীজীব, গোপালভট্ট, দাসরঘুনাথ ষড়্‌গোস্বামীপ্রভু কি জয়। শ্রীল নামাচার্য্য হরিদাস ঠাকুর কি জয়।

প্রেম্‌সে কহো শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, প্রভু নিত
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ কি
শ্রীঅন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর, সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রু
মধ্যদ্বীপ, কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ' জহ্নুদ্বীপ, মো
দ্বীপ, রুদ্রদ্বীপাত্মক শ্রীনবদ্বীপ-ধাম কি জয়।
রাধাকৃষ্ণ-গোপগোপী গোবর্দ্ধন-বৃন্দাবন-শ্রীশ্য
রাধাকুণ্ড-যমুনা জী কি জয়। সিদ্ধপীঠ ইম্‌
কি জয়। শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র কি জয়। শ্রীজ
বলরাম-সুভদ্রা মাইকি জয়। শ্রীগঙ্গাজী কি
তুলসীদেবী কি। শ্রীভক্তিদেবী কি জয়। শ্রীগে
সঙ্ঘ কি জয়। তদনুগ শাখামঠসমূহ কি
অনন্তকোটী বৈষ্ণববৃন্দ কি জয়। সমাগত
শ্রোতা ভক্তবৃন্দ কি জয়। শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত
জয়। গৌর-প্রেমানন্দে হরি হরি বোল॥

—ঃ সমাপ্ত ঃ—